শ্রীশ্রীচৈতন্য লীলা

১ম ভাগ।

৺নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় গোস্বামী
প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীদেবকীনন্দন ধর্ম্ম-প্রকাশ কার্য্যালয়
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক পোঃ শিলিমপুর,
জিলা ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল,

প্রিন্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীচৈতন্য লীলাঙ্কুর।

সূচনা

১। মহাকবি শ্রীহর্ষ শ্রীহরষ বদনে,
রচেছিল কত ছন্দে নব নব গাঁথা ;
তাঁরি বংশে
কৃত্তিবাস কবি ;
পয়ারের শিরোমণি
রামায়ণে পুষ্ট বঙ্গভাষা ।।

২। কৃত্তিবাস বংশজ বলরাম ঠাকুর,
বলাগড় জনমিল বিদিত জগতে ;
তাঁর বংশে
জনম আমার,
নীলকান্ত মোর নাম,
পরিচয় দিতে লাজবাসি ॥

৩। নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেমরসে,
পুরিয়া রেখেছে কাব্য যত কবিগণে
পুরাতানে
পুরাতন রচি ;
পুরাতনে পূরারস,
পুরাতন দ্রাক্ষারস প্রায় ॥

৪। নিত্য নব নব ভাবে নব নব রসে,
রসিক-পাঠকদল মানস-অলিতে,
মজি রহে
মধুর পিয়াসে,
পদে পদে মধুপানে ;
প্রেমানন্দে মজি রহে চিত ॥

৫। জ্ঞানাভাব যোগাভাব কর্ম্মাভাব চিতে,
রচিব চৈতন্যলীলা মরুভূমি-হৃদে ;
গোময়ের
কীটের যেমতি,
পঙ্কজের মকরন্দ
পিয়িবারে সাধ হয় মনে ॥

৬। অমিয় সৃজিতে সৃজি গরলের খনি,
ধাতা সৃজিয়াছে মোরে বিষতরু সম ;
মম চিতে
উপজয়ে বিষ ;
গৌরলীলা
তবু লিখি, লাজ-শির খেয়ে ॥

৭। উপহিত চিত মম সতত চঞ্চল,
অবিদ্যা-পূরিত মন, জীর্ণতরী সম ;
নিরক্ষর ;
প্রাচীন বয়সে,
ব্যাধি-আলিঙ্গিত সদা ;
রোগে শোকে পীড়িত এ কায় ॥

৮। ভাব প্রেম রস আলিঙ্গিয়ে শান্তিভাবে,
নিত্য নিত্যানন্দে নিত্য—চৈতন্য ভাবিয়ে,
সাধুগণ
সুধা পেয়ে মত্ত ;
প্রেমসুধা পানে রত ;
বিষ-ভাবে হবে কি অরুচি ?

উপক্রমণিকা

—০—

৯। যুগল হেরিবে আশে নারদ দেবর্ষি,
অবতরি এ ভারতে যায় ব্রজধাম ;
রাধাকৃষ্ণ
না হেরি তথায়,
উনমত্ত প্রায় ছুটি
প্রভাসের তীরে উপনীত ॥

১০। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা অবসান হলে,
গোলকেতে যাবে দোঁহে কৃষ্ণ বলরাম,
হেন কালে
নারদ আসিল ;
দেখে শূন্য বৃন্দাবন
দিবসে হয়েছে অন্ধকার ॥

১১। নাই সেই মলয়ের সুশীতল বায়,
বন-উপবনে নাহি ফোটে নানাফুল,
কাঁদিছে রে
পশুপাখীগণ,
ধেনু না চরে বিপিনে,
তরুগণ আছে নতশিরে ॥

১২। কণ্টকে আবরি পথ, করেছে আঁধার,
রবি শশী আলো নাহি করে হাসি হাসি
ভুজঙ্গ বিচরে ;
না করে আহার কেহ,
ভেক ও ভুজঙ্গ এক ঠাঁই ॥

১৩। বিনাইয়া বিনোদিনী নাহি সাজে আর,
দিবা অভিসার নাহি করে বনমালী,
কুঞ্জে কুঞ্জে,
বাঁশী ফুঁকারিয়ে,
ভোলাতে গোপীর মন ;
নাহি আর যুগল মিলন ॥

১৪। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম আঁখি বংশীবটচারী,
নাহি গোচারণ খেলা সখাগণ সাথে,
ধরাচূড়া
করে করে বেণু
আর কি আসিবে হেথা ;
হেরিব কি মধুর মূরতি ?

১৫। নব নটবর বেশ, পুলিন বিহারী,
কোথা রাধারমণ সে রাধিকামোহন,
হলপাণি
কুন্দলতা কই ?
অরণ্য অরণ্য হেরি,
শ্মশান মশানে পরিণত ॥

১৬। নাহি শিব-শিবানী এই ব্রজধামেতে,
যাইব কৈলাসে ; বাজ বীণে, বলি হরি
সুমধুর
মধুময় রবে,
হরি বিনে বল্‌বিনে,
মজে রহ হরিনামে প্রেমে ॥

১৭। তড়িতে জড়িত একি নব কাদম্বিনী !
বিদ্যুৎ খেলিছে যেন নবঘন কোলে,
নৃত্য করে
চমকি চমকি ;
গ্রাসিল কি মণিফণী
ভূগর্ভেতে গরজি গরজি ॥

১৮। ক্ষীণ শুনা যায় কার কলকণ্ঠ তান,
অমৃত ঝরিছে কিবা পিক সম রব,
হরিল রে
মনপ্রাণ সব ;
শবাকার হ'ল কায়,
চলিতে চরণ নাহি চলে ॥

১৯। হল মনে রাধাকৃষ্ণ মিলে উচ্চবাসে,
মিলন-লাবণ্যরাশি ছুটে আকাশেতে ;

এ ভারত
হবেরে আঁধার,
অসিত নিরয় মত ;
ভয়াবহ হইবে ধরণী ॥

২০। আর দেখ শূন্যপানে শ্বেতকায় গিরি,
সৌদামিনী চমকিয়া ঢলি পরে কোলে,
যথা ফণী
প্রেমেতে মাতয়ে
ভূধর পাইলে দেখা,
চিত্র-বিচিত্র সাজেতে সাজি ॥

২১। বুঝিয়াছি হলধর চলেছে গোলোকে,
ভারত-জনে দুঃখ-সাগর-গর্ভে ফেলি ;
গেল গেল,
ধর ধর সবে,
না যাইতে অতি দূরে ;
ধরিতে নারিলি কেহ তোরা ॥

২২। ফণী নহে, কুন্দলতা-ধর্ম্মপত্নী সহ
উঠেছেরে দেবযানে দোঁহে হাসি হাসি,
আলোকিত
বদন-সরোজ,
কোটী সৌদামিনী-আভা ;
তাই হেরিয়াছি সৌদামিনী ॥

২৩। একি আর কায় কার রজত বরণ,
ধাঁধিছে নয়ন মোর শুভ্র-জোছনায় ;
চিরপ্রভা
ঢুলিতেছে গায় ;
ছুটিলরে আলো-রশ্মি,
গগন-মণ্ডল আলোকিয়া ॥

২৪। তাতো নয় স্বর্ণময় দেশ অনুপম,
মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ, মণি, হীরক আবাস ;

মনোহর
চাঁদের বাজার ;
একি সোণার কৈলাস ?
যোগীঋষি যার ধ্যান করে ?

২৫। জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে হেরি চন্দ্রচূড় বসি,
অঙ্গের ধবল জ্যোতিঃ ত্রিভুবন ঝাঁপি ;
মাথে জটা
অতি সুদীঘল ;
ফণীহার দুলিতেছে,
জটে গঙ্গা করে কল কল ॥

২৬। কোটী বালভানু জিনি বদন-সরোজ,
ঝলমল করে তাহে, অট্ট অট্ট হাসি,
জোড়া ভুরু
তিলফুল নাসা,
দন্ত মুকুতা জিনিয়া ;
আছে উর্দ্ধনেত্র পদ্মাসনে ॥

২৭। অতি সুললিত কান্তি, লম্বোদর শোভা,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ জানুতক ভুজ,
হাড়-হার
হৃদয়ে জড়িত
ব্যাঘ্রচীরে চিরাবৃত,
ত্রিশূল করে, কক্ষেতে ঝুলি ॥

২৮। পদ-নখে শোভা করে কোটী সুধাকর,
উজলিছে পদতলে তরুণ অরুণ ;
বিষধর
খেলিছে অঙ্গেতে,
লাবণ্যে বিজলী কত
নয়ন-রমন চিতহারী ॥

২৯। বামেতে শোভিত দুর্গা সুবর্ণ-লতিকা,
নিত্য রসে বসিয়াছে রতন আসনে ;

হাসি হাসি
বলি প্রিয়ভাষা
সর্ব্বানন্দী সর্ব্বানন্দ
খেলিছে কত নূতন খেলা ॥

৩০। ধবল আকাশে যেন স্থির-সৌদামিনী,
উন্নত উজ্জ্বল রূপ রমনীয় শোভা ;
পৃষ্ঠে দোলে
কাল কেশদাম
শ্রীপদ পরশ করে,
সুধাংশু বদনে মৃদুহাসি ॥

৩১। খগ-চঞ্চুজিনি নাসা, কুরঙ্গ-নয়না,
মুকুতা গাঁথনি যেন দন্ত সারি সারি,
কপালেতে
সিন্দুরের বিন্দু,
ঝলসিছে ভানুপ্রায় ;
সুচিত্র বিচিত্র গলে হার ॥

৩২। পয়োধর যেন শোভে নব কুমুদিনী,
বিশ্বমাতা সুত সুতা পালে পয়োদানে,
হরি-কটী
শোভিত সুন্দর,
পদ নখে কোটী শশী,
অমূল্য বসনে অঙ্গ ঝাঁপা।

৩৩। অতুল্য যুগলচ্ছটা উঠিছে গগনে,
উড়িছেরে সুধাপায়ী আলোকের গায় ;
ঊর্দ্ধনেত্রে
কত দেবগণ,
আত্মহারা হ'য়ে হেরে
মাতিলরে প্রেমানন্দ মনে ॥

৩৪। বম্ বম্ গালবাদ্য করে নন্দী তথা,
জয়া বিজয়া করিল চামর ব্যজন,

পূর্ণানন্দে
কাল, মহাকাল,
ভূত, পিশাচ, নাচিছে
রঙ্গে তাথই তাথই করি ॥

৩৫। শিঙ্গা ডমরু কেহ বীণা বাজায় সুখে,
গাহিছে পঞ্চম-স্বরে বলি হর হর ;
কেহ দুর্গা,
কেহ শিব-দুর্গা,
কেহ হর হর বম্,
কেহ ববম্ বম্ বলে ॥

৩৬। কর-জোড়ে ভগবতী বলেন মহেশে,—
"কলিযুগে ভারতের কি হবে উপায ?
বল নাথ
বিবরিয়ে সব ;
ভকতি-বিহীন হয়ে
কে ভজিবে ভব ভবানীরে" ॥

৩৭। শিব বলে, "কি বলিব দুখের বারতা,
সাধুজন থাকিবে না ভারত মাঝারে ;
অধর্ম্মেতে,
মিথ্যা ভাষনিতে,
পাতকেতে পূর্ণ হবে ;
তীর্থের মাহাত্ম্য না থাকিবে

৩৮। "অল্প-শস্য, অল্প-ধনী, অল্প-জ্ঞানী হবে,
অল্প-আয়ু হবে, অন্নগত সব প্রাণী,
পিতাপুত্রে
হইবে কলহ ;
শোকগ্রস্ত হবে লোক,
হত হবে ব্রাহ্মণের মান ॥

৩৯। "আর্য্য ও অনার্য্যজাতি হবে একাচার,
স্বধর্ম্মেতে না থাকিবে মানব সমাজ,

বিলাসেতে
মাতিবে সকলে,
নারীতে হইবে রত,
গুরু-শিষ্য মান্য না থাকিবে ॥

৪০। "লৌহগৃহে বসতি, লৌহপাত্রে আহার,
আস্বাদন না থাকিবে কোন দ্রব্যাদিতে ;
হাহাকার
পড়িবে ভারতে ;
শূদ্রের হইবে শিষ্য
বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ জাতিতে" ॥

৪১। মহেশ্বর মুখে শুনি ভবিষ্য বারতা,
করুণাময়ী দুর্গার করুণা হইল—
"আশুতোষ !
তুমি কর দয়া,
সুবিধি কর ভারতে,
যাহাতে লোক হয় ধার্ম্মিক ॥

৪২। "বুদ্ধ, কল্কি অবতার শাস্ত্রের প্রমাণে,
মুনিগণ লিখিয়াছে পূরবে বারতা,
ধার্ম্মিক না
হবে তাতে লোক,
বিষ্ণু-অংশ দুজনের ;
কিসে জীব পাবে পরিত্রাণ" ?

৪৩। পার্ব্বতীর ভাষে হব সুখী হয়ে মনে,
মরমের কথা ভব বলিতে লাগিল—
"শোন প্রিয়ে !
মরমের কথা ;
অধৈর্য্য সুদূর হবে,
সুবিধান আছে ইহা মাঝে ॥

৪৪। "শ্রীরাধিকা ব্রজধামে শ্যামের বিরহে,
বিরহ দেখায়েছিল জীব শিখাইতে,

মহাসতী
ছিল পতিব্রতা,—
ভিন্ন দেহে এক আত্মা
হয় ভালবাসার চরম ॥

৪৫। "অর্দ্ধ-উন দশ দশা যবে লভে ছিল,
যমুনা পুলিনে রাধা হয়ে অচেতনা,
সত্যভামা,
রুক্মিণী সুন্দরী,
হাসি করে উপহাস ;
সে কারণে পুনঃ জন্ম হবে ॥

৪৬। "প্রভাসের তীরে মুষল আঘাতে হরি,
নিম্বতরু মূলে যবে হ'ল তিরোভাব,
সে সময়ে

আত্মঘাতী হল সতী,
সত্যভামা হইল যোগিনী ॥

৪৭ "বলদেব মধ্য হ'তে অনন্ত ভুজঙ্গ,
বাহির হইল যবে তিরোভাব কালে,
স্বামী লাগি
আসিল নাগিনী,
রুক্মিণী হাসিল তায়,
মনেতে করিয়া অহঙ্কার ॥

৪৮। "ক্রোধ করি কুন্দলতা দিল অভিশাপ,
বিষধর বিষে হবে অন্ত পরিণামে,
শোন প্রিয়ে !
বড়ই রহস্য,
বলি গোপন বারতা,
নাহি জানে কেহ আর ভবে ॥

৪৯। "লক্ষ্মী নাম ধরি রমা রুক্মিণী ভামিনী,
বল্লভ আচার্য্য সুতা লভিবে জনম,

স্বামী-নিন্দা
শুনিয়া শ্রবণে,
পিতৃমুখে,—রুষিবে গো
সতী, দক্ষ সম জনকেরে ॥

৫০। "ছিলে যবে পিতৃ-যজ্ঞে, ওগো প্রাণ-প্রিয়া!
শিব-নিন্দা শুনি সতী ত্যজিলে জীবন,
পতি নিন্দা
শু'নে পাগলিণী ;
ধন্য ধন্য তব রীতি,
ত্রিজগতে রহিল বিধান ॥

৫১। "তব কায়া নিয়ে যবে ফিরি বনে বনে,
চক্রিতে কাটিল তব পূণ্যময় দেহ,
জীব লাগি ;
একান্নটী ভাগে
পেলে পূজা এ ভারতে ;
ভৈরব রূপেতে থাকি পীঠে

৫২। "শৈল-স্তুতা হয়ে পরে লভিয়া জনম,
বিবাহ করিলে মোরে দেবী নারায়ণী!
তব দশা
হইবে লক্ষীর,
বিধাতা হইবে ফণা
দংশনেতে যাইবে জীবন ॥

৫৩। "সত্যভামা আর, পুনঃ জনম লভিয়া,
সনাতন দ্বিজ ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে,
লভিবে গো
বিরহ যাতনা,
সেই পাপে ; পূর্ব্ব ফলে
সহমৃতা না হইবে সতী ।।

৫৪। "লক্ষ্মী সরস্বতী লাগি শ্রীসচ্চিদানন্দ,
নবদ্বীপে জনমিবে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে,

ছায়া রাধা
হবে গদাধর ;
নারদ হবে শ্রীনিবাস,
বলরাম হইবে নিতাই ॥

৫৫। "তুমি আমি জনমিব অবনী মণ্ডলে,
সীতা নামে ভবানীগো লভিবে জনম,
শ্রীঅদ্বৈত
হবে মোর নাম,
বাস হবে শান্তিপুরে,
পত্নী হয়ে রবে মম পাশে ॥

৫৬। "ব্রজের যতেক জীব লভিবে জনম,
রাগী-ভক্ত হবে ওরা, শোন মহেশ্বরী !
দ্বারাবতী
মথুরার জন
জনমিবে সবে আসি,
নেহারিয়া সারথি কেশবে ॥

৫৭। "তারা সব বিধি-ভক্তি আচারণ করি,
লীলাধাম লভিবে গো, নিত্য রাখি দূরে ;
হরিনাম
করিব প্রচার,
রাধা-শক্তি মাখি তাতে ;
অযাচকে দিব হরিনাম ॥

৫৮। "কিঞ্চিৎ ধেয়ানে জানি নিগূঢ় বারতা,
ব্রহ্মা আদি দেবে নাহি আভাষ তাহার ;
মুনি ঋষি
জানিবে কেমনে ?
কি সাধ্য জানিতে কণা ?
শাস্ত্রে লিখা নাই সে কারণে ।

৫৯। "ভাল ভাল, এক কথা হইল স্মরণ,
বিরিঞ্চিও জনমিবে হরিদাস নামে ;

দুই শত
বরষ পূরবে,
তুলসী ও গঙ্গাজলে
শক্তি বলে আকর্ষিব সবে ॥

৬০। "এক শত বর্ষ আগে বিধাতা আসিয়া,
জনমিবে হরিদাস গোলাপ নামেতে,
বৃন্দাবনে—
ধেনু-চুরি পাপে ;
সেই পাপে কাজি ঘরে
লভিবে জনম চতুঃর্মুখ ॥

৬১। "চব্বিশ বছরে গোরা সন্ন্যাসী হইবে,
স্বয়ং আচরি ধরম, জীবে শিক্ষা দিবে,
ধন্য ধন্য
হবে কলি-জীব ;
সাধনের রীতি নীতি
শিখাইবে মানব আচারে ॥

৬২। "রেবতী ও কুন্দলতা অনন্ত-শকতি,
বসুধা জাহ্নবা নামে হইবেক খ্যাতি,
শ্রীরাধার
নিরমল প্রেম
গাঁথিবে জীবের হৃদে,
সর্ব্বশক্তি পাবে জীবগণ ॥"

৬৩। মহেশের মুখে শুনি এ সব ভারতী,
রচিল গনেশ ইহা সব বিবরিয়া ;
শিব-ভাষ্য
হল মহাতন্ত্র ,
পাঠ করি দেখ সবে,
ঘুচিবেক মনের সন্দেহ ॥

৬৪। সেই সচ্চিদানন্দ জীব ভাগ্যে হল,
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে আবির্ভাব,

বলরাম
হলরে নিতাই ;
শিব অদ্বৈত নামেতে ;
ছায়া-রাধা হল গদাধর ॥

৬৫। আবির্ভূত শ্রীনারদ শ্রীনিবাস হ'য়ে,
রুক্মিণী হ'লরে লক্ষ্মী, সত্যভামা আর—
বিষ্ণুপ্রিয়া ;
দুর্গা হল সীতা,
কুন্দলতা—শ্রীবসুধা,
রেবতী যে হইল জাহ্নবা ॥

৬৬। বহু মানবের হৃদে রয়েছে সন্দেহ,
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ খণ্ড কেনে হয় ;
নবদ্বীপে
কেন এল হরি ?
মানব ধরম পালি
বিবাহ করে বা কেন পুনঃ ?

৬৭। সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ অসীম ঈশ্বর,
সর্ব্বোপরি, সর্ব্বমুক্ত, ইচ্ছাশক্তিধর ;
জড়তার
পরিচয় তাতে
না সম্ভবে কভু, হায় !
নিত্য চৈতন্যেতে পরে দোষ ॥

৬৮। সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ অথচ নির্গুণ,
পরিছিন্ন বিরহিত, বাঙ্‌মনাতীত,
দৃষ্টি-আড়ে
তবু বর্ত্তমান,
কখন অখণ্ড
খণ্ড খণ্ড কভু বা লীলাতে ॥

৬৯। অদ্বৈত-চরিত ভক্তি শাস্ত্রেতে বিদিত,
সংক্ষিপ্ত জীবন কিছু করি পরচার,

অবনীর
কত ভাগ্য ছিল,
পদরেণু পেল ধরা,
দেখিলরে মানব সমাজ ॥

৭০। তপত কাঞ্চন ঠেলি উজল বরণ,
মনোহর রূপ তার ভকতির মূল.
ঈশ্বরের
সুলক্ষণ তাহে,
ভক্তি হয় নাস্তিকেরো,
যে দেখিল একবার তারে

৭১। দূরদর্শী সুনীতিজ্ঞ হেরিয়া মানবে,
লক্ষ লক্ষ লোক আসি ভকত হইল,

তাহে ধর্ম্ম-শিখা
নয়নে না ধরে রূপ,
মগ্ন রহে রূপের শায়রে ॥

৭২। জলদগভীর প্রায় তার হরি-ধ্বনি,
শুনি বৈরাগ্যের রেখা পরে হৃদয়েতে—
হৃদয়েতে
হয় প্রেমানন্দ,
মাতিয়েরে জীবগণ
হরি ব'লে করে প্রতিধ্বনি

৭৩। অলৌকিক অদ্বৈতের শক্তির প্রকাশ,
কত মৃত পায় প্রাণ, বলহীনে বল,
সীতাপতি,
মায়া দূরে ঠেলি,
ফুল্লচিতে উপদেশি
হরিভক্ত করিল সমাজ ॥

৭৪। করুণা মাখান সীতা, রূপে নিরুপমা,
অমিয় লাবণ্য রাশি তমঃনাশকারী,

আকর্ষিল
শান্তিপুর বাসী
যুবতী যতেক ছিল,
মাতৃজ্ঞানে হ'ল হরিভক্ত ॥

৭৫। হরিদাস-কথামৃত ভকত মণ্ডল,
লিখিয়াছে কতশত সংখ্যা নাহি তার,
পুনরুক্তি
আমি না করিব,
সে হেতু, সংক্ষিপ্ত লিপি ;
তিন তিন লক্ষ নাম যার ॥

৭৬। হরি নাম ভাষা তার, হরি নাম ভাব,
হরি নাম অন্ন-বস্ত্র, হরি নাম প্রাণ,
অঙ্গকান্তি
জলন্ত-পাবক,
বিমল কিরণ রাশি
খেলিছে জীবাণু দল তায় ॥

৭৭। অদ্বৈতের শক্তি ভরে শান্তিপুরে আসি,
কৃতাঞ্জলিপুটে হরি করে স্তব-স্তুতি,
সীতানাথ,
করুণা প্রকাশি
সাধনেরি স্থান দিল
গঙ্গাতীরে বিজন বিপিনে।

৭৮। দুই জনে গঙ্গা তীরে তুলসীর দলে,
আকর্ষনি-মন্ত্র পাঠ করে রাত্রিদিনে,
সীতানাথ,
পরম দয়ার
খনি, ভোলা আশুতোষ,
আশুতোষ সর্ব্বশক্তিধর ॥

৭৯। কুরু পাণ্ডবের রণ অবসন্ন হ'লে,
অবশিষ্ট ছিল যারা ক'রে হাহাকার,

কাঁদিলরে
ভূমে গরি দিয়া,
হানি কর শিরে বুকে ;
বাণপ্রস্থে করিল পয়ান ॥

৮০। কুরুক্ষেত্র মাঝে ছিল উপবন-শোভা,
সুবাসিত সুকুসুম ফুটিত বা কত,
চুমে তাহে
মন্দ সমীরণে ;
ভ্রমর ঝঙ্কারি তায়
ফুল্লাননে মধু পানে রত ॥

৮১। পিক দল কুহু কুহু, শিখী কুল আর,
করিতরে নৃত্য তারা আত্মহারা হ'য়ে,
নতোন্নত
নব নব তরু
ফল ফুল ভারে রয়,
পাখী কুল কুজিত গো জয় ॥

৮২। সেই বনে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর,
কুন্তীসহ প্রবেশিল সাধনের লাগি ;
পর্ণশালা
রচিয়ে তথায়
রহিলরে সবে, হায়,
ত্যজি সুখ বিলাস বৈভব ॥

৮৩। ভেটিতে তাদেরে যুধিষ্ঠির আদি সবে,
উপনীত হল যেয়ে সেই তপোবনে ;
ম্লানমুখে
কাতর হইয়ে
প্রণমিল ধৃতরাষ্ট্রে,—
আঘ্রানিল শিরসি তাহার ॥

৮৪। হেন কালে বেদব্যাস আসিয়া তথায়,
দেখে সব বামাগণ বিরস-বদনা,

কাঁদিছেরে
পতি পুত্র হীনা
ভূমে পরি বিলাপিয়া ;—
করুণায় আদ্র হল চিত॥

৮৫। জলদগভীরে তবে সম্বোধিল সবে,—
"স্বামী-পুত্র দেখাইব রজনী সময়ে ;
কুরুক্ষেত্রে
যতলোক হত,
যে ভাবেতে যেবা ছিল,
আনিব সকলে যোগ-বলে

৮৬। উর্দ্ধবাহু ক'রে মুনি স্মরণ করিল,
উপজিল মৃত-সেনা কানন-প্রান্তরে,
হেরি সবে
আনন্দে মাতিল ;
উঠিল মঙ্গল-রব
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্যাস ॥

৮৭। ভারত মঙ্গল হেতু করুণা প্রকাশি,
সীতানাথ উর্দ্ধবাহু ক'রে স্মরি হরি
সেইমত,
আনিল সকলে
আহ্বানিয়া অবনীতে ॥

৮৮। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবে অনন্ত স্রোতে,
প্রবাহিত ভাব হল ভারত মাঝারে,
উথলিল
ভারত-হৃদয় ;
নাচিল তরঙ্গে প্রেমে
লক্ষ লক্ষ প্রাণীগণ প্রাণ ॥

৮৯। আকাশের তারা কিবা সাগর-লহরী,
গুণিবার শকতি গো কারো যদি হয়,

গৌরাঙ্গের
লীলা-বিচিত্রতা
বর্ণিতে না পারে সেও ;
বুঝিবে সে প্রেমিক যেজনে।

৯০। বৃন্দাবনে গোপীকার বসন হরণ,
সুপবিত্র রাসলীলা শুকের বর্ণন,
চিত্তপটে
অন্ধ তুলিকায়
আঁকে কুট মসি দিয়ে
সন্দেহের সমালোচনায় ॥

৯১। শুকের পবিত্র লিখা অর্থ না বুঝিয়া,
উপহাসে দেবদেবে পরম পুরুষে,—
বস্ত্রচুরি
কাম-নিবারক,
দেখালো সে গুপ্ত তীর্থে,—
ঘুচিবেক মনের কালিমা ॥

৯২। জগতজননী কালী হরমনোরমা,
বস্ত্র অলঙ্কারে সদা থাকিত ভূষিতা,
জীবলাগি
আচরিল ধর্ম্ম ;
শিব নিল বস্ত্রহরি
নির্ব্বিকল্প করিতে সমাধি ॥

৯৩। শবাকার সমাধিতে রহিল মহেশ,
উলঙ্গী হইয়ে কালী দেখা'ল সাধন ;
অদ্যাবধি
সেইভাবে পূজি
ত্রিজগৎ মাকে স'বে ;
দেখ সবে মনেতে বিচারি ॥

৯৪। ভগবতী অঙ্গ হ'তে দশ বিদ্যা হল,
বিবাহ না করে শিব তবু তারা সতী,

পরদার
না হল তাহার,
কেহ নাহি বলে মন্দ,
মাতৃজ্ঞানে পূজি মোরা সবে
*

৯৫। শ্রীকৃষ্ণ রমণী রাণী রাধা বিনোদিনী,
তাঁহার অঙ্গেতে জন্মে সখিও মঞ্জরী ;
ব্রজধামে
গোপিনী হইয়ে
জনমিল জীব লাগি,
কৃষ্ণভক্তি শিখাইতে সবে ॥

৯৬। পরিচ্ছেদ বিরহিত সমাধি শিখাইতে,
ধর্ম্ম-পত্নী সহ করে এই আচরণ ;
বস্ত্রচুরি
করিল সভার
কামের পরীক্ষা তরে ;
সমাধির এই রীতি নীতি ॥

৯৭। শিবের যেমন কালী তাঁরা দশজন,
পাশমুক্ত হয়েছিল,—নিষ্কামি শকতি
নিয়ে সাধে
নির্ব্বিকল্প যোগ,
সেইরূপ চিন্তামণি
পাশমুক্ত পরখিতে সবে ॥

৯৮। একশত গোপবালা নিষ্কামি হইল ;
অপরিছিন্ন সমাধি শিখাইতে জীবে
করে রাস
তন্ময় করিয়ে ;
তদাত্মা হইল পরে ;
পরদার না করিল কভু ॥

৯৯। অপরিচ্ছিন্ন সমাধি রাস বলি লিখে,
লিখিলাম এ বারতা বিবরিয়ে সব ,

এক কৃষ্ণ
বহু কৃষ্ণ হ'য়ে
প্রতি জন সঙ্গে রাস—
পারে কি করিতে জড়-লোকে ?

১০০। কামের আচার যার আছে বর্ত্তমান,
উলঙ্গ হইতে তার নাহিক শকতি ;
লোক মাঝে ;
ত্রৈলঙ্গানন্দজি
স্বামী ভাস্করানন্দজী
কামশূন্য হইয়া উলঙ্গ ॥

১০১। গৃহস্থ মহিমান্বিত মহাজনগণ ;
সমাজের আরালেতে ভার্য্যা নিয়ে বসি,
রজনীতে
সাধে নির্ব্বিকল্প,—
কেহ বা অপরিচ্ছিন্ন
সমাধিতে থাকে প্রেমানন্দে ॥

১০২। একই সময়ে শিব শ্যামল সুন্দর,
অনন্ত কৃষ্ণ ও শিব হয়ে ক্রিয়া করে ;
ভ্রাতাগণ !
একজনে বহু-
রূপ ধারণ করিতে,
পারি কি কখন প্রাণপণে ?

১০৩। মিথিলাতে শ্রীজনক ক্ষত্রিয়-উদ্ভব,
এক জনমেতে লভে ঋষি-পদ লাভ,
সৌভাগ্যেতে
সাধি নির্ব্বিকল্প
ব্রাহ্মণ হইল রাজা,
সমাজের ভয় না করিত ॥

১০৪। গাধীর নন্দন ছিল বিশ্বামিত্র রাজা,
লভিল সে ব্রাহ্মণত্ব সাধন বলেতে,
পত্নীসহ
সাধিত সমাধি,
অপরিচ্ছিন্ন সে রাস,
ধাতা তুল্য করিল সৃজন ॥

প্রথম সর্গ

১০৫। শ্রীগঙ্গার গর্ভেতে নয়টি দ্বীপ হয়,
নবদ্বীপ বলি মোরা শোনহ ভারতী,
বর্ত্তমান
গঙ্গা পূর্ব্ব-পারে
জগন্নাথ মিশ্র বাটী,
রূপান্তর হয়েছে এখন ॥

১০৬। অন্তদ্বীপ মাঝে জগন্নাথের আলয়,
দীন হীন ছিল মিশ্র, বুড়া-শিব ভক্ত ;
নবদ্বীপে
কুসুম কাননে
যেথায় ফুটিত ফুল,
জাতী যুথী শেফালি বকুল ॥

১০৭। মলয়ার সমীরণ স্বন্ স্বন্ রবে,
বহিতরে শতধারে এহেন কাননে,
অলিদল
গুণ গুণ স্বরে
মধুর পিয়াসে আসি
মধু পানে হ'ত উনমত ॥

১০৮। তরুণ তরুর পরে শিরিষ মুকুলে,
পড়িতরে ঝাকে ঝাকে পাখীকুল সবে,
পিকগণে
কুহুকুহু রবে
আকুল করিত চিত,
শিখী কুল আর নৃত্য করি ॥

১০৯। এহেন কানন মাঝে রচি পর্ণশালা
বসতি করিত সদা জগন্নাথ-শচী,

গঙ্গাস্নান
করিত দুজনে ;
ধর্ম্মভীরু ছিল অতি,
তপস্যাতে থাকিত সর্ব্বদা ॥

১১০। ঠাকুর-মন্দির এক ছিল সুশোভন,
পর্ণ কুটিরেতে ঘেরা বিচিত্র আলয়,
শ্বেত-পীত
রঙ্গের গাঁথনী ;
ঝলমল্ মনোহর ;
ভকতের চিতমুগ্ধকারি ॥

১১১। সুকাষ্ঠে নির্ম্মিত এক সুরম্য আসনে,
বিবিধ কুসুম দামে শয্যা বিরচিয়া,
নারায়ণ
রাখিত যতনে,
ভোগ সরাইত তথা
তুলসী স্থাপিয়ে গঙ্গাজলে ॥

১১২। বহির্ব্বাটী আঙ্গিনায় ছিল পর্ণশালা,
সদাব্রত আতিথ্য ও বিশ্রামের স্থান,
জগন্নাথ
বড় পুণ্যবান্ ;
তাহার তনয় হয়ে
নিত্য হ'তে এল পরমেশ ॥

১১৩। অদ্বৈত আনিবে কৃষ্ণ যোগৈশ্বর্য্য বলে—
বিজনে ধরণী ভাবে ধরণীধরকে ;
চিত্তহারী
শ্রীসচ্চিদানন্দ
নবদ্বীপে জনমিবে,—
সমাধিতে পরিজ্ঞাত হল ॥

১১৪। পূর্ব্বদিকে ঊষা ভালে হেরি বাল-ভানু,
যেন রে সিন্দুর লিপ্ত স্বর্ণ-মুদ্রা প্রায়,

দণ্ডে দণ্ডে
বরণ উন্নতি,
তিমির নাশয়ে রবি,
পুলকে পুরিত হয় জীব ॥

১১৫। সেইরূপ বিনাশিতে অজ্ঞান তিমির,
গোরা-রবি সমুদিলে হৃদয় আকাশে,
ধীরে ধীরে
সুললিত ভাবে
উন্নত হইবে জ্ঞান,
প্রেমে জীব নিবে হরিনাম ॥

১১৬। ধরণীর হৃদে প্রেম-পয়োনিধি ভরি,
ছুটিল অনন্তধাবে স্রোত প্রতি অঙ্গে,
হেলিদোলি
করয়ে নর্ত্তন
বিদূরিল কঠিনতা
আদ্র হয়ে প্রসবে নৃতন ॥

১১৭। একেতো বসন্ত ঋতু চিতমনহারী.
সহচর পরিমল আসিয়া জুটীল,
চারিদিকে
নব কিসলয়ে
বনে উপবনে শোভে
তরুণ কিশোর তরুগণ।

১১৮। সুধারাশী সুধাকর সিঞ্চয়ে হরষে,
শুষ্কতরু মুঞ্জরিয়ে ধবে ফুল ফল,
অনিলেতে
সৌরভ ছুটিল,
মাতিল ভ্রমরকুল,
গুণ্ গুণ্ রবে মধু পিয়ে ॥

১১৯। পিক কুল কুহু কুহু রবে সুমধুর ;
প্রেমেতে মাতায় যত কিশোরী কিশোর,

শিখী কুল
পুচ্ছ উচ্চ করি
নাচিছে বিজন বনে,
চাতকিনী করে পিয় পিয় ॥

১২০। নিবিড় নিবিড়ে যত ভূচর খেচর,
শাবক শাবিকা নিয়ে খেলে প্রেমানন্দে,
কল কল রবে
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে
ফল ফল করয়ে আহার ॥

১২১। বিশ্ব-কেন্দ্র হয় যার নিরমল প্রেম,
যার রোম-কূপে স্থিতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
নরলীলা
জীবগণ লাগি ;
রাধারূপে অঙ্গ ঢাকি
অবতীর্ণ নদীয়া নগরে ॥

১২২। সৈরিন্ধ্রীর বেশে ধরা হয়ে উপনীত,
শচী-মাতা সনে ক্রোড়ে রাখে প্রেমানন্দে ;
নদেবাসী
দেয় হরি-ধ্বনি,
আবির খেলিছে কেহ,
রাধাকৃষ্ণ উঠায়ে দোলাতে ॥

১২৩। নীরবগামিনী ছিল সুরধুনী নদী,
প্রেমানন্দে উথলিল সাগর সমান,
ভাসমান
তরণী নাচয়
তরঙ্গ ভঙ্গেতে রঙ্গে,—
ভীত নৌকারোহী ডাকে-'হরি'

১২৪। দরপনে বিজলীর ছটা, মনোহর
নিরখিতে,—সেইরূপ হয় মনোহর

শিশু গৌর ;
নবদ্বীপধাম
নবরূপে শোভান্বিত,—
লোক সব হ'ল চমকিত ॥

১২৫। কাসী বাঁশী জগঝম্প জয়ঢাক আর,
হোলী মহোৎসবে বাজে সহস্র মৃদঙ্গ—
জয় জয়
করে সব লোকে,
দেয় উলু, বাজে শঙ্খ,
ললনাগণেতে গীত গায় ॥

১২৬। কি ভাষিতে কি ভাষিব কি বুঝাব লোকে,
সচ্চিদানন্দ জন্মিল জগন্নাথ ঘরে,
শুভদিনে
হ'ল আবির্ভাব,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলে,
রাহু যবে চন্দ্রকে গ্রাসিল ॥

১২৭। কোটী বাল-ভানু জিনি হেমের বরণ,
রূপের লাবণ্যরশ্মি ছুটিল গগনে,
হেরি চাঁদ
সুবর্ণের ভানু,
চমকি হইল ম্লান,
অস্তাচলে যাইতে চঞ্চল ॥

১২৮। এক রাহু ভয়ে শশী সভয় অন্তর,—
পুনঃ কি গ্রাসিবে মোরে এ নব রাহুতে,
না না না না,
বুঝেছি ভারতে
হরি হ'ল আবির্ভাব,
পিনাকীর সাধনের বলে ॥

১২৯। ধন্য হে মহেশ তুমি করুণা সাগর,
জীবগণে নিস্তারিতে নর দেহ ধরি,

পাপী তাপী
তরাতে এসেছ,
শ্রীঅদ্বৈত নাম ধরি,
ধন্য তব করুণা অপার ॥

১৩০। বদন সরোজ গৌর অতুল্য ভুবনে,
ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি অতি লোভে অলি-দল,
মুখ-পদ্ম
মধুর পিয়াসে
উরে ঘুরে অনুক্ষণ,
জোরা ভুরু তরল নয়ন ॥

১৩১। শিরীষ কোমল তার হৃদয়-কমল,
নবনী জিনিয়ে তার তনু মনোহর
সুবলিত,
দলিত সুন্দর
প্রকাণ্ড শরীর তার,
ক্ষীণকটী সুচারু সুঠাম ॥

১৩২। আজানুলম্বিত ভুজ করিশুণ্ড সম,
কর পদ নখরেতে কোটী চাঁদ কাঁদে,
পদতলে
তরুণ অরুণ
ধ্বজ-বজ্র রেখাঙ্কিত,
ভুবন ভুলিয়া পরে পদে ॥

১৩৩। কাল-স্রোতে শ্রীগৌরাঙ্গ যুবক হইল,
যারে দেখে তারে বলে,—বল সবে হরি,
সর্ব্বশাস্ত্রে
হইল পণ্ডিত,
বিক্রম পুরেতে আসি
বিদ্যালয় করিল স্থাপন ॥

১৩৪। সুধাকর সমুদিলে অন্ধকার হবে,
নিত্যানন্দ-চাঁদ আজি হইবে উদয় ;

এক চাঁদে
অন্ধকার হরে,
কোটী চন্দ্র জিনি প্রভু,
জীবের নাশিতে পাপরাশি ॥

১৩৫। পাপ তাপ লুপ্ত হের বীরভূম দেশে,
ভারত-সৌভাগ্য-চাঁদ হইবে উদয় ;
জ্ঞান-ইন্দু
হৃদয় আকাশে
কোটী সোম সম হবে ;
ধর্ম্মছায়া পড়িবে ভারতে ॥

১৩৬। একচক্র গ্রামে হের হারাণের বাসে,
রতনে মণ্ডিত হয়ে নাগিনীর দল,
নরাকৃতি
কটিদেশ দোলি,
কুসুম কানন মাঝে
করি নৃত্য শুভবার্ত্তা ঘোষে

১৩৭। ফুটিল কুসুম কলি বন উপবনে,
উদিলেন সুধাকর সঞ্চারিয়ে করে,
মনোহর
রমণীয় শোভা,
আভায় মোহন বেশ,
হাসিল গো কুসুমের দাম ॥

১৩৮। শীতল বাতাস ভুঞ্জি কুসুম নিচয়,
পতি বক্ষে নিয়ে সুখে নাচে হেলি দুলি,
গঙ্গাবারি
গরজি গরজি
উছলিল বেলাভুমি,
করি শুভ কল কল ধ্বনি ॥

১৩৯। নরাকৃতি ফণী নাচে একচক্র দেশে,
ধ্বনিত হইল ইহা দিগ্‌দিগন্তরে,

কেন্দুবিল্ব
বৈষ্ণব সকল
নান্নুর দেশ হইয়ে
চলে সবে একচক্র গ্রামে ॥

১৪০। দিবা রাত্রি সপ্তদিন কীর্ত্তন হইল,
ভকতে যোগায় অন্ন ধরণী লুকায়ে,
কেবা দেয়
উত্তম আহার
কেহ নাহি জানে ইহা,
দেশবাসী হয় চমকিত ॥

১৪১। হারাণ হারান আজি জ্ঞান হারাইয়ে,
চিত্রের পুত্তলি কিবা ধ্যান-ধরা যোগী,
কখনও
বাক্য অপব্যয়,
উনমত বুলি বলি,
লোকাগমে কভু অবরোধ ॥

১৪২। অতুল্য পঙ্কজাননী পদ্মাবতী নাম,
হারাণ ললনা সেই পতিপ্রাণা সতী,
জুড়ি পাণি
বলে প্রাণনাথে,
মৃদু মৃদু হাস্য করি,—
"স্বপনের বলি বিবরণ—

১৪৩। "দশরথাত্মজ যিনি দাশরথি রাম,
বলরাম নামে হ'ল বসুদেব সুত,
সেই রাম
আমারি গরভে
তবাত্মজ জনমিবে,
হেরিনু এ মঙ্গল আরতি ॥

১৪৪। "দ্বাদশ বরষে সেই সন্ন্যাসীর বেশে,
মাধবেন্দ্র পুরী সহ করিবে গমন,"—

চমকিল
হারাণ ঠাকুর !
বলে,—"ওলো পাগলিনী !
তব ভাষা রসাভাস প্রায় ॥

১৪৫। "প্রলাপ ভাষিলে তুমি স্বপনের ঘোরে,
শৈল-কি বিদরে কভু আনন্দের নীরে ?
মমঘরে
আসিবে কি রাম ?
অমঙ্গল হের পুরে,—
সাপিনী নাগিনী কেন নাচে"

১৪৬। বিরস বদনে পদ্মা প্রত্যাগত হল ;
নগর-বনিতা সব হুলাহুলি করি,
পদ্মাবতী
কুটিরে সকলে
প্রবেশিল প্রেমানন্দে ;
পদ্মাবতী সবে সমাদরে ।

১৪৭। গিরি শিরে ঘনঘটা বিজলীর সঙ্গে,
খেলিছে গো রাশি রাশি চঞ্চল আকারে,
গরজিছে
গভীর নিনাদে
শুনি উপত্যকা-ধ্বনি,—
হেনকালে জনমিল রাম ॥

১৪৮। গিরি বিদারিয়ে যেন তপন উদয়,
পদ্মার উদর হ'তে স্বর্ণ বালক
উদিলরে
একচক্র দেশে,
সোনার সূরয হেন ,—
রজনী হইল দিবাময় ॥

১৪৯। ভাল ভাল এক কথা হইল স্মরণ,
বিবরিয়ে সেই বার্ত্তা করিব বর্ণন,—

হারাণের
পূরব প্রতিজ্ঞা
চিতেতে ভাসিল আজি ,
মরমে মরিল দ্বিজবর ॥

১৫০। সন্তান বিহীন ছিল হারাণ ঠাকুর,
পুত্রের আশায় যায় ঔষধের লাগি,
ব্রজধামে ;
মাধবেন্দ্র পুরী
সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
তার কাছে যায় দ্বিজমণি ॥

১৫১। মাধবেন্দ্র জানে রাম হারাণের ঘরে
লোক নিস্তারিতে আসি লভিবে জনম :
হাসি হাসি
বলে হারাণেরে,—
ছেলে হবে, কিন্তু দিবে
দ্বাদশ বৎসর রাখি ঘরে ॥

১৫২। হারাণ বলিল, "তবু হউক সন্তান,
দিব হে তোমাকেঁ পালি দ্বাদশ বছর ;"
প্রতিজ্ঞায়
হইয়ে আবদ্ধ
ঔষধ আনিল ঘরে,
খেল পদ্মা, গর্ভ হল তবে ॥

১৫৩। পুরব বারতা ভাবি হারাণ অধীর,
দুরূহ বিরহানলে হ'য়ে হতজ্ঞান,
ধরাপরে
আছাড় পড়িল,
প্রলাপ বুলিছে মুখে,
ক্ষণে উঠি ইতি উতি ধায় ॥

১৫৪। শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ,
পরাণ ত্যজিয়েছিল পুত্র-শোকানলে,

সেই রাম
আসিয়াছে ঘরে,
জনক নাশিতে বুঝি,
দ্বাদশ বরষ শেষে হায় ॥

১৫৫। পুত্র-কোলে দ্বিজমণি তিতে অশ্রু-নীরে,
পাষাণ গলিত হয় শুনিলে বিলাপ,
দহে হিয়া
দাবানল প্রায়,
ধৈরজ ধরিতে নারে,
মূর্চ্ছিত হইল অতঃপরে ॥

১৫৬। সম্বিত পাইয়ে পুনঃ রোদন করিল,
পদ্মার সান্তনা পেয়ে শোক সম্বরিয়ে,
কাশীধামে
গমন করিল,
বিশ্বেশ্বর দেখিবারে,
নাশিবারে শোক-বহ্নি আর ॥

১৫৭। দিনে দিনে বাড়ে সুত শশীকলা প্রায়,
সদানন্দ চিত্ত হেরি নাম নিত্যানন্দ,
সুশীলতা
নিরমল চিত,
বলবান সাতিশয় ;
গাম্ভীর্য্যেতে সাগর সমান ॥

১৫৮। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মুখে হরিনাম,
ধীরাধীর সুললিত প্রাজ্ঞ মহোদয়,
যারে হেরে
তাহারে বলিছে,—
বল হরিনাম সবে,
অনায়াসে মায়া ছিন্ন হবে ॥

১৫৯। দয়াময় নিত্যানন্দ যারে তারে দয়া,
দেশবাসিগণ সুখী নিতাই হেরিয়ে,

দুই শত
বালক ভকতে
মিলি হরিগুণ গায়,
ক্রমে সব মাতে প্রেমানন্দে ॥

১৬০। হারাণের বক্ষে বাজে তীব্র শোক-শেল,
দুর্দ্দিনের ছায়া আসি পশিল হৃদয়ে
বালকের
উপবীত দিনে
ত্রয়োদশ বরষের
একাদশ দিবসে, মাধব—

১৬১। নিতাই লইতে যবে আসিল ভবনে ;
হেরিয়ে মাধবমূর্ত্তি জ্ঞানহত পিতা,
বাতাহত
কদলি পত্রের
প্রায় উঠিল কম্পন,
উঠিল ক্রন্দন অতি রোলে ॥

১৬২। পায়ে পড়ি পঞ্চ দিন ভিক্ষা মেগে ছিল,
পাঁচ দণ্ড ভিক্ষা নাহি দিল মাধবেন্দ্র,
"দণ্ডভরে
দত্ত অপহারী—
কেন হবে মহাশয় ?
কেবা ইচ্ছে বাস নিরয়েতে" ॥

১৬৩। জনমের মত পদ্মা বক্ষে নিতে চাহে,
বার এক ক্রোড়ে নিতে না দেয় মাধব,
নিতাইর
করেতে ধরিয়ে,
গেল চলি মাধবেন্দ্র
গ্রামবাসী করে হায় হায় ॥

১৬৪। মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ধরণী উপর,
ছিন্নতরু প্রায় পরে নিতাই ভাবিয়া,

পদ্মাবতী
রহিল সুধীরা,
অধীর হারাই দ্বিজ
আর যত গ্রামবাসী লোকে ॥

১৬৫। বল্লভ আচার্য্য এক নবদ্বীপ ধামে,
তাহার তনয়া হয় লক্ষ্মী তার নাম,
নিরুপমা
বিদ্যুৎ বরণী,
আঁধারে করিছে আলো
সুলাবণ্যে স্থির সৌদামিনী ॥

১৬৬। সুভাষিনী স্নেহলতা সুরসিকা অতি,
পৃষ্ঠে দোলে কেশদাম যেন কাল ফণী,
তিল ফুল
জিনিয়া নাসিকা,
নয়ন তরল তার,
মুখপদ্ম অতি মনোহর ॥

১৬৭। সরোজ শিরীষ কুচ শোভিত বক্ষেতে,
হরি-কটি জিনি কটি, নাচনি হাঁটনী,
পদতল
রমণীয় শোভা,
চলিতে চঞ্চল, তবু
রবি শশী না পারে হেরিতে ॥

১৬৮। জননীর স্থানে সতী প্রকাশে বারতা,—
গৌরাঙ্গে বিবাহ করিয়াছি চিত-মনে,
পতিব্রতা
সতীর সতীত্ব
রাখ স্নেহময়ী মাতা,
পিতার নিকট বল কথা ॥

১৬৯। সুতার ভারতী নারী স্বামীকে কহিল,
ফুল্ল মনেতে বল্লভ করিল স্বীকার,

শুভ দিনে
হইল বিবাহ
শচী দেবী নিল কোলে,
সুলজ্জিত নব পুত্রবধূ ॥

১৭০। গৌরাঙ্গের নাম দেশে হল পরচার ;
ঈশ্বর লক্ষণ হেরি,—শাস্ত্রে যেই মত,
হরিনামে
সকলে মাতিল,
উঠিল মঙ্গল রব,
প্রেমেতে মাতিল গৌরদেশ ॥

১৭১। সুগভীর নাদে নাদী পশুরাজ প্রায়,
হরি বলে গোরা নাচে ভকত সঙ্গেতে ;
হেরে তারা
এক সময়েতে
অনেক গৌরাঙ্গ
দলে দলে ফিরে নাচি ॥

১৭২। উপদেশে ভক্তগণে গৌরাঙ্গ সুন্দর,—
ব্রজ জন ভাবে সবে করহ সাধন,
ভক্তি পথে
চল ভক্তগণ,
প্রেমেতে পূরিবে অঙ্গ,
হরিনাম করহ কীর্ত্তন ॥

১৭৩। জীব মাত্রে ইষ্ট জ্ঞান সকলে করিবে,
তৃণ হতে নাচ জ্ঞান জানিবে আপনে,
তরুসম
ধৈরজ ধরিবে,
কারো না লইবে দোষ,
হরিনাম করিবে প্রচার ॥

১৭৪। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মে অতি কঠিন সাধন,
তোমাদের পক্ষে ইহা নহে সুব্যবস্থা,

ভক্তিপথ
অতি হে সরল,
ভজহ ব্রজের ভাবে,
অচিরে পাইবে শ্রীরাধারে ॥

১৭৫। বংশী-বট, শ্যাম-কুণ্ড, রাধা-কুণ্ড-যত
কুঞ্জে কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ করেছিল কেলি,
জ্ঞাপনার্থে
বলি বিবরিয়া—
পুলিন বিহারী হরি
প্রেমের মূরতি বনমালী ॥

১৭৬। ভালবাসা বিনে তার না হয় সাধন,
মঞ্জুরী হইতে সবে করহ লালসা,
সাবধানে
শ্রীরূপের দাসী
হইতে করিবে যত্ন,
তবে পাবে রাধা ঠাকুরাণী ॥

১৭৭। জীবন যৌবন দান করহ শ্যামেরে,
ভাবের তরঙ্গে রঙ্গে ভালবাসা হবে,
ভাবময়ে
ভাবময়ে ভাব,
মন প্রাণ ডুবি যাবে,
গোপী ভাব হবে প্রেমভাবে ॥

১৭৮। বিধি-ভক্তি, বেদ-ধর্ম্ম স্খলিত হইবে,
কান্ত ভাবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি দেহান্তে করিয়া,
নিত্যধামে
যাইবে চলিয়া,
নব নব রসে মাতি
নিত্য রাসে রহিবে সর্ব্বদা ॥

১৭৯। এই সব উপদেশ শুনি লক্ষ্মী দেবী,
গরজি উঠিল যেন বিজাতীয় ফণী—

এজনমে
ভোলনি রাধায় ?
রাধা কান্তি ধরি বুঝি
নবদ্বীপে হ'লে আবির্ভাব ?

১৮০। এত অপমান কার সহ্য হয় প্রাণ,
সুধীরা অধীরা হয় সপত্নী বিরোধে,
বারেকের
তরে অভাগিনী
না আসে অন্তরে তব,
অন্তরে রেখেছ প্রাণনাথ !

১৮১। "খলের পিরীতি হয় জল-রেখা সম,
তিলকের প্রায় ভালে থাকে ক্ষণকাল,
মুখে মধু
অন্তরে গরল—
লম্পটিয়া ! জীবনেতে
সপি প্রাণ জুড়াব জীবন ॥

১৮২। "শ্রীলক্ষ্মী-গোবিন্দে রক্ত যত ভক্তগণ,
বিধিমতে ভজে, মানি উত্তম ভজন,
বেদ ছাড়ি
ভজিতে বলিলে
ব্রজের গোপিনী মতে—
বাড়াইলে রাধার সোহাগ।"

১৮৩। এত বলি মান করি ভূমে শয্যা করি,
কাঁদিয়ে নয়ন জলে ধরণী ভিজায়,

মনেতে জানিল
পূরবের সব কথা
উপদেশ দিলেক সতীরে—

১৮৪। "দ্বারকা-নিবাসী আর মথুরা-নিবাসী,
ঐশ্বর্য্যেতে অনুরক্ত যত জীবগণ,



কুরুক্ষেত্রে
অর্জ্জুনের রথে
যে দেখিল কৃষ্ণরূপ
জনমিয়া ভজিবে তোমায়।"

১৮৫। শুনি সতী মান ত্যজি উঠিল ত্বরিত,
নূতন প্রেমেতে করে দশ-অঙ্গ সেবা,
কিন্তু হায়
কর্দ্দমের প্রায়
রহিলরে হৃদে দাগ,
অঞ্চলেতে বাঁধিল পাবক ॥

১৮৬। বিক্রমপুর পোড়াগাছা বিদ্যার মন্দিরে,
ছাত্র অধ্যাপনে গোরা গেল তথাকারে,
পিতৃগৃহে
গেল লক্ষ্মী-সতী
বল্লভ আচার্য্য সুতা ;
অহঙ্কারে যায় যথা তথা ॥

১৮৭। বিরহ-ভুজঙ্গ বিষে কৃশা তিল তিল,
হইলরে নিতি নিতি পূর্ব্ব-জন্ম ফলে,
উন্মাদিনী
এলোকেশী রমা,
গৌরাঙ্গ-ভাষণ মুখে,
বেশ ভূষা দলিত পদেতে ॥

১৮৮। হেরি হেন ভাব বলে কুপিত বল্লভ,—
"অহঙ্কারে প্রতি অঙ্গ করিছে নর্ত্তন,
লো বালিকে!
মানহীন জনে
ইচ্ছা করে কর বিভা ;
প্রজ্ঞাহীনা, আগে না বুঝিলি ॥"

১৮৯। "কুল নাহি, জাতি শূন্য, অনার্য্য আচার,
বরিলে এ হেন বরে কি লাগি অবলা ?

ভিখারীর
ঘরে কিবা সুখ,
থাকহ আমার ঘরে,
অন্ন বস্ত্র পাইবে এথায়।

১৯০। "ভূত নাচাইয়া ফিরে হরি হরি বলি,
কাঙ্গীর পাড়াতে গেল নাহি জাতি ভয়,
বুড়া শিব
আলয়ে না যায়,
না যায় পোড়ামা তলে,
ক্ষেপেছে এ নবীন বয়সে।"

১৯১। পিতার বদনে শুনি এ সব ভারতী,
কুপিতা হইল লক্ষ্মীযেন হুতাশন,—
"হেরিবনা
তব মুখ আর,
সতীর নিকটে পতি
পরম ঈশ্বর সম জ্ঞান॥

১৯২। "ধরম করম পতি জীবন যৌবন,
পতি তপ, পতি জপ, সাধন ভজন,
পতি নিন্দা!
এ হেন ভারতী!
পিতঃ! কি বলিব, হায়!—
এ দেহের কিসের গরিমা?"

১৯৩। "মোর পতি পরমেশ গৌরাঙ্গ সুন্দর,
তাহার দাসের দাস হ'তে হবে তব,
জন্মান্তরে";
ছুটিলরে উল্কা-
প্রায় সতী, কে রোধিবে
মণি হারা ফণিনীর গতি॥

১৯৪। কবরী খসিল, কায় ধূলি-ধূসরিত,
ঘন ঘন শ্বাস বহে সন্ সন্ রবে,

ক্ষণে বসে
ক্ষণে উঠে হায়,
বিকার-রোগীর প্রায়
হইয়াছে ভৎর্সনে পতির ॥

১৯৫। হারাইল দিব্যজ্ঞান হ'ল উন্মত,
হারাইল আনরূপ গৌরাঙ্গ রূপেতে ;
বলে "ধর !
—এই যায় গোরা !
নাথ মোর ! প্রাণেশ্বর !—"
বাহুপ্রসারিয়া ধনি ধায় ॥

১৯৬। গোরার তুলসী-বনে হ'য়ে উপনীত,—
"চতুর চঞ্চল গোরা ধর্ ধর্ ধর্ !—"
সখী ভাবে
সম্ভাষে তুলসী,—
"সখি ! ধর-ধর ধর গোরা"—
বলি ধনি ঢলিয়া পড়িল ॥

১৯৭। মালসাট দিয়ে ধনি উঠিল অমনি,
ছুটিলরে বিজন বিপিনে একাকিনী,
সম্বোধিয়া
বলে প্রভাকরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাষা—
"দিনমণি ! শোনহ ভারতী—

১৯৮। "হবে মোর তনু-ত্যাগ লিপি আছে ভালে,
মম শোকে সখা যেন না হয় কাতর.
লক্ষীছাড়া
হয়ে মম পতি
সন্ন্যাসী হইবে শোকে ,
শচী মাতা বাঁচিবে কেমনে !

১৯৯। "বলিও গো শচী মাকে বারতা আমার,
না সেবিনু তিল-আধ তাহার চরণ,—

মনসাধ
মনেতে রহিল,
না পুরিল মোর ভালে ;
দেখ রেখো যতনে নাথেরে ॥

২০০। "পতির বিরহে প্রাণ আকুলিত মোর,
জীবন যৌবন মোর সপেছিনু তায়,
আমি তার
সে হয় আমার,—
তিল আধ নাহি ছাড়া ;
একাকিনী কেমনে থাকিব ॥

২০১। "না পুরিতে আশ মোর না মিটিতে সাধ,
চলি গেল নাথ মোরে ফেলি একাকিনী,
প্রাণনাথ,
আমার শোকেতে,
রবে উনমত সদা ;
উপদেশী বলিও তাহাকে ॥

২০২। "শোকেতে পাগল গোরা অধীর হইয়ে,
নাহি যেন ভ্রমে কভু পশুপতি প্রায়,
মমদেহ
শিরেতে ধরিয়া,
শ্রীঅঙ্গে লাগিবে ব্যথা,
পোড়া দেহ দিও হুতাশনে ॥"

২০৩ কাঁপিল গো প্রতি- অঙ্গ বাত রোগী প্রায়,
উপজিল মহাশ্বাস, হাঁপানী-কাতর,—
"অন্তর্য্যামী ?
জানিছ সকলি,
দেখা নাহি দিলে তবু ?—
এ খেদ রহিল মম চিতে ॥"

২০৪। বলিতেবলিতে সতী হেরিলা আঁধার,
সোনার প্রতিমা বুঝি হ'ল বিসর্জ্জন,

ধরণীর
কোলেতে পরিল,
"প্রাণনাথ !" বলি সতী,
ছিন্ন তরু পরে যথা ভূমে ॥

২০৫। মনে মনে লক্ষ্মী-সতী জপে গৌর নাম,
হইল আঁধার আজি এ গৌড়ীয় দেশ,
দিবাভাগে
ডাকিছে শিবায়,
ঘুচিল রবির তেজ,
বজ্রাঘাত হ'ল বিনা মেঘে ॥

২০৬। এ দিকেতে লক্ষ্মী-শূন্য বৈকুণ্ঠ ধামেতে,
দিবাভাগে অন্ধকার ভূগর্ভ সমান,
ধরাধামে
বিরিঞ্চি আসিয়া
কর জোড়ে করে স্তুতি,—
"ক্ষম মাতঃ অপরাধ মম।"

২০৭। ধীরে ধীরে বলে রমা,—"শোন বৎস্য ধাতা,
দংশিবেগো তুমি মোরে হয়ে কাল-ফণী,
জানি আমি
সকল ভারতী,
দোষ নাহি তব, বাছা !
কর্ম্মফল অবশ্য ফলিবে"।

২০৮। "মরণ নাহিক কারো দেহ ত্যাগ শুধু,
নব দেহে নব ভাবে যায় নব গৃহে,
পতি নিন্দা
শুনিয়ে শ্রবণে,
মরিতেছি, বাছাধন !
লোক শিক্ষা তরে এ ভারতে

২০৯। "লোক নিস্তারিতে এলো শ্যামল সুন্দর,
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গিকার,

আমি জিতে
না হবে সন্ন্যাসী.
না তরিবে কোন জীব,
বিষ্ণুপ্রিয়া হবে না ঘরণী ॥

২১০। ইহা বলি আশিষিয়া পুনঃ সম্বোধিল,—
"বিলম্ব না কর বিধি জ্বলিতেছে হিয়া ;
ধাতা কাঁদি
বলে,—"মোরে ধিক্
মাতৃহন্তাকারী সুত
কেন মোরে করিয়াছ মাতঃ॥'

২১১। সুমধুরে বলিলেন ত্রিজগত মাতা,—
"লক্ষ্মী তিরোভাব বিনে না তরিবে জীব,
রুষিবেক
হরিহর দোঁহে ;
আমার স্বরূপ রৈল
ব্রহ্ম-হরিদাস হরিভক্ত ॥

২১২। শুনি ধাতা ভুজঙ্গের রূপ ধরি হায়,
দংশিলরে কমলার চরণকমলে,
ব্রহ্মলোকে
উড়িল বিধাতা
মন-খেদে, লক্ষ্মী দেবী
ত্যজিল জীবন গোরা-শোকে ॥

২১৩। গুপ্ত-বিবরণ শচী না জানি বধুর,
সংজ্ঞাহীনা হয়ে পরে ধরণীর কোলে,
বিলাপিয়া
কাঁদে মাতা শোকে,
ন'দেবাসী কাঁদিলরে
বিনায়ে বিনায়ে কত ছাঁদে ॥

২১৪। কাঁদিল বল্লভ-পত্নি বক্ষে হানি কর,
শিরে হাত দিয়ে কাঁদে বল্লভ আচার্য্য,

সবিস্তারে
লিখিব কতেক
কাঁদে পশু পাখী যত,
ভূচর খেচর মাতৃহীনা ॥

লক্ষ্মীর ষড়পীঠ

২১৫। সতীমাতা দেহ যথা বিষ্ণুচক্রে কাটি,
একান্নটি ভাগ হয়ে পড়ে ধরণীতে,
একপীঠ
একটি ভৈরব,
তেমনি লক্ষীর নাভি
ছয় খণ্ড করিল অদ্বৈত ॥

২১৬। অদ্বৈত ফেলিল নাভি ছয় খণ্ড করি,
বিবরিয়ে পরে বলি সে সব বারতা,
লক্ষ্মী গেল
বৈকুণ্ঠ নগরে,
দেবগণ আনন্দেতে,
করে স্তব স্তুতি কর-যোড়ে ॥

২১৭। দেখ সব আর্য্যগণ মনেতে বিচারি,
অপমৃত্যু নহে ইহা, ইচ্ছায় মরণ,
মরে লক্ষ্মী
জীব উপকারে,
যেমন দধীচি মুনি
ইন্দ্র লাগি ছারে নিজ প্রাণ ॥

২১৮। লক্ষ্মী প্রতি অভিশাপ কিছুই না গণি,
জীব শিখাইতে করে এই সব লীলা ;
এবে বলি
পীঠ বিবরণ
বিবরিয়া ভক্তগণে,
স্থির মনে শুনহ ভাষণ ॥

২১৯। একখণ্ড ফেলে দিল শ্বেতদ্বীপে হর,
শ্বেতশায়ী হয়ে বিষ্ণু অংশরূপে আছে,
হল পীঠ
লক্ষ্মীর অংশেতে ;
তথাকার লোকে ভজি
দেহ অন্তে যায় বিষ্ণুলোকে ॥

২২০। একখণ্ড ফেলি দিল যথা শাকদ্বীপ,
গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু থাকেন অংশরূপে,
হল পীঠ
লক্ষ্মীর অংশেতে ;
তথাকার লোকে ভজি
বিষ্ণুলোকে করিবে প্রয়ান ॥

২২১। একখণ্ড ফেলে দিল প্লক্ষ দ্বীপ মাঝে,
ক্ষীরোদশায়ী নামে বিষ্ণু অংশেতে স্থিতি,
পীঠ হল
লক্ষ্মীর অংশেতে ;
তথাকার লোকে ভজি
জীবনান্তে গেল বৈকুণ্ঠেতে ॥

২২২। তথাকার ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরি,
ভজিতেছে লক্ষ্মী-বিষ্ণু ভক্তি-প্রকৃতিতে,
কোন সন্দে
নাহিক ইহাতে ;
বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ
তর্কে তারে পায় বহুকালে ॥

২২৩। একখণ্ড ফেলে দিল শাল্মলী দ্বীপ মাঝে,
পাতালেতে গেল লক্ষ্মী বাসুকি নিকটে,
হল পীঠ
লক্ষ্মীর প্রকাশ ;
বিষ্ণু-প্রদ্যুম্ন নামেতে
বাসুকি করয়ে সদা পূজা ॥

২২৪। পরম মঙ্গলময় শান্তিপুরমণি,
জীব অনুকূলে তিনি নহে প্রতিকূল,
কোন তাপে
না হয় তাপিত,
সুশীতলে চাহে রাখি,
করমের ফলে ঘুরি মোরা।

লক্ষ্মীর পুনর্জ্জন্ম।

২২৫। দ্বাপরে অক্রুর মুনি—পুরীতে জনম,
বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাম ছিল তার,
পণ্ডিতের
শিরোমণি তিনি,
ষড়ভূজ দেখা ভালে
ছিলরে তাহার কন্থাবরে ॥

২২৬। পূর্ব্ব অঙ্গীকার ছিল অক্রুর মুনিরে,
তাহার পত্নীর ইচ্ছা ছিল চিতে সদা,
সুতা হয়ে
লক্ষ্মী জনমিলে
ঘুচিত এ দারিদ্রতা
সচ্ছন্দে যাইত দিন চলে ॥

২২৭। ঋতু-স্নান করে যবে বাসুদেব জায়া,
হেনকালে একখণ্ড তেজোময় রূপ,
পশিলরে
উদর মাঝারে;
সেই গর্ভে হল সুতা,
যাটি নাম রাখিল তাহার ॥

২২৮। অনিরুদ্ধ নামে বিষ্ণু অংশ পুরবেতে,
কটকে অমোঘ নামে লভিল জনম,
বিবাহ সে
করিল যাটীরে,—

বাঁশী ফুকারিয়ে সদা
থাকিত সে শ্বশুর আলয়ে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ।

২২৯। হেনকালে নিলাম্বর সীতানাথে নিয়া,
উপনীত হ'ল আসি শচীর নিকটে,—
শান্তকরি
বসাল মাতারে,
সংকার করিল সবে,
হরিধ্বনি করি উচ্চরোলে ॥

২৩০। অভিশাপ-মুক্ত করিবারে সত্যভামা,
সনাতন গৃহে লোক পাঠায় গৌরাঙ্গ,
বিষ্ণুপ্রিয়া
নেহারি নয়নে
পুত্তলিকা প্রায় রহে
ঘটক ঠাকুর আঙ্গিনায় ॥

২৩১। নবীন নীরদ নীচে চন্দ্রকান্ত মণি,
ঝলসিছে ধরাপরে বিদ্যুত-লতিকা,—
অসম্ভব !
স্থির ! অচঞ্চল !
অহো ! বালা কি রূপসী !
চমকিছে ক্ষণ-আভা প্রায় ॥

২৩২। থাকে কি মানবে কভু এরূপ কিরণ ?
ভুবন মোহিল হেন রূপের ছটায়,
নেত্র রোগে
হেন বুঝি হেরি,
অথবারে ভ্রান্তি দূতী
লভেছে আশ্রয় বৃদ্ধকালে ॥

২৩৩। এই কিরে সনাতন তনয়া সুন্দরী ?—
নিজ করে পুনঃ পুনঃ আঁখি মার্জ্জিনিয়া

নয়নেতে
হেরিলরে ছবি,—
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে বসি
মৃদু মৃদু হাসিতেছে সতী

২৩৪। আঁখি পালটাতে নাহি পারি হেন রূপে,
নবীন নীরদ নহে,—কেশ রাশি রাশি,
মণি নহে—
অঙ্গের বরণ,
মুক্তা আভা নহে, ভ্রান্তি
বদনের দশন পংক্তিতে ॥

২৩৫। মৃদু হাস্য হেরি ভাবে—তাড়িৎ ঝলসে,
গোরা চিত হরিবেক এই বিষ্ণুপ্রিয়া,

অতি মনোরম
যোগ্যে যোগ্য মিলিবেক,
বর পাত্রী হইবে সমান ॥

২৩৬। শচীর আলয় সদা রবে আলোকিত,
প্রেমানন্দে মনোরঙ্গে সুখে যাবে কাল,
নবনীত
নিরমল কায়,
হাসিতে ক্ষরিবে সুধা,
বধূ লভি জুড়াইবে হিয়া ॥

২৩৭। রূপ চিন্তি দুই পদ অগ্রসর হতে,
শবদ শ্রবণে মন আকুল হইল,
ধীরে ধীরে
আসিয়া নিকটে
জিজ্ঞাসিল,—“তব নাম ?”
বিষ্ণুপ্রিয়া দিল পরিচয় ॥

২৩৮। চমকি উঠিল দ্বিজ সুধা-ধ্বনি শুনি,
‘হরিধ্বনি’ এই রমা, মনেতে ভাবিল,

বীণাপাণি
বীণার ঝঙ্কার,
অথবারে নববধূ
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী জিনি স্বর ॥

২৩৯। কোন্ বিধি নিরমিল বিরলে বসিয়া,
ধন্য তায় যে রচে গো কিরণে কিরণী,
কি উন্নত
বিমল কিরণ !
উজলিল দশ দিক্
যেন কোটী চন্দ্রকান্তমণি ॥

২৪০। বালারূপে বাল ভানু লজ্জিত বদনে,
লুকাইত হল কিবা পাতাল ভুবনে,
দিবানিশি
মরমে রহিল,
ভুলিতে পারিনা তায়,
চমকি ঝঙ্কারে মোর তনু ॥

২৪১। চিতে চিন্তি দ্বিজ-সুত প্রত্যাগত হল,
উত্তরিল যথা ব'সে আছে গৌর-মণি,
জ্ঞাপিলরে
বিবরিয়া ভাষা ;
বিবাহ করিতে শচী
করে অনুমতি সুখ-চিতে ॥

২৪২। হইল উভয় দলে বিবাহের কথা,
পুরবালা যত গায় সুমঙ্গল গীত,
প্রেমানন্দে
দেয় উলুধ্বনি,
করিল মঙ্গল রীত,
শচীমাতা চিত পুলকিত ॥

২৪৩। অন্তর্য্যামি-ভারতীর নিঠুর-ভাষণ !
হেন নিদারুণ ভাষা কেমনে ভাষিব ;

বিষ্ণুপ্রিয়া
পূরব জনমে
ছিল সত্যভামা সতী ;
ভাসিলরে ভবিষ্য বারতা :—

২৪৪। "স্বামীর বিরহানলে জ্বলিবে হৃদয়,
উপবাসে উপবাসি হইবে সন্ন্যাসী
বাসে বাসে,
পীতবাসে ভজি
জীব উদ্ধারিতে গোরা
নির্ব্বাসিত হইবে আপনি"

২৪৫। নিবিড়ে নিবিড়ে সতী কাঁদিল বিস্তর,
দুঃখ-পয়োনিধি নীরে বাড়িল তরঙ্গ,
পুরবের
কথা স্মরি ধনী
মুচ্ছিতা হইল, হায়,
ক্ষণ পরে লভিল চেতন ॥

২৪৬। নয়নের নীর মুছে নিজ অঞ্চলেতে,
গুরুজন ভয়ে কিছু ফুকারিতে নারে,
বিরলেতে
রচি ফুল-হার
পুজিল গৌরাঙ্গ দেবে;
অন্তর্য্যামি জানিল সকল ॥

২৪৭। হেনকালে প্রিয়নম্র সখিদল যত,
বিষ্ণুপ্রিয়া নিকটেতে হাস্য পরিহাসে
বলে, "সখি !
অশ্রুপূর্ণা কেনে ?
সৌভাগ্য উদিত এবে,
ধর বেশ ভুষণ যতনে ॥

২৪৮। "নব নটোবর বর রসিক নাগর,
রূপে গুণে তুলা নাই ভারত মাঝারে,

ইচ্ছা হয়
দিয়ে কুলমান
জীবন সপি ও পদে !
কেনলা তোর মলিন বয়ান" ?

২৪৯। আর সখি বলে,—নহে চপলা-চঞ্চলা,
অধীরা হয়েছে ধনী স্বামী না হেরিয়া,
ধৈর্য্যধর
কালি হবে বিভা,
পাইবে মনের মত
মনোহর নাগর সখারে ।।

২৫০। হাসি হাসি বলে সতী,—শোন প্রাণ-আলি !
মরমের কথা সব বলি বিবরিয়া,
তোমাসনে
না হইবে দেখা
তাহাতে চঞ্চল চিত,
একে আর করহ চাতুরী ।।

২৫১। সখি বলে,-"হৃদয়-প্রেম-কুসুম বনে
ফুটিলে কুসুম কলি, বাড়িবে আদর,
সোহাগিণী
হবি, প্রাণ-আলি !
ভুলে যাবি সব কথা,
প্রেমানন্দে ডুবে যাবে প্রাণ ।।

২৫২। "ঈশ্বরের সুলক্ষণ গৌরাঙ্গ শরীরে,
ভাবের তরঙ্গ হেরি বৈরাগ্য লক্ষণ.
সর্ব্বত্যাগী
যাতে নাহি হয়
করিবি যতনে সেবা ;
রাখিবি লো নয়নে নয়নে ।।

২৫৩। "পতি-রতন করিবি যতন সদায়,
পতি ধরম করম তপ জপ মন্ত্র,

বিষ্ণুপ্রিয়া !
নিবি হরি নাম,
ভাল বাসিবে গৌরাঙ্গ,
ভালবাসাই মধুর প্রেম" ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ।

২৫৪। হেনকালে নহবত বাজিয়া উঠিল,
মঙ্গল আরতি অধিবাস আদি করি,
আমোদেতে
মাতিল সকলে,
রীত-কাজ যত ছিল
করিলেক যুবতী সকলে ॥

২৫৫। অহোরাত্রি সংকীর্ত্তণ নবদ্বীপ ধামে
হরিনাম ধ্বনি উঠে নভো দেশভেদী,
হরি ধ্বনি
বিনে নাহি শুনি,
ভকত মণ্ডল মাঝে
অদ্বৈত নৃত্য করিছে রঙ্গে ।।

২৫৬। কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ নৃত্য করে,
ধূলায় ধূসর কেহ যায় গড়াগড়ি,
কেহ গীতা
কেহ ভাগবত
পাঠ করে প্রেমভরে,
কেহ খোল বাজায় প্রেমেতে

২৫৭। সুরধুনীর ধারা প্রায় প্রেম-প্রবাহে,
মাতিল ভকতগণ আত্মহারা হয়ে,
দেবগণ
করে পুষ্প-বৃষ্টি,
মাদল বাজায় রঙ্গে,
মহামহোৎসব আরম্ভিল ॥

২৫৮। বাজিতেছে নহবত টিকাড়া সানাই,
জয়ঢাক জগঝম্প ঢোল কাঁসী বাঁশী,
শুভদিনে
শুভক্ষণে বসি
বিবাহ হইল, সবে
প্রেমানন্দে দিলেক যৌতুক ॥

২৫৯। কুসুমে রচিল শালা অতি মনোহর,
কুসুমের শয্যাপরি, পুষ্প উপাধান,
চন্দনের
আর কুমকুম্
গন্ধে ভরপুর গেহ,
সৌরভে মাতিল সবচিত্ত ॥

২৬০। বর-কন্যা নিল সেই আবাস ভিতরে,
হাস্য পরিহাস করে যতেক রমণী,
গোলকেতে
হ'ল পরিনত
জগন্নাথেরি আলয়,
হ'ল আজি নবীন আনন্দ ॥

২৬১। মহামহোৎসব হ'ল পর দিবসেতে,
জলকেলি করে সবে আনন্দ অপার,
সীতানাথ
ভোগ সরাইল
তুলসী ও গঙ্গাজলে,
সে আনন্দ কি লিখিব আর ॥

নিত্যানন্দ মিলন।

২৬২। গঙ্গাতীরে ছিল এক কুসুম-কানন,
তরুণ বিটপী তথা উন্নত আননে,
মনোহর
কুসুমেরি ঝাড়া

দলে পূজা লভে সুখে ;
ছুটীল সৌরভ রাশী রাশী ॥

২৬৩। অমিধুলোভে লদল মধুপান করে,
পাখিকুল কুল কুল রবে তরুডালে,
উড়ি করে,
মুকুল আহার,
ডোবে মন শান্তি রসে,
পিকগণ করে কুহুধ্বনি ॥

২৬৪। মলয়ার সমীরণ স্বন্ স্বন্ করি,
আলিঙ্গিয়া তরু অঙ্গ খেলিছে বাহার,
শিখী কুল
নৃত্য করে যত,
রমণীয় শোভা তাহে,
স্বর্গভূমি যেন নিরমল ॥

২৬৫। রচি পর্ণশালা তথা গহণ-নিবিড়ে,
নিত্যানন্দ হরিনাম করে নীরবেতে,
একদিন
শ্রীগৌরাঙ্গমণি
কুসুম চয়নে যেয়ে
সোনার তপন হেরে তথা ॥

২৬৬। চিনিলরে সুজহরি মাণিক রতন,
ভাই হলধর এল মিলিতে আমায়,
নব দেখা
নব নব রসে ;
দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরে,
একে আরে না চাহে ছাড়িতে ॥

২৬৭। স্থির আঁখি-গোলকে গো করেরূপ পান,
নয়নে নয়ন, মন সহ মন মিশি,
নিত্যানন্দ
প্রেমে ডগমগ

উথলিয়া প্রেমসিন্ধু
হইলরে ধ্যানধরা যোগী ॥

২৬৮। কোটী সুধাকরে কোটী বালভানু মিশি,
ছুটিলরে রূপধারা অনন্তেরি পথে,
দেবগণ
চমকিত দেখি;
ম্লান হৈল বৈজয়ন্তি
তেজপুঞ্জ অমর নিবাস ॥

২৬৯। না, না, না, না, বুঝিয়াছি নব রবি নহে,
গোলকের রাম-কৃষ্ণ নররূপ হয়ে,
জীবলাগি
নবদ্বীপ ধামে
অবতীর্ণ দুই, তাই
জ্যোছনায় ভরিল ত্রিলোক ॥

২৭০। কতক্ষণে ধীরে ধীরে বলেন নিতাই,
তব অন্বেষণে আমি ফিরি বনে বনে,
ভাল হ'ল
হেরিলাম তোমা,
আজি শুভদিন মোর,
শান্তি নিকেতনে আজি স্থিতি ॥

২৭১। গদ গদ ভাবে গোরা হাসি হাসি বলে,
প্রাণের বান্ধব তুমি প্রাণ-নিত্যানন্দ,
চল ভাই
আলয়ে আমার,
থাকহ আমার বাসে
দুটী ভাই একান্নে রহিব ॥

গদাধর মিলন।

২৭২। ধীরে ধীরে দুই ভাই চলিল ভবনে ;
স্যমন্তকমণিবৎ হের এক নর,

সর্ব্ব অঙ্গ
নবনী জিনিয়ে,—
ধরিল গোরার পায়,
'গদাধর' বলি দেয় নাম ॥

২৭৩। গদাধর হেরি গোরা রাধা কৈল জ্ঞান,
আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করে সুখে,
নবদ্বীপ
হল উল্লাসিত ;
রাধা রাধা বলি গোরা
ভাসিল গো প্রেমের সাগরে ॥

শ্রীবাস মিলন।

২৭৪। ক্ষণকাল নৃত্য করি প্রেম সম্বরিয়া,
তিন জনে চলে যবে গৌরাঙ্গ ভবনে,
এক নর
ধবল বরণ,
যেন অকলঙ্ক শশী,
ভূমি পৃষ্ঠে যায় গড়াগড়ি ॥

২৭৫। হেরি গৌড়বলে,—ওহে নিত্যানন্দ রায়,
ঐ মানবে হেরি যেন নারদ আকৃতি,
হেন কালে
শ্রীবাস আসিয়ে
প্রণমিল গৌরপদে ;
বলি নাম দিল পরিচয় ॥

২৭৬। গোরা বলে 'বল হরি' চিনেছি তোমায়,
অদ্বৈতের কৃপা বলে হেরিনু সবায়,
প্রেমে মাতি
সবে বলে হরি,
নৃত্য করে বাহু তুলি,
কেহ ঢলি পরে ধরনীতে ॥

২৭৭। করী শুণ্ডাঘাতে যেন কমল কানন,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পরে অবনি মাঝারে,
সেই ভাবে
মূর্চ্ছাগত সবে,
জীবে শিখাইতে নীতি ;—
জগদীশ দয়ার আঁকর ॥

ব্রহ্ম হরিদাস মিলন।

২৭৮। ধৈর্য্য ধরি তিন জন গৌরাঙ্গ আলয়
ফুল্লমনে চলিয়াছে অতি ধীরে ধীরে,—
দেখিলরে
যেন দাবানল
আসিতেছে গোরাদিকে,—
অঙ্গের কিরণ হুতাশন ॥

২৭৯। প্রজাপতি নিজে,—জানি গৌরাঙ্গ সুন্দর,
ধাবিত হলেন গোরা বেগে সমীরণ ;
"হরি আমি,
কাজির তনয়,
ধৈরণা—আমায় গোরা,
যাবে জাতি, জেতে মহম্মদ" ॥

২৮০। গৌর বলে, "জীব মাত্রে ইষ্ট জ্ঞান করি,
ইষ্টের জাতির কিবা আছে পরিচয়,
জাতিভেদ
অজ্ঞানীর পক্ষে,
সাধকেরা নাহি মানে,
জাতিভেদে সাধন বিনাশ ॥

২৮১। "জীব-জনম ধরিয়ে পরম ঈশ্বর
অনন্তরূপে, অনন্ত জগতে, অনন্ত
লীলাখেলা
করিছে অনন্ত,

সর্ব্বস্থানে হয়ে ব্যাপ্ত,
অপরিচ্ছন্ন ভাবে বিদিত" ॥

২৮২। 'ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ এ পঞ্চে
গঠিত সকল দেহ দেখহ বিচারি,
আত্মারূপে
আছে জগদীশ
ঘটে পটে বিরাজিত,
বিচিত্র চিত্রে প্রকৃতি ভিন্ন" ॥

২৮৩। "গীতা মধ্যে কৃষ্ণ বাক্য আছে সুবিদিত,
প্রকৃতি পুরুষরূপে বিরাজে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণকে
কৃষ্ণ করে বিভা,
কৃষ্ণ গর্ভে কৃষ্ণ আসে
কৃষ্ণ বিনে কিছু নাহি আর" ॥

২৮৪। "জ্ঞানীগণ আর্য্যজাতি অজ্ঞানী অনার্য্য,
লেখা আছে সেই তত্ত্ব বেদে বিবরিয়া,
মনু স্মৃতি
শাস্ত্রেতে লিখিল,
অবিদ্যা কারণে ভেদ ;
মায়াধীসে দেখে একাকার" ॥

২৮৫। "ধ্রুব এক কৃষ্ণ রহে ত্রিবিশ্ব ব্যাপিয়া,
দেব মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ,
স্থাবরাদি
জঙ্গম পর্য্যন্ত
ঘটে ঘটে বিরাজিত,
এক কৃষ্ণ বিভিন্ন রূপেতে" ॥

২৮৬। "তাই বলি একজাতি মনুষ্য সমাজ,
"একমেব অদ্বিতীয়ং" আছয়ে গীতায়,
রূপান্তর
কি অবস্থান্তর

এ সকল বিচিত্রতা ;
লীলা স্বয়ং করে ভগবান" ।

২৮৭। "অবিদ্যার ক্রিয়া আর দ্বেষ পরিহরি,
ভজহ ব্রজের ভাবে শ্যামল সুন্দর,
বাক্য মন
অগোচর শ্যাম,
বেদে শাস্ত্রে না পাইবে ;
ভালবাসা রাগেরি ভজন" ॥

২৮৮। এত বলি অট্ট অট্ট হাসিয়ে গৌরাঙ্গ,
আলিঙ্গন করিলেন বিরিঞ্চি জানিয়ে,
হরিদাস
ছিন্নতরুপ্রায়
পতিত হইল পদে,
বিবিধ করিল স্তব-স্তুতি ॥

২৮৯। নিত্যানন্দ-হরিধ্বনি প্রতিধ্বনি করি,
ধাবিত হইল যত নদেবাসীগণ,
নাচে গোরা
নিত্যানন্দ রায়,
নৃত্য করে হরিদাস
শ্রীনিবাস গদাধর শক্তি ॥

২৯০। পঞ্চ প্রভু নৃত্য যেবা দেখিবারে পায়,
আপনা পাসরি নাচে, কেঁদে গড়ি যায়,
কোলাহল
শবদ প্রচুর,
হরিবোল হরিবোল
রবে মিলে মৃদঙ্গ মধুর ॥

২৯১। পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম,
চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি যত চরাচর,
নাচিতেছে
হইয়ে বিভোর,

বিশ্বতালে, তালে তালে,
বিশ্বম্ভর ইচ্ছাতে সবাই ॥

২৯২। আপনি নাচয়ে সবে নাচন ইচ্ছায়,
তালেতে পড়িছে পা তালের ইঙ্গিতে,
আকর্ষণে
টানিছে সকলে
সকলেরি দেহ প্রাণ,
অগ্নিস্তূপে পতঙ্গ যেমন ॥

২৯৩। কেহ হেরে শ্রীগৌরাঙ্গ বাল-গোপ প্রায়,
নৃত্যক্লান্ত স্বেদ বিন্দু শোভিত কপোলে,
চাহে ভিক্ষা
ক্ষীর দেও বলি,
কভুবলে নেও কোলে
স্তন্যদানে তৃপ্ত কর মাতঃ ॥

২৯৪। কেহ দেখে গৌরাঙ্গের নটবর বেশ,
নব নব ভাব সব খেলিছে অঙ্গেতে,
আঁখি দুটী—
তরল চাহনি—
শোভে পুষ্পমালা,
ডোবে মন রূপের সায়রে ॥

২৯৫। সহপাঠি সব হেরে গৌরাঙ্গে পণ্ডিত,
ন্যায় স্মৃতি শ্রুতি যার করতলগত,
কত যেন
ভালবেসে বলে,
মহাবিদ্যা পাঠ কর
এ বিদ্যার তুলা নাহি ভবে ॥

২৯৬। মহাপ্রভু নৃত্য হেরি শত শত লোক,
পড়িল চরণতলে রাখ গৌর বলি,
ঝঞ্ঝাবাতে
বিশাল বিটপী-

পত্র যেন ঝরি পড়ে,
সেইরূপ পড়িল ধরায় ॥

২৯৭। শচীমাতা ছিল যবে রন্ধন শালায়,
স্নেহের মশল্লা দিয়ে নানা তরকারি,
মনসাধে
ভুঞ্জাইতে সুতে,—
শুনিল শ্রবণ পাতি
পুত্র স্বর, কোলাহল মাঝে ॥

২৯৮। ছুটীল, রহিল ভুলে হস্তেতে খুন্তি,
শ্রীমুখ ঘেরিল যদি শিথিল কুন্তল,
তবু ছোটে—
শব্দ লক্ষ্য করি,
হেনভাবে উত্তরিল
যথা গোরা মানব-সমুদ্রে ॥

বিশ্বরূপ বার্ত্তা।

২৯৯। সসম্ভ্রমে সবে ছাড়ে পথ, মাতা হেরি
বাহ্যজ্ঞান লভি গোরা দিল পরিচয় ;
গোরা বলে,—
"ধরমাতঃ কোলে
তব হারাণ সন্তানে,
শান্তিলভ এই বৃদ্ধ কালে" ॥

৩০০। মাতৃজ্ঞানে নিত্যানন্দ প্রণমি, ভাষিল,—
"স্নেহময়ী তব তুল্যা নাহি বিশ্বমাঝে,
মা, মা, ওমা,
ক্ষম অপরাধ ,
জনমে জনমে তুমি
মাতৃরূপে পালিয়াছ মোরে ॥

৩০১। দুই সুত সঙ্গে শচী চলিলরে ঘরে,
অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস গদাধর

পরিচয়
করি শচী মাতা
নিল নিজ ভবনেতে,
ভোজন করাল বিধিমতে ॥

৩০২। কৃতাঞ্জলিপুটে তবে নিতাই বলিল,—
"পুরব জনম বার্ত্তা বলি বিবরিয়া,
বিশ্বরূপ
নামেতে জননী
সুত ছিনু তব মাতা,
তাহে তুমি হের বিশ্বরূপ ॥

৩০৩। রামেশ্বর-সেতুবন্ধে তিরোভাব হয়ে,
বীরভূম দেশে পুনঃ হয়েছে জনম,
রাঢ়ী শ্রেণী
ব্রাহ্মণের সুত
হারাণ ঠাকুর পিতা
পদ্মাবতী হয়ত জননী ॥

৩০৪। জনক জননী নাহি ফিরি বনে বনে,
গৌরাঙ্গ-জনম মাতঃ শ্রবণেতে শুনি,
প্রত্যাগত
হইয়ে এদেশে
এসেছি ভাইর কাছে;
জ্ঞাপনার্থ করি নিবেদন ॥

৩০৫। বিশ্বরূপ-তিরোভাব শ্রবণে শুনিয়ে,
বিলাপিলা শচী দেবী কাতর-ক্রন্দনে,
উপদেশ
দিলেন অদ্বৈত,—
নিত্যানন্দ রাখ কোলে
দুই সুত হইল তোমার ॥

৩০৬। হেন কালে দৈববাণী সকলে শুনিল,—
"শুন শুন শচী দেবী বচন আমার,

সীতানাথ
হয় মহেশ্বর
নিত্যানন্দ বলরাম
শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ॥

৩০৭। "গদাধর শ্রীরাধার প্রকাশ-মূরতি
হরিদাস বিধি, জন্ম কাজির ঘরেতে,
শচীমাতা
দৈবকী তুমি গো ;
অদ্বৈতের তপোবলে
ধরাধামে আবির্ভাব সবে ॥

৩০৮। "জগন্নাথ বসুদেব নিশ্চয় জানিবে,
শ্রীবাস নারদ ঋষি হ'ল অবতীর্ণ ;
নিজ নিজ
শক্তি নিয়ে ভবে
করিছে মানব লীলা
জীব উদ্ধারিতে অবতার ॥"

৩০৯। বিরাট সভায় সবে দৈববাণী শুনি
দশ-সহস্র গ্রন্থ সবে করিল রচনা,
উচ্ছিষ্টাদি
করিয়ে চর্ব্বণ
লিখি বৈষ্ণবানুরোধে
চৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবন ॥

৩১০। শচীমাতা, পুত্র স্নেহে, বিশ্বাস না করি,
ষাট্ ষাট্ বলি ধরে গৌরাঙ্গ নিতাই ;
শচীমাতা
বলে সীতানাথে
"রক্ষা বান্ধি দেহ তুমি
আমার গৌরাঙ্গ নিতাইরে ॥

৩১১। "সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হেতু তব হর নাম,
সর্ব্ব কল্যানের হেতু, সর্ব্বচিত হারি,

গুরুদেব !
করহে করুণা ;
মূঢ়হর তব রূপ
রাখ রাখ দুঃখিনীর ধনে" ॥

৩১২। সীতাপতি মৃদু হাসি বলিল ভারতী,—
"আমি জিতে নাহি তব বিপদের লেশ ;
নিরীক্ষণ
কর শচী মাতা
তব পুত্রগণে এই,
হরিনামে নিরাপদে রবে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার দশমঙ্গল।

৩১৩। "সর্ব্ব মাঙ্গল্যে মঙ্গলা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী,
দশ মঙ্গল আজি তার কর সুবিধিত" ;
ভাল ভাল
বলি শচী মাতা
বলিল সঙ্গিনী গণে,—
কর সবে মঙ্গল আচার ॥

৩১৪। সুরধুনী সুরেশ্বরী জানিলা অন্তরে,
তরল তরঙ্গিণী স্মরিলা সমীরণে ;
যাঁর পদে
জনম লভিল
পরশিতে সেই পদ
প্রেমানন্দে হইল চঞ্চল ॥

৩১৫। গঙ্গা বক্ষে বাঁধা ছিল যতেক তরণী,
তরঙ্গেরি ভঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করে সবে,
জড়াজীর্ণ
তরণী যতেক
নিমগ্ন হইল নীরে ;
আরোহী করিছে সন্তরণ ॥

৩১৬। উত্তরিয়া শচী তথা হেরিলা দুর্দ্দশা,—
উচ্চ রবে বলে,—"গঙ্গে! রক্ষঃ বৎসগণে!"
ক্রমে ক্রমে
নিমগ্ন যতেক
তীরস্থ হইল সবে;
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া এল ঘাটে॥

৩১৭। শ্রীহরি-তনয়া তটে যতেক তরুণী,
নিরখি নিমগ্ন, মগ্ন আতঙ্কে অপার,
ধীরে ধীরে
যতেক রমণী
করয়ে মঙ্গল কাজ;
তিতাইল অঙ্গ গৌরাঙ্গের॥

জলকেলি।

৩১৮। গঙ্গার বাসনা মনে জানিয়া অদ্বৈত,
জলকেলি অভিসারে মাতিল আপনি,
নিত্যানন্দ
সঙ্গে গদাধর
শ্রীবাস ও হরিদাস
সংকীর্ত্তন করি চলে তথা॥

৩১৯। শ্রীগৌরাঙ্গ রীত কাজ করে প্রেমানন্দে,
আপনি ভূধর যিনি, নিত্যানন্দ রায়,
করে নৃত্য
সঙ্গেতে অদ্বৈত,
ধরণী কম্পিতা তায়,
ধূলায় ধূসর সর্ব্ব-অঙ্গ॥

৩২০। হরি ধ্বনি রবে নভঃমণ্ডল ব্যাপিল,
হরি নামে শ্রীগঙ্গার বাড়িল তরঙ্গ,
রজঃ মেখে
কৃতার্থ অনিল,

কেলির সাহায্য লাগি
সকলে নামিল জলমাঝে ॥

৩২১। স্রোতে ভাসিলরে গৌর সঙ্গে গদাধর,
এক রমনীয় শোভা হইল তাহাতে,
সুবর্ণের
সরোজ ফুটন্ত,
শ্রীমুখমণ্ডল শোভা
হেরি চিত মগ্ন সবাকার ॥

৩২২। শ্রীমুখমণ্ডলোপরি লহরী উথলি,
রবির কিরণ সহ যবে ঢলে পড়ে,
মনলোভা
হেরিল মানবে,
হেম লোহিত মিলনে
নব নব উজল কমল ॥

৩২৩। বিনোদিনী সুরধুনী বক্ষেতে বিনোদ,
হৃদয়ের প্রেমানন্দে উঠিল উর্দ্ধেতে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বিচিত্র চিত্রিত
ঝিনুকেরি মুক্তাহারে
সাজাইল মনেরি হরিষে ॥

৩২৪। হেরে সব পৌরজন গৌর গলে হার,
কে দিল অপূর্ব্ব হার কিছু না বুঝিল ;
সীতানাথ
নিতাই প্রভৃতি
মরমের ভাব জানি
প্রেমানন্দে মাতিল তখন।

৩২৫। জল কেলি করি সবে আসিল ভবনে,
মহা মহোৎসব করে দিবা-সর্ব্বরীতে,
ভবনেতে
বিরাট সভায়

মধ্যে দ্বিজমণি গোরা
কৃষ্ণকথা কহে মন-সুখে ॥

উপদেশামৃত।

৩২৬। ন'দে শান্তিপুর বিদ্যানগর কাটোয়া,
কাঞ্চন নগর কাল্‌নার যত লোক,
তারপাশা
সাবাজনগর
ভাসল্‌দি পোড়াগাছা
পঞ্চসার ভদ্রের সমাজ ॥

৩২৭। প্রস্তাবিত সভ্য লোক একত্রিত হয়ে,
সভাপতি নির্ব্বাচন করিল অদ্বৈতে,
ফুল্লমনে
ধর্ম্মের ভারতী
কহে গোরা নবভাবে,
নব নব ধর্ম্ম উপদেশে ॥

৩২৮। "হরি হর ভেদজ্ঞান কভু না করিবে,
যার যেই ইষ্ট তারে ভজ নিষ্ঠা করে,
তৃণ হতে
নীচ জ্ঞান নিজে
রাখিবে অন্তরে সদা,
তরু সম ধৈরয ধারণ ॥

৩২৯। "বীরভূম দেশবাসী জয়দেব দ্বিজ,
চণ্ডীদাস বিল্বমঙ্গল এই তিন আর,
রাঢ়দেশী
বিদ্যাপতি নাম,
রামানন্দ শূদ্র জাতি,
এই পঞ্চ রসিক ভকত ॥

৩৩০। "পূরব জনমের ধরম পত্নী নিয়ে
সাধন করেছে তারা নিষ্কামী ভাবেতে,

এ সময়ে
কামেতে আচ্ছন্ন
জীব, কামের আচারে
সাধিতে নারিবে কেহ হরি ॥

৩৩১। "ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সম, দম আর,
শৌচ, প্রত্যাহার, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপঃ,—
হবে সবাকার
সাধিতে কঠিন হবে,
ভক্তি পথে করহ সাধন ॥"

৩৩২। "নাম-যজ্ঞ ভিন্ন অন্য যাগ যজ্ঞ নাই,
ব্রজ-জন ভাব ভেবে করহ সাধনা,
দাস্য, সখ্য,
বাৎসল্য ভাবেতে,
কান্ত ও মধুর ভাবে,
সাধ যার যেই অধিকার ।"

৩৩৩। "যার যেই ইষ্ট মূর্ত্তি হৃদয়েতে আঁকি,
ভাব-যোগ্য সাধ সেই ভাবের মূরতি,
সিদ্ধ হবে
ভারতের লোক,
বিনা তন্ত্র মন্ত্র জপে,
ভালবাস পাবে ভালবাসা ।"

৩৩৪। "ভকতি সরল পথ নম্রতার খনি,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয় কান্ত মধুর সাধন,
ভালবেসে
হইবে সমাধি,
তন্ময় তদাত্ম হবে,
হেতু-শূন্য হয়ে সাধ সবে ॥"

৩৩৫। "সখ্যে ভালবেসে মধু, বাৎসল্যে মধু,
দাস্যে কান্ত-প্রেমে মধু, মধু ভাব কান্তি;

মধু ভাবে
মধু মধু মধু,
সাধিলে সকল জীব,
অন্তে নিত্যধাম লাভ হবে ॥"

৩৩৬। "ক্রিয়াত্মিকা পথ মত সব পরিহরি,
ভকতির পথে চল নাম করি সার,
ইষ্ট মন্ত্র
বিশ্বাস করিবে,
হৃদে আঁক ইষ্ট-রূপ,
ইষ্ট সিদ্ধি হইবে সবার ॥"

৩৩৭। "সর্ব্ব দেব দেবীর নাম একই,—হরি,
হরি বলিতে কাহারো নাহি কোন বাধা,
ছাড় ব্রত
বেদের আচার,
ইষ্ট নাম কর মূল,
নিত্য-সিদ্ধ হবে জনে জনে ॥"

৩৩৮। "গৃহীর উত্তম পথ সাধ সব নর,
বাসনা হইবে ক্ষয় হবে মায়াধীশ,
নাহি হবে
জনম মরণ,
অন্তে পাবে নিত্য-ধাম,
ভাবময় দেহ ভেবে হবে ॥"

৩৩৯। "প্রতি শব্দ হরি, শব্দময় ব্রহ্মহরি,
সচ্চিৎ আনন্দ হরি পরমঈশ্বর,
হরি নাম
কর সর্ব্ব জীব
ব্রজের মধুর ভাবে—,
হরিময় হয় ভূমণ্ডল ॥"

৩৪০। "পতি বিহীনা নারী ব্রজের ভাব ধরি,
হৃদয়ে আঁকি ভাবের মূরতি ইষ্টরূপ,

ভালবাস
পাবে ভালবাসা,
প্রকৃতি গঠিত হয়ে
প্রেমানন্দে যাবে নিত্যধামে।

৩৪১। "পতি বর্ত্তমান যার আছে মাতৃগণ,
পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতি তপ্ জপ,
কর সেবা
পতি হয় হরি
যেমনি সেই পদ্মাবতী
পতি ভক্তি পাইল শ্রীকৃষ্ণ ॥"

৩৪২। "নিজ পতি হয় যদি অসিত বরণ,
গলিত কি নিরক্ষর হীন-বুদ্ধি নর,
রমণীর
পরম ঈশ্বর
অন্তরে ভাবিবে সদা
এই সীতা-সাবিত্রী ধরম ॥"

৩৪৩। "ধর্ম্ম-পত্নী সহ ধর্ম্ম আচরিবে লোকে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু না চাহিবে,
ভক্তি মুক্তি
সিদ্ধি নাহি চাবে,
পরধর্ম্ম না করিবে,
পরকীয়া কভু না করিবে ॥"

৩৪৪। "গুরুই স্বয়ং ব্রহ্ম জ্ঞান করিবে সবে,
ঘটে পটে আছে গুরু আত্মরূপ হয়ে,
ইষ্ট জ্ঞান
স্থাবর জঙ্গমে
সর্ব্ব জীবেতে ভাবিবে,
ইষ্ট ভিন্ন না হেরিবে কভু ॥"

৩৪৫। "আপন ভজন-কথা কভু না বলিবে,
বহু লোক নিয়ে কেহ তীর্থে না যাইবে।

স্বধর্ম্মেতে
থাকিবে সর্ব্বদা,
পরধর্ম্ম ভয়াবহ,
ইষ্ট নাম উপদেশ দিবে ।।"

৩৪৬। "সমাজের রীতি নীতি বহির্ম্মুখে রাখি,
অন্তরঙ্গে বেদ ছাড়ি ব্রজ ভাবে ভজ,
বেদাতীত
যাবত না হবে
না পাইবে প্রাণ-হরি
গোপীভাব বেদাতীত হয় ।।"

৩৪৭। "অতএব গোপীভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়,
ব্রজ জনে শ্রীকৃষ্ণকে মানব চিন্তিল,
অনায়াসে
কৃষ্ণে ভালবেসে
অন্তে গেল নিত্য ধামে,
ব্রজভাব আদর্শ জানিবে ।।"

৩৪৮। "শ্রীরাধিকা গোপী নিয়ে আসি ধরাধামে,
ভজনের রীতি নীতি শিখাইল জীবে,
গোপী ভাবে
করহ ভজন
যার যেই ইষ্ট আছে,
অনায়াসে পাবে নিত্যধাম ।।"

৩৪৯। "গোপী পদ-রেণু ব্রহ্মা আদি দেবগণে,
প্রার্থনা করয়ে সদা ভকতি করিয়ে,
মহাতন্ত্রে
আপনি শ্রীশিব
লিখেছেন দেখ সবে
থাকিবেনা কিছুই সন্দেহ ।।"

৩৫০। "শ্রীরূপ মঞ্জরী দাসী ভাবিয়া অন্তরে,
সখী জ্ঞান করি মনে চরণ সেবিবে,

তার রূপ
ভাব কান্তি ধরি
হইবে ভাবের নারী
পুরুষের ভাব হবে দূর ॥"

৩৫১। "নিত্য ধামে ইষ্টমন্ত্র মন্থন করিয়ে,
হরি নাম দুই বর্ণ জীব ভাগ্যে হল ;
মহেশ্বর
এল ধরাধামে,
দয়ালের শিরোমণি
অযাচকে দিচ্ছে হরিনাম ।"

৩৫২। "প্রত্যক্ষ হেরহ সবে করি নিরীক্ষণ,
সভাপতি সীতানাথ হয় মহেশ্বর,
সভামধ্যে
দেখহ তাহারে,
ঘুচিবে মনের ধাঁধা,
হের পঞ্চমুখ ত্রিপুরারী ॥"

৩৫৩। "বিরিঞ্চি চতুরানন হের হরিদাসে,
শ্রীবাসে নারদ হের গদাধরে রাধা,
নিত্যানন্দ
শ্রীমহাবিরাট,
অনন্ত সহ মিশিয়া
শক্তি সহ আইল ধরায় ॥"

৩৫৪। তবে সভ্যলোক সব কুতুহলে ভাবে,
সত্য বাক্য ভাষে গোরা, কিছু নহে আন,
দিব্য আঁখি
পেল জনে জনে,
কৃষ্ণ গৌরাঙ্গে হেরিল,
মাতিলরে সবে প্রেমানন্দে ॥

৩৫৫। প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করে বার বার,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ছিন্নতরু যথা,

দয়াময়
আশুতোষ হর,
শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধরি
অযাচকে দিল হরি নাম ॥

৩৫৬। ধন্য করিতে কলি আসিল পঞ্চানন,
তপঃকরি আনে তূরীয় সচ্চিদানন্দ,
শ্রীরাধার
উন্নত উজ্জ্বল
রস বিলাইতে সবে ;
শ্রীগৌরাঙ্গ পরম দয়াল।

৩৫৭। কোটী সুধাকর হ'তে গোরা সুশীতল,
অনন্ত সাগর তুল্য সুগভীর হয়,
শ্রীগৌরাঙ্গ
অকৃত্রিম স্নেহে
কোটী জননীর প্রায়,
বরদানে কামধেনু সম ॥

৩৫৮। শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ হয়, নিত্যানন্দ রস,
শ্রীঅদ্বৈত শব্দ, গদাধর গন্ধ হয়,
শ্রীনিবাস
পরশ মাণিক,
পঞ্চতত্ত্ব বহির্ম্মুখে
পঞ্চতত্ত্বে করিয়ে ভকতি ॥

৩৫৯। এত বলি পঞ্চতত্ত্বে করিয়ে প্রণাম,
নিজ নিজ দেশে সবে করিল প্রয়াণ,
প্রভুগণ
শ্রীনিবাস ঘরে
আনন্দ উৎসব করে,
সীতানাথ গেল নিজ দেশে ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

নিত্যানন্দের বিবাহ।

৩৬০। শরত আকাশে যদি ঘনঘটা হয়,
সমীরণে উড়াইয়া নেয় দেশান্তরে,
খণ্ড খণ্ড
হয়ে, মৃদু রবে,
বিন্দু বিন্দু বরিষয়,
রবি তেজ আবরিয়া থাকে ।।

৩৬১। সেইরূপ নিত্যানন্দ হৃদয়-আকাশে,
বসুধা জাহ্নবী তরে বিরহ-মেঘলা,
সাজিলরে
নির্ম্মল হৃদয়ে,
চমকে চপল মন,
হাস্য-আস্য আবরিল হায় ॥

৩৬২। প্রেমনীর নয়ন বাহিয়ে পড়ে ধারা,
অধোবদনেতে রহে আঁখি-জল মুছি,
গেল শান্তি
রেখাটী মুছিয়ে,
ধৈর্য্যচ্যুত হল চিত্ত,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ঘন ॥

৩৬৩। গগনেতে সাজিলে পয়োদ, শিখিকুল
নৃত্য করে যথা প্রেমভরে, অথবারে
যোগ রত
যোগী চিত হেন,—
একের অভাবে আর
পুরণাঙ্গ নহে প্রস্ফুটিত ॥

৩৬৪। নিত্যানন্দ যশঃবার্ত্তা শুনি সেই মত,
বসুধা জাহ্নবীর বিরহ তরঙ্গিণী,
উথলিল
হৃদয় সাগরে,
চঞ্চল করিল চিত্ত,
দিশাহারা হইল পরাণি ॥

৩৬৫। ফুকারি কাঁন্দিতে নারে, ভয়ে গুরুজন,
তুষের অনল প্রায় জ্বলে ধিকি ধিকি,
বিরলেতে
বসি দুইজনে,
হৃদয়ে আঁকিয়ে রূপ,
ধ্যানে রহে যোগিনীর প্রায় ॥

৩৬৬। সর্ব্বঅন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু,
অন্তরে জানিল যত আমূল বারতা,
বলে শচী-
মাতাকে গৌরাঙ্গ,
সকরুণ ভাবে ভাষা,
'নিত্যানন্দে করাও বিবাহ' ॥

৩৬৭। ফুল্লমনে শচীমাতা বলিল ভারতী,
"বিবাহ করাও এনে সুন্দরী বনিতা,
ভদ্রবংশ
সুশীলা হেরিয়ে
আনিবে মা ঘরে ধ্রুব,
মন-মলিনতা নাহি রবে ॥

৩৬৮। "নিত্যানন্দ শাণ্ডিল্য গোত্রের বংশধর,
ভিন্ন গোত্র হেরি আন, রাঢ়ীশ্রেণী হয়,
ঘটকেরে
করহ প্রেরণ,
শুভদিন আছে কল্য,
অনুমতি দিল শচীমাতা ॥

৩৬৯। গৌড়দেশ-বাসি শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী,
কন্যাদ্বয় আছে তার পরমা সুন্দরী,
শ্রীবসুধা
শ্রীজাহ্নবী দেবী,
কুমারী বালিকাদ্বয়
একবরে দিবে দুই সুতা ॥

৩৭০। স্বর্ণলতা সুভাষিণী কৃশাঙ্গিনী সতী,
ঝলসে বরণ দোঁহ যেন বাল-রবি,
গুণবতী
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী,
কটী ক্ষীণ দোহাকার,
মুনি-মন হরে দোঁহ রূপে ॥

৩৭১। ঘটক চলিল সেই তপনের পুরে,
অন্তঃপুর প্রবেশিয়া প্রফুল্লিত চিতে,
আঙ্গিনায়
সোনার পুত্তলি
খেলিছে পুতুল নিয়ে,
অবাক নেহারি দ্বিজবর ॥

৩৭২। রূপ হেরি সউল্লাস হৃদয়ে তখন,
ঝলসিত নেত্রে, মনে করে ইতস্ততঃ,
মনুষ্যের,
এরূপ লাবণ্য
অসম্ভব মনে করি ;
চমকিত হ'ল মোর চিত ॥

৩৭৩। তরুণী যুগলে যেবা লাবণ্যের ধারা,
ঝলমল করে রূপ উজলি উজলি,
মনোহরা
মনোহর সনে
শোভিত হইবে ভাল ;
আনন্দিত হবে শচীমাতা ॥

৩৭৪। পরস্পর দোঁহ পক্ষে স্থির হলে কথা,
নারীগণে করে সবে মঙ্গল-আচার,
নহবত
বাজিল সুস্বরে,
উলুধ্বনি ঘন ঘন—
শুভক্ষণে হইল বিবাহ ॥

৩৭৫। শচীমাতা নিজালয়ে বধূদ্বয় আনি'
আমোদ প্রমোদে রত বিবিধ প্রকার,
গৌরাঙ্গের
অপার মহিমা
অনন্তে না পায় অন্ত—
লিখিবারে কি আছে শকতি ॥

৩৭৬। সুবর্ণের হার বালা শিথি পাতি যত,
রচিত খচিত হীরা মাণিক্য প্রবালে,
শচীদেবী
বধূ পরিচয়
করি প্রফুল্লিত চিতে,
আশীষ করিল দুইজনে ॥

৩৭৭। সংকীর্ত্তন আরম্ভিল শচীর ভবনে,
মালতীর তরুবরে ধরে পক্ক আম্র,
সেই আম্রে
হ'ল মহোৎসব,
আশ্চর্য্য মানিল সবে,
প্রেমানন্দে মাতিল নিতাই ॥

৩৭৮। নিজে আচরিয়ে ধর্ম্ম জীবে উপদেশে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা হয় অচেতন—
"প্রাণনাথ,
শ্যামল সুন্দর !
বিতরি করুণা-কণা
দাসী বলি দেও প্রেম-সেবা"

৩৭৯। প্রেমের তরঙ্গে গোরা ইতি উতি ধায়,
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভক্তসহ,—হল
কূর্ম্মাকৃতি
স্কন্ধহীন শির
কভু পিণ্ড যায় দূরে,
এ ভাবেতে জীবেরে শিখায়॥

সন্ন্যাসের সূচনা।

৩৮০। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে যত গোপ গোপাঙ্গনা,
যে ভাবে যে জন করিতরে উপাসনা,
সে ভাবেতে
করিবে সাধন,
তবে হবে নিত্য-সিদ্ধ,
এই হয় সাধনানুরাগ॥

৩৮১। সখ্যভাবে শ্রীদাম সখার যে বিরহ,
দাস্যভাবে সখীগণ যে দুঃখ পাইল,
বাৎসল্যেতে
নন্দ যশোমতী
বিরহ ব্যথিতা যত
কান্তভাবে মঞ্জুরি সকলে॥

৩৮২। মধুরভাবে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ভাবি,
বিলাপিয়ে উন্মত্তা হত গো চেতন;
বিরহেতে
তন্ময় তদাত্ম
হয়েছিল তা সবার;
সেই মত করিবে সাধন॥

৩৮৩। ভাবের অনন্ত শান্ত কে করে নির্ণয়,
পঞ্চভাবের যে ভাব হয়রে উদয়,

সেই ভাবে
অদরশনেতে
যার যেই ভাব হল,
সেই ভাবে করহ সাধন ॥

৩৮৪। সর্ব্বভাব হ'তে শ্রেষ্ঠ সুমধুর হয়,
জীবে শিখাইতে রাধা যে ভাব করয়,
সেই ভাবে
কৃষ্ণ হয় বশ,
অন্তে যায় নিত্যধামে ;
বিবরিয়ে বলিলাম তাধা ॥

৭৮৫। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রতি বলয়ে অদ্বৈত,—
"মাধুর্য্য মানব-লীলা করিবে এবার,
নররূপে
হইয়ে সন্ন্যাসী,
উপদেশ দিবে জীবে,
ভয় না করিবে কোন লোকে ॥

৩৮৬। "একস্থানে বসি পার জীব নিস্তারিতে,
শিখিবে না তায় জীব সাধন ভজন,
গুরু বিনে
হইবে নাস্তিক
পঞ্চরস আস্বাদিতে,
না পারিবে যত জীবচয় ॥

৩৮৭। "দেবতা মানবে কভু প্রণয় না হয়,
মানুষে মানুষে হয় গাঢ় ভালবাসা,
অতএব
মানব ভাবেতে
নিজে আচরিলে ধর্ম্ম,
অনায়াসে শিখিবে ধরম" ॥

৩৮৮। ভাল ভাল বলি গোরা বলে অদ্বৈতেরে,
"সন্ন্যাসী হইব আমি ত্যজি গৃহবাস,

শ্রীক্ষেত্রেতে
নিয়ত রহিব,
শক্তি বলে আন লো৷
ব্রহ্ম উপাসনা শিখাইব" ॥

৩৮৯। গোরা হৃদি মাঝে এবে বৈরাগ্য সলিলে,
বিবেক পবনাঘাতে বাড়িল তরঙ্গ,
রিপুগণ
ভগ্নোৎসাহে
করে সন্তরণ দুঃখে,
পদে পদে গণিল প্রমাদ ॥

৩৯০। গলিত তুষার কিংবা বরিষা প্লাবনে,
প্লাবিত করিলে ধরা আলে নাহি মানে,
গৌরাঙ্গের
বিষয়-বাসনা
আল, বেগে গেল টুটি
অনুরাগ প্রলয় তরঙ্গে ॥

৩৯১। চলিতে হইবে নিতি মানব আচারে,
রীতি নীতি শিখিতে যায় কণ্টক বনে,
বিচরণ
বিজন বিপিনে
করেগো গৌরাঙ্গ রায়,
পথ ও বিপথ নাহি মানে ॥

৩৯২। এদিকে অদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর,
হরিদাস নিয়ে ভক্ত দেশ দেশান্তরে,
যারে তারে
হরিনাম দিয়ে
ভকত করিল লোক,
জগা মাধা হইল উদ্ধার ॥

হরিদাসের ব্রাহ্মণত্ব।

৩৯৩। ভাল ভাল এক কথা হইল স্মরণ,
রাম-গারু রাম-থালি মাটিয়া ভাণ্ডেতে,
কেন ভোগ
মহোৎসবে দেয়,
বিবরিয়ে বলি কথা,
শোন সবে ইহার বারতা॥

৩৯৪। ব্রজেতে সচ্চিদানন্দ যবে আবির্ভূত,
প্রতীতি না হইল ব্রহ্মার ক্ষণকাল,
পরখিতে
আসি ব্রজধামে,
ধেনু বৎস সখাগণ
হরি নিল বিচার না করি॥

৩৯৫। অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ ইহা বুঝিয়ে অন্তরে,
অঙ্গ হ'তে করে সৃষ্ট যত হরেছিল,
সেই পাপে
চতুরাননের
জনম হইল, হায়,
মলয় কাজির সুত হয়ে॥

৩৯৬। হরিদাস নাম তার রাখে পিতা-মাতা,
তিন লক্ষ হরিনাম করে দিবা-রাতি ;
একদিন
গোপীনাথপুরে
হবে এক মহোৎসব,
উনান ধরাতে কেহ নারে॥

৩৯৭। ন'দেবাসী ব্রাহ্মণ সমাজ একে একে,
জ্বালিতে নারিল অগ্নি বেদ উচ্চারিয়ে,

দৈবপাকে
ব্রাহ্মণ-সমাজ
অধোমুখী হয়ে বসে,
মহোৎসব পণ্ড হয়ে যায় ॥

৩৯৮। করযোড়ে বলে হরিদাস সভাসদে—
"অনল জ্বালিয়ে দিব, আমি অবহেলে,
মেটে গারু
মেইটে থালাতে,
ভোজন করিবে সবে,
এই সর্ত্ত রহিল আমার ॥"

৩৯৯। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিল যত সভামাঝে,
স্বীকারী কহিল সবে উপহাসচ্ছলে,—
"রাম যবে
যায় নির্ব্বাসনে
মেটে থালা গারু আনি
ভোজন করয়ে রাম-সীতা ॥

৪০০। "নব ঘটে নব থালে বিশুদ্ধ আহার,
মেটে নব-ঘটে হয় দেবতা আশ্রয়,
পূর্ণ কুম্ভ
যাত্রাকালে শুভ,
সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বিহিত,
আহার করিব সবে তায়" ॥

৪০১। গঙ্গাতীরে গেল হরি, হরি-সাধনেতে,
উনান জ্বলিল বিনা অনলে অনিলে,
হেরি সবে
বিস্ময় মানিল,
হরিদাসে ধন্য দিল ;
হরিদাস হইল ব্রাহ্মণ ॥

৪০২। গঙ্গাধর শিরোমণি পণ্ডিত প্রধান,
ব্রহ্ম-হরিদাস নাম রাখে ধ্যানে জানি,
গদাধর
শ্রীনিবাস দোহে
রন্ধন করিল সব
বিবিধ ব্যঞ্জন সযতনে ॥

৪০৩। রাম-থালা রাম-গারু ক্রয় করি তবে,
প্রসাদ পাইল সবে স্বভক্তি হৃদয়ে,
হৃদয়ের
অন্ধ আবরণ
ঘুচিল বুধগণের
রাম-গারু-থালা ব্যবহারে ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

৪০৪। অহো! এ দুঃখের গাথা, গাহিব কেমনে,
নবদ্বীপ দিবসে আঁধার হবে হায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ
হইবে সন্ন্যাসী,
বিরহ যাতনা রাশি
জীবগণ লভিবে নিশ্চয় ॥

৪০৫। সমানে সমান ভালবাসে এই রীতি,
প্রকৃতি ধরম এই বিধির বিধান,
ভালবাসা,
সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী
গৃহীতে গৃহীতে হয়,
জীবনে মরণে আত্মীয়তা

৪০৬। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হবে শুনি এ ভারতী,
কেশব ভারতী এল প্রফুল্লিত চিতে,

বিজনেতে
শ্রীগৌরাঙ্গ কয়
ভারতী ভারতী সনে—
তেরোদিনে হইব সন্ন্যাসী

৪০৭। ভারতী বলিল শুন সন্ন্যাসী ধরম,—
নিবিড় কাননে কিবা দেবতা আশ্রমে,
দূরদেশে
করিবে আশ্রম,
ভিক্ষান্নে ভোজন রীতি,
কুশাসনে করিবে শয়ন ॥

৪০৮। দীক্ষা নাহি দিবে কভু গৃহস্থ-মানবে,
সন্ন্যাস বিনষ্ট হয় সঙ্গেতে গৃহস্থ,
নারায়ণ
জানিবে সন্ন্যাসী,
ভদ্র-কর্ম্ম না করিবে,
বিচরিবে দণ্ড করে করি ॥

৪০৯। বহির্ব্বাস একখানি সঙ্গেতে রাখিবে,
সঞ্চয় না করিবেক ভোজন কারণ,
কমণ্ডলু
সঙ্গেতে রাখিবে,
কায়ার ছাড়িবে মায়া,
রমণীর মুখ না হেরিবে ॥

৪১০। সর্ব্বদা করিবে ক্ষমা যত জীবগণে,
উদ্বেগ নাহি দিবে আত্মসুখ লাগি,
এক বর্ণ
তণ্ডুল না খাবে,
বিষয় আলাপ ত্যজি
ধর্ম্ম উপদেশ দিবে সবে ॥

৪১১। বেদ-অভিমানীগণে শিক্ষা নাহি দিবে,
নির্ব্বেদ করিয়ে তারে দিবে উপাসনা,

বেদাতীত
সাধকের বাসে,
করিবে গমন সদা,
গৃহী বলি দ্বেষ না করিবে ॥

৪১২। বেদের বিধানে বদ্ধ বেদের আচার,
হেন বাসে সন্ন্যাসীরা কভু না যাইবে,
এই বার্ত্তা
ভাষিয়ে ভারতী
প্রত্যাগত হল দেশে,
শ্রীগৌরাঙ্গ আসিল ভবনে ॥

৪১৩। ঈশ্বর পুরীর স্থানে দীক্ষিত হইতে,
অনুমতি লয় প্রভু অতি সবিনয়ে ;
মাতৃস্থানে
হইবে বিদায়—
চিন্তিত গৌরাঙ্গমণি—
মাতৃস্থানে কিসে পাব ত্রাণ ॥

চৈতন্যের সন্ন্যাস।

৪১৪। সুবর্ণের শশী গোরা নদেতে উদয়,
ভারতী ভীষণ রাহু গ্রাসিবে সমূলে,
নিরদয়
নিঠুর প্রকৃতি
দয়া নাহি তার চিতে—
ধিক্ ধিক্ পুরুষ কঠিন ॥

৪১৫। নারীর কোমল হৃদি শিরীষ-কুসুম,
অবলা সরলা তাহে সদা পরাধীনা,
স্বামী সুখে
সুখী নিরবধি,
প্রকৃতি ধরম তাই—
পুরুষ পৌরুষ ভালবাসে

৪১৬। মধুর পিয়াসে আসি ভ্রমর যেমতি,
কত না আদরে তার প্রেয়সী কুসুমে,
মধু ফুরাইলে
অন্য ফুলে পুনঃ বসে,
পূর্ব্ব ফুলে না করে আদর ॥

৪১৭। প্রভাকর সনে প্রেম করে কমলিনী,
সুখী নহে এক তিল থাকিয়ে সলিলে,
সুরযের
প্রবল আতপে
নীর নেয় শূন্য পথে,
বারি বিনে পদ্মিনী কাতরা ॥

৪১৮। চঞ্চল চপল অতি পুরুষের চিত,
আত্মসুখ লাগি সদা চিন্তিত অন্তর;
শ্রীগৌরাঙ্গ
অন্তরে অন্তর
করিল রে বিষ্ণুপ্রিয়া,
নারীবধে ভয় না করিল ॥

৪১৯। বিষ্ণুপ্রিয়া-শচীমাতা হৃদয়ে পড়িল,
দুঃখচ্ছায়া সুগভীর চিরদিন তরে,
দীর্ঘশ্বাস
পরিত্যাগ করি
বলে বিষ্ণুপ্রিয়া সতী,—
"কপালেতে লাগিল আগুন।"

৪২০। "দশদিক্ শূন্য হেরি কাঁদে মোর প্রাণ,
দক্ষিণ নয়ন মম ঘন নৃত্য করে,
দিবাভাগে
শিবাগণ ডাকে,
দক্ষিণে ভুজঙ্গ হেরি,
উল্কাপাত হইতেছে পুরে ॥

৪২১। "বিরহ যাতনা শেল পশিল অন্তরে,
ধৈরয ধরিতে নারি প্রাণ বাহিরায়,"—
হেন কালে
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
শচীমাতা বলে ধীরে,—
"শোন বলি প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া!"

৪২২। "অঞ্চলেরি ধন গোরা হইবে সন্ন্যাসী,
বরজ হানিবে কিলো শিরে আজু মোর,
ন'দেবাসী
করে কানাকানি,
ফুকারিয়ে নাহি বলে,
অঙ্গুলি দোলায়ে দেখাইছে॥

৪২৩। "কেশব ভারতী নামে দারুণ সন্ন্যাসী,
বড়ই নিঠুর সেই অদূরদরশী,
যাদু করি
ভুলাইল পুতে,—
বৈরাগ্য উদয় হল,
তদবধি সংসার না করে॥

৪২৪। "বিরলে কাঁদয়ে বৎস আহারে অরুচি,
বিপ্রকৃষ্টে বিবরণ কায়, নাহি হাসি,
কঁচি খোকা
কিছু নাহি জানে,
কতবলি উপদেশ,
অশ্রু শুধু করে বরিষণ॥

৪২৫। "সাবধানে যতনে আদরি যাদুমণি,
প্রেম-সূতে বাঁধি রাখ ধরিয়া পরাণে,
নবরসে
নবীন বয়সে
ডবিবে সংসার-রসে,
ভুলিবেক সন্ন্যাসীর ভাব"॥

৪২৬। শচীর বারতা শুনি কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিরহ-সাগরে ডোবে হৃদয়েরি ভারে,
হেরিল রে
নয়নে আঁধার,
পড়িল ধরণী-কোলে,
মূর্চ্ছিতা হইল শোকে সতী ॥

৪২৭। চেতন পাইয়ে বলে কাঁদিতে কাঁদিতে,—
"কুস্বপ্ন হেরেছি মাতা আজি রাত্রিশেষে,
বিনা মেঘে
শিরেতে অশনি
পতিত হইল শিরে,—
কাঁদি তাই ভূমে গড় দিয়া" ॥

৪২৮। এ দিকেতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিজন বিপিনে,
মাতৃস্থানে বিদায়ের চিন্তিল উপায়,
চিতে চিন্তি
হ'ল শান্তিভঙ্গ,
আননে না সরে বাণী,
প্রতিঅঙ্গ ঝঙ্কারে চিন্তায় ॥

৪২৯। বৃদ্ধ মাতা মরিবেক পুত্র শোকে সত্য,—
চিন্তিতে চিন্তিতে গত হল দশদিন,
নেত্রনীরে
ভিজিল শ্রীঅঙ্গ ;
অনুমতি পাব কিসে,
সেই হেতু চিন্তিল অন্তরে ॥

৪৩০। একদিন শচীমাতা ক্রোড়েতে বসিয়া,
গলাধরি বলে গোরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
রাঁধি দে মা
পিষ্টক ভাজিয়ে
তব পাক ভুঞ্জইতে,
বড় সাধ হয়েছে অন্তরে ॥

৪৩১। স্নেহে মাতা মুখ চুম্বি শিরোঘ্রাণ নিল,
অঙ্গে হাত বুলাইয়ে বলে আশীর্ব্বাদি,—
"ষাট্ ষাট
আকুটিয়ে ছেলে,
চঞ্চল চপল গোরা,
অঞ্চলের নিধি প্রাণধন !

৪৩২। "বিবিধ দ্রব্যেতে কালি করিব রন্ধন,
সখাগণ নিমন্ত্রিত কর সমাদরে," ;
হাসি হাসি
বলে শ্রীগৌরাঙ্গ,—
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি
বাজার করিব মাতা কালি।

৪৩৩। রোষাভাসে আসিলরে কেশব ভারতী,
বিস্ফারিত আঁখি ঘন বহিলরে শ্বাস,
দূরে থাকি
নয়ন ইঙ্গিতে
গৌরাঙ্গে ডাকিয়ে নিল ;
উড়িলরে শচীর পরাণ ॥

৪৩৪। প্রণাম করিলে গোরা ভারতীর পায়,
ক্রোধভরে ভারতীর বাহিরিল উক্তি,—
"মায়া ত্যাগ
নবীন বয়সে
বড়ই কঠিন কথা ;
মিথ্যা বাক্য বল সন্ন্যাসীরে।

৪৩৫। "মিছা ভাষা বড় দোষ সন্ন্যাসী সহিত,
ত্রয়োদশ দিবসের দশ অন্তর্হিত,
ধিক্ ধিক্
মায়াধীন জীব,
চপল চঞ্চল অতি ;
উপহাস যোগ্য আমি নহি।

৪৩৬। "নবীন বয়সে তুমি বালকের প্রায়,
বসিয়াছ মাতৃক্রোড়ে একি বিপরীত ?
মায়াখণি
তোমার হৃদয়ে,
সন্ন্যাসীর যোগ্য নহ,
মায়া ঘুমে আছ নিতি নিতি ॥

৪৩৭। "ছাড় মাতা, ছাড় পত্নী, ছাড় পরিবার,
কেহ নহে কারো, হও মায়াধীশ আজি,
রবিসুতে
বাঁধিবেরে যবে
নয়নে হেরিবে ধাঁধাঁ,
প্রতি অঙ্গ হইবে শিথিল ॥

৪৩৮। "মায়া ঘুমে আর ঘুমাইবে কত কাল,
জাগ জাগ হওরে চেতন যমদণ্ডে,
চল চল
বিলম্ব না সহে ;
কালি আছে শুভদিন,
সন্ন্যাসী করিব কালি তোরে"॥

৪৩৯। কৃতাঞ্জলিপুটে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর,—
"অবধান কর গুরু এ দাসের কথা,
মাতৃস্থানে
লব অনুমতি
ছল কি চক্রান্ত মূলে,
পরশ্ব যে হইব সন্ন্যাসী" ॥

৪৪০। রুষিল ভারতী যেন জ্বলন্ত পাবক;
আঁখি রক্তাকার, অঙ্গ কাঁপে থর্ থর্,
ভারতীর
হ'ল রুদ্র-মূর্ত্তি,
শমন সমান ক্রোধ,
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ অধোমুখী ॥

৪৪১। "লোভমুগ্ধ! অরে মূঢ়! ছল্ চতুরতায়,
প্রতারণা করি মোরে হও প্রতারিত ;
মায়াধীন
চপল চঞ্চল,
স্থির তব নহে মতি,
মিথ্যা বাক্যে ভুলাতে বাসনা" ?

৪৪২। সাষ্টাঙ্গে প্রণমি বলে গৌরাঙ্গ-সুন্দর,—
"অনুজ্ঞা দেহগো মোরে একদিন তরে,
চাহি ভিক্ষা ;
কালি রজনীতে
কাঞ্চণ-নগরে যাব,
পরশ্বই লইব সন্ন্যাস" ॥

৪৪৩। "সুনম্র বচনে মম নহে মুগ্ধ মন,
মায়াধীনে মায়াধীশে না হয় পীরিতি,
মিথ্যাভাষা
পরিচালনেতে
ভুলাইতে সাধ তব
সন্ন্যাসী না হবে তুমি কভু" ॥

৪৪৪। "শুন, গুরুদেব! মম মরম বারতা,
কল্য রজনীতে আমি যাইব নিশ্চয়!
তপোধন!
ক্ষম অপরাধ,
করুণা বিতরি দাসে,
অটুট হে আমার এ বাণী ॥"

৪৪৫। হেনকালে নিত্যানন্দ আলয়ে আসিল,
ভয়েতে ভারতী যোগী করিল পয়ান,
শচীমাতা
পাগলিনী বেশে
সম্বোধিল,—"নিতাই!
গোরা নিতে এসেছে ভারতী ॥

৪৪৬। "কি জানি মন্ত্রণা দিল মোর যাদুধনে,
যাদু করিয়াছে কিবা ভুলাবার আশে,
চোখে চোখে
করিয়ে ইঙ্গিত
বিরলে বলিল বাণী,
সন্ন্যাসী করিবে অনুমানি ॥

৪৪৭। "বড়ই নির্দ্দয় সে যে পাষাণ-হৃদয়,
মোর বুকে বরজ হানিবে নিদারুণ,
মরিবরে
আমি অনশনে,
কিবা গরল ভক্ষণে,
মাতৃবধ হইবে গোরার ॥"

৪৪৮। নিত্যানন্দ বলে,—মাতা, ভয় কর কেনে,
কিবা সাধ্য ভারতীর করিতে সন্ন্যাসী,
শ্রীগৌরাঙ্গ
জগত-জীবন,
কে নিবে হরিয়ে তারে ?
সুখে মাতা কর ইষ্ট নাম ॥"

৪৪৯। চিতে চিন্তি শ্রীগৌরাঙ্গ আসিল ভবনে,
শোক-চিত, আঁখি ছল্ ছল্, ধীরে আসি
প্রণমিল
মায়ের চরণে,
অশ্রুনীর পরে ধরা,
ভাষণি ভাষিতে নাহি পারে

৪৫০। গদ্‌গদি ভাবে গোরা কৃতাঞ্জলী হয়ে,—
"রন্ধনের আয়োজন দিব আনি কালি,
বাজারেতে
অরুণ উদয়ে
যাইব জননী ত্বরা,
নিমন্ত্রিত করিব সকলে ॥"

৪৫১। কাঁদি কাঁদি বলে শচী, কিসের রন্ধন,
সন্ন্যাসী হইবি তুই শিরে বাজহানি,
মরিবরে
পশি গঙ্গাজলে,
কিবা জ্বলন্ত-পাবকে,
জীবন রাখিয়ে কিবা কাজ ॥

৪৫২। শচীর বচন শুনি গৌরাঙ্গ কাঁপিল,
পড়িল চরণ তলে যেন ছিন্ন-তরু,—
"জননী গো!
বলি পদে ধরি,
তোরে না ছাড়িব কভু,
আজ্ঞা নিয়ে চলিব সদায় ॥

৪৫৩। "ভারতীর স্থানে আমি দীক্ষা নিব মাতঃ,
সুদিন জানিতে তাই গিয়েছিনু তথা,
শান্ত-চিত্তে
করহ শয়ন,
ইষ্ট নাম জপ করি;
কেহ কারো নহে সুত-সুতা" ॥

৪৫৪। ফুল্ল চিত্তে শচী দেবী গৃহ মাঝে গেল,
বধূ স্থানে বিবরিয়ে বলিল বারতা,
বিষ্ণুপ্রিয়া
অন্তর বুঝিয়ে,
নীরবে থাকিল সতী!
শচী দেবী করিল শয়ন ॥

৪৫৫। শয়ন আগারে গোরা পশিল শয়নে,
নীরবে কাঁদিয়ে ধনি চরণ সেবয়,
নেত্রনীর
পড়িল শ্রীপদে,
বুঝিল গৌরাঙ্গ রায়,
বিরহেতে কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

৪৫৬। "শোনহ ভারতী-সতী আমার ভারতী,
ভারতী করিব গুরু তাহে সচিন্তিত,
নরদেহ
ধারণ করেছি
ধরম করিব আগে,
কেন চিতে চিন্ত অকারণ ॥

৪৫৭। "একাত্মায় ভিন্ন কায় ধরি ওগো সতী,
জনমে জনমে, দেবি, তুমি প্রাণ-প্রিয়ে,
ধৈর্য্যধর,
রোদন সম্বর,
তোমা ছাড়া নহি কভু,
তুমি শক্তি জীবনে মরণে" ॥

৪৫৮। করযোড়ে বলে সতী করিয়ে বিলাপ,
"মনস্তাপ পাব পূর্ব্ব করম দোষেতে,
প্রতারণা
ভাষণি কহিলে
মনস্তুষ্টি না হইবে,
দাসী বলি করিও করুণা ॥

৪৫৯। "লয়েছ মানব-দেহ লোক নিস্তারিতে,
আমাকে করিবে ত্যাগ জীব-উপকারে,
জীতেন্দ্রিয়
নবীন বয়সে,—
আদর্শ লইবে জীবে ?
এ কলির জীবে তা হবে না"

৪৬০। বলিতে বলিতে রাতি প্রভাত হইল,
কাঁদিয়া উঠিল রমা প্রভাত জানিয়া,
প্রাতঃকাজ
করে বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিরহে অধীরা তবু,
নেত্র-নীরে ভিজিল শ্রীঅঙ্গ ॥

৪৬১। প্রাতে উঠি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু,
প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিল ত্বরায়,
নিত্যানন্দ
সঙ্গেতে লইল,
বাজারে চলিল ত্বরা,
নিত্যানন্দে বলিছে গৌরাঙ্গ—

৪৬২। "শুন শুন ভাই মোর মরম বারতা,
জীব নিস্তারিতে গোরা এসেছি ধরায়,
তোমা আমা
হইবে বিরহ,
সন্ন্যাসী হইব আমি,
অন্তর্যামী জান সব তুমি ॥

৪৬৩। "সংসারে থাকিবে তুমি মাতার পালনে,
যখনি কাঁদিবে মাতা বসিও কোলেতে,
ক্ষুধা হলে
দিও অন্নজল,
সেবিও চরণ যুগে,
অন্ন বস্ত্র পাঠাইব আমি ॥

৪৬৪। "রজনী শেষেতে অদ্য সংসার ছাড়িয়া,
সন্ন্যাসী হইব মুই কাঞ্চন নগরে,
হরিনাম
করি বিতরণ,
শক্তি সঞ্চারিব জীবে,
উজ্জ্বল রস উন্নত করি ॥

৪৬৫। "পুরীতে করিব বাস কাশীমিশ্র পুরে,
তুমি অন্তর্যামী জান সব কথা মোর,
রথযাত্রা
সময়ে যাইও,
হবে দরশন তথা,
অনুক্ষণ করিও কীর্ত্তণ ॥"

৪৬৬। বিরহ বারতা শুনি অধীর নিতাই,
"বিনা মেঘে বজ্র মোর হানিলে গো শিরে;
কি অভাবে
হইবে সন্ন্যাসী ?
ছয় মাস থাক ঘরে,
শচীমাতা হৃদয়-আনন্দ"।

৪৬৭। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে,—"পরাণ নিতাই !
ভারতীর আগ্রহেতে করি ভাই ত্বরা ;
ভয়ঙ্কর
ক্রোধ-যুক্ত হয়ে
বলিলেন কটু ভাষা,
তাই শীঘ্র লইব সন্ন্যাস ॥"

৪৬৮। বিরহেরি শেল গুলি বক্ষেতে বাজিল,
অধীর হইল আজি ধরাধর হায়,
মহাবাতে
যেন রম্ভাতরু
পড়ে ধরণী কোলেতে
সেই দশা হইল নিতাইর ॥

৪৬৯। নিতাই নয়ন জল প্রবাহিত হয়ে,
অভিষিক্ত করিলরে শ্রীগৌরাঙ্গ পদ,
"মহাবাহু !
সঙ্গ হারা হয়ে
কেমনে বঞ্চিব ঘরে,
বারি বিনে বাঁচে কি শফরী ?

৪৭০। "নেত্র পলকেতে যারে খুজি শতবার,
এত বিলম্বেতে হেরা সাজে কি তাহারে !
সঙ্গ হারা
একতিল তরে
কখনি না হব তব,
আমি তব সঙ্গে সঙ্গে যাব ॥

৪৭১। 'শচীমাতা—বধুমাতা, কাঁদিবে বসিয়া,
পাষাণ গলিত হবে শুনিয়ে বিলাপ;
শান্তিহারা
শোকাকুল চিতে
হইবেক উন্মাদিনী,
কে রক্ষিবে এ বিপদে, হায় ॥"

৪৭২। হাসি বলে গৌরচন্দ্র, "শোন নিত্যানন্দ,
এ বিশ্ব-পালক তুমি, হে মহা বিরাট!
ধৈর্য্য ধর,
ওহে মায়াধীশ!
কটাক্ষে করুণা করি;
রক্ষিওরে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

৪৭৩। "ধরণী কাঁপিলে স্থির নহে কোন জন,
তেমতি তোমার দুঃখে দুঃখী হবে সবে;"
নিত্যানন্দে
আলিঙ্গিল গোরা,
শান্তিময়-শান্তিদাতা!—
বাজার করিল দুটি ভাই ॥

৪৭৪। নানা দ্রব্য ক্রয় করি শচীর দুলাল,
ফুল্ল চিতে এনে দিল শচীর নিকটে,
ছানাবড়া,
দুগ্ধ লাউ পুলী,
চিতই পাটীবলন,
রসবড়ী সীতাভোগ যত ॥

৪৭৫। পলান্ন, মিষ্টান্ন, অন্নদা, বগলা পুলী,
রাম সীতা ভোগ, চসি, সাউলি অমৃত,
ব্যঞ্জনাদি
বিবিধ প্রকারে
রন্ধন করিয়ে শচী
নারায়ণে নিবেদিল তায় ॥

৪৭৬। নিমন্ত্রিত সখা সহ গৌরাঙ্গ-নিতাই,
ভোজন করিল সুখে অমিয় সমান,
শচীমাতা
বধূগণ নিয়ে
আহার করিল তবে ;
বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিল নীরবে ॥

৪৭৭। শচী বলে "বধূ, কেন কাঁদ বিরলেতে ?"
বধূ বলে, "রজনীতে পালাবে নিশ্চয়,"
শচীমাতা
চমকিত চিত্তে
দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করি
বলে, "বধূ ! রবে সাবধানে ॥"

৪৭৮। নিত্যানন্দে বলে শচী "হও সাবধান,
রজনীতে গোরা মোর যাইবেক ত্যজি,
বাছাধন !
রহিও জাগিয়া,
কেশব ভারতী যেন
নাহি নেয় মোর যাদুমণি ॥

৪৭৯। অন্তর্য্যামী অন্তরেতে হয়ে অবগত,
আহ্বানিল নিদ্রাদেবী মধুর বচনে,
গোরা বলে,—
'মমালয়ে আসি
সকলের নয়নেতে
আবির্ভূতা রবে সারা রাত ॥'

৪৮০। স্তবধ রজনী, নিদ্রা নিঃশব্দে বসিল,
নয়ন চেতনহীন চৈতন্তের গণ ;
নীরবেতে
রহিল গৌরাঙ্গ,
গভীর রজনী হলে
শয্যা হ'তে উঠিল ত্বরিতে ॥

৪৮১। নিদ্রামগ্না বিষ্ণুপ্রিয়া হেরে স্বপনেতে,
কেশব ভারতী এল গৌরাঙ্গ নিকটে ;
হেন কালে
বিদায় চাহিল
গৌরাঙ্গ সুন্দর কাঁদি,
"প্রিয়ে, মোরে করহ বিদায় !"

৪৮২। স্বপনের ঘোরে দেবী ভারতীর প্রতি,
"যাও, যাও" বলি বোল বলে উচ্চৈঃস্বরে,
শ্রীগৌরাঙ্গ
লইল বিদায়
জনমের মত ছলে,
বিষ্ণুপ্রিয়া না জানিল হায় !

৪৮৩। শয়ন মন্দিরে যথা আছে শচীমাতা,
চলিল গৌরাঙ্গ তথা লইতে বিদায় ;
বলে ধীরে,
"শোনগো জননী !
এই জনমের তরে
চাহিগো বিদায় তব পায় !"

৪৮৪। মায়ের চরণ ধরি কাঁদে শ্রীগৌরাঙ্গ ;
শ্রীশচী দেখিছে স্বপ্নে বধূ যাবে জলে ;
বলে শচী—
'যাও তুমি চ'লে
বিলম্বে হবে না কাজ,
শীঘ্র যাও আপনার কাজে।'

৪৮৫। কাঁদিতে কাঁদিতে গোরা প্রদক্ষিণ করি,
তিনবার শ্রীগৌরাঙ্গ লইল বিদায়,
তিনবার
বলে "যাও যাও" ;
এ সব গৌরাঙ্গ-লীলা—
কে বুঝিবে রহস্য ইহার ?

৪৮৬। "দশমাস দশদিন জঠরেতে ধরি,
উপবাসে উপবাসি পালিলে জননী !
প্রসবিলে
কুসন্তানে মাতা !
পেয়েছ যাতনা কত
মল মূত্র কতনা ফেলেছ !

৪৮৭। "নিজ মুখে ভাল যাহা লাগিত তোমার,
নিজে নাহি ভুঞ্জে তুমি দিতেগো আমায় ;
স্তন্য পান
দণ্ডে দণ্ডে করি
প্রাণ রক্ষা করেছিগো ;
মাতা গুরু এ জগৎ মাঝে !

৪৮৮। "কুপুত্র হইলে, মাতা কভু কু না হয়,
হেন জননীরে ছাড়ে কুলাঙ্গার সুতে,
মাতৃ-ঋণ
নারি শোধিবারে ;
জীবন মরণ আর—
যাহার প্রসাদে পায় হরি।"

৪৮৯। এত বলি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে,
প্রণমিয়া মায় পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গ,
চলিলরে
কাঞ্চন নগরে,
মদ-মত্ত করী সম ;
ন'দেপুরী হইল আঁধার ॥

৪৯০। ভূচর খেচর যত কাঁদিল অপার,
কাঁদে ঝিল্লি ঝিল্লিরবে শিবাগণ আর ;
হাহাকার
গগন প্রান্তরে,
জাগিলরে বিষ্ণুপ্রিয়া—
দেখে শূণ্যময় শয্যা,—হায় !

৪৯১। কপালেতে করাঘাত করি শতবার,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সতী, বিলাপি হেরিল,
শয্যামাঝে
হার পড়ি আছে—
আছে সব,—নাই এক,—
শয্যা, বস্ত্র, পাদুকা যুগল ॥

৪৯২। কম্পিতা শরীর সতী পড়িল আছাড়ি,
অচেতন হল রমা ঘন বহে শ্বাস,
ক্ষণপরে
চেতন পাইল ;
'প্রাণনাথ'! বলি কাঁদে,
সম্বিত হারায় পুনঃ পুনঃ ॥

৪৯৩। বধূর রোদন শুনি শচীমাতা জাগি,
আছাড়ি পড়িল মাতা ধরণী উপর,
করাঘাত
বুকেতে হানিল,
মূর্চ্ছিতা হইল শচী,
বসুধা জাহ্নবী ধেয়ে ধরে ॥

৪৯৪। কাঁদে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, নিত্যানন্দ রায়,
বসুদা জাহ্নবীকাঁদে ধরাতে পড়িয়া,
প্রলয়েতে
ধরণী মণ্ডলে
হয় যেন হাহাকার,
সেইরূপ শচীর ভবনে ॥

৪৯৫। ক্রন্দনের রোল শুনি এল গদাধর,
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যেখানে যতেক,
ছুটাছুটী
দৌড়াদৌড়ি করি
ধাইল পাড়ার লোক,
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী ॥

৪৯৬। বৎস ছাড়ি ধেনু ছোটে, ধেনু ছাড়ি বৎস,
স্তন ছাড়ি ছোটে শিশু, শয্যা ছাড়ি রোগী,
মহাবাতে
কদলীর তরু
যথা শায়িত ধরায়,
সর্ব্বজীব তেমতি পড়িল ॥

৪৯৭। ফুল না ফুটিল আজি তরু না মুঞ্জরে,
গুঞ্জরে না আজ অলি, পিক হল মূক,
শ্রীবিহীন
অন্তর্দ্বীপে সব,
কাঁদিয়ে মলিন রবি,
উজানি বহিল স্রোতস্বতী ॥

৪৯৮। হাহাকার রোল যদি উঠিল গগনে,
চঞ্চল হইল যত দেব দেবীগণে,
দেবদৈত্য
কাঁদিল নীরবে,
ন'দে হল অন্ধকার,
গোরা-রবি চির-অস্তমিত ॥

৪৯৯। পুত্র শোকে শচীমাতা হ'ল উন্মাদিনী,
সম্বরিতে বস্ত্র ত্রস্ত হল মুক্তকেশী,
অট্ট অট্ট
হাসি বলে শচী,—
"কেন কাঁদ বিষ্ণুপ্রিয়া ?
গোরা মোর দেখে কি বলিবে ?

৫০০। "দাঁড়িয়ে ভারতী তুমি নিমাই কারণে ?
সন্ন্যাসী না হবে মোর অঞ্চলেরি ধন ;
যাও যাও
এথা হতে যোগী,
হবে অপমান আজি,
বিতাড়িত করিবে নিমাই ॥

৫০১। "সাত নহে, পাঁচ নহে, মোর এক সুত,
বিধবা অঞ্চল-ধন যাদু মোর একা,
নিরদয়
নিঠুর মূরতি,
তবু দাড়াইয়ে হেথা ?
নিলর্জ্জ কঠিন বড়,—হায় !

৫০২। "ষাট্ ষাট্ যেয়ো নারে আকুটীয়ে ছেলে,
চঞ্চল চপলাপ্রায় স্থির নহ তিল,
কোথা যাও ?
সন্ন্যাসী হইতে ?
ধর্ ধর্ নিত্যানন্দ,
বাঁধিয়া রাখিব আজি ঘরে ॥

৫০৩। "ক্ষুধায় কাতর কিরে করি অভিমান,
দাঁড়ায়ে রয়েছ খোট্ ধরি আঙ্গিনায় ?
এস কোলে,
স্তন পিয় সুখে,
ধূলায় ধূসর হেরি ;
এত বলি যষ্ঠি নিল কোলে ॥

৫০৪। "মার্ মার্ ভারতীরে—কে আছ কোথায়,
ধর্ ধর্ মার্ মার্,—গেল পলাইয়া",
দৌড়িলরে
একাকিনী শচী—
নিমাই নিমাই করি,—
ধরণীতে পড়িল আছাড়ি ॥

৫০৫। ধরিলরে নিত্যানন্দ দু'বাহু প্রসারি,
কাঁদি কাঁদি বলে,—"ধৈর্য্য ধরগো জননী,
অবধান
কর শচীমাতা,
সম্বরহ পুত্রশোক ;
আমি আনি দিব শ্রীগৌরাঙ্গ ॥"

৫০৬। "কেরে তুই জ্বালাইলি অগ্নি মোর চিতে!
নিমাই গিয়েছে কিরে আমায় ছাড়িয়ে?
যাট্ যাট্
কচি খোকা মোর!
অঙ্গনে রয়েছ বসি?
ভারতীরে আসিতে না দিব॥"

৫০৭। অট্ট অট্ট হাসি বলে,—"চিতাধূম কেনে?
শচীরে পুড়িছে কিবা চিতার অনলে?
দহিলরে
চিত্ত চিতাজ্বালি,
পুত্র শোকানলে হায়;
নিত্যানন্দ! আয় মোর বুকে॥"

৫০৮। "নিদারুণ পুত্রশোকে প্রাণ বাহিরায়",—
ইহা বলি মুর্চ্ছিতা হইল ভূমে মাতা;
নিত্যানন্দ
করিল চেতন,
বসিল শচীর কোলে;
বিলাপিয়া কাঁদে শচীমাতা॥

৫০৯। পেয়ে ধীরে নিত্যানন্দ উপদেশ-বারি,
ধৈরয ধরিল যত ন'দেবাসী লোক,
বিষ্ণুপ্রিয়া
কাঁদে বিলাপিয়া
ধৈরয না ধরে বধূ,
শচীমাতা আর হাহাকারে॥

৫১০। নিত্যানন্দ চলি গেলা গৌরাঙ্গ আনিতে,
মহাশোকে বিষ্ণুপ্রিয়া হ'ল অচেতন;
ধরণীতে
শবাকার ভাবে,
পড়িল গো বিষ্ণুপ্রিয়া;
কার প্রাণে সহে এই দুঃখ॥

৫১২। "কেশব ভারতী নিতে আসিয়াছে মোরে,
তিলেক দাঁড়াও, আমি আসি তব পাশে",
এত বলি
আটিল বসন,
খসিল করবী মাথে,
এলাইয়া পৃষ্ঠে দোলে কেশ ॥

৫১৩। হইলরে ভদ্রকালী বিকট-দশনা,
ভ্রুকুটী ভৈরব নাদে কাঁপিল মেদিনী,
ভয়ঙ্করা
আরক্ত-নয়না,
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে,
ভয়ে লোক হ'ল কম্পমান্ ॥

৫১৪। নিকটেতে না রহিল সবে পলাইল,
লম্ফে কম্পে বসুন্ধরা, হ'ল বিপরীত,
হরিধ্বনি
করে উচ্চৈঃস্বরে,
পথে বিপথেতে ধায়,
নাহি মানে স্থানাস্থান সতী ॥

৫১৫। কাঁপিল শ্রীশচী হেরি ভয়ঙ্কর রূপে,
রোদন সম্বরি চলে শ্রীনিবাস বাসে,—
"শ্রীবাসরে!"
বলে শচী মাতা,
"বধূ হ'ল কালী বেশ,
কি হইল, কি করি উপায়" ?

৫১৬। ভয়ে ভীত শ্রীনিবাস আরম্ভে কীর্ত্তন,
ছুটিল কীর্ত্তনে রমা বিপরীত গতি ;
ভকতেরা
হেরয়ে গৌরাঙ্গ
নাচিছে আঙ্গিনা মাঝে ;
গৌর শোকে ভকত তন্ময় ॥

৫১৭। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাশক্তি চৈতন্য ভামিনী,
একাত্মায় ভিন্ন-তনু, ভারত জননী,
প্রকৃতিস্থা
হইল সুন্দরী,
লজ্জিত আননে বসি
অবগুণ্ঠিত করে মুখ ॥

৫১৮। শচীর সঙ্গেতে ধনি ভবনে চলিল,
কাঁদি কাঁদি আঁধার হেরিল চতুর্দ্দিক,
নয়নের
নীরে পথাপথ
ভিজিয়া হইল কাঁদা,
দীঘল নিশ্বাস বহে ঘন ॥

৫১৯। নদীয়া নগরবাসি যুবতী সকল,
সতীর সতীত্ব হেরি হল চমকিত,
ধন্য ধন্য
পতি-প্রাণা সতী !—
ত্রিভুবনে নাহি হেন,
জয় জয় করে সর্ব্বলোক ॥

৫২০। পতিতে বিমুখ নারী ধিক্ দিয়ে চিতে,
পতি-সেবা কর্ম্মে তারা মন নিবেশিল,
হরিনাম,
দিবস শর্ব্বরী,
করে মন প্রাণ ভরি
বৈষ্ণবী হইল সর্ব্বনারী ॥

৫২১। চাতকিনী নবঘন জীবন বিহনে,
অন্য নীর পান নাহি করে প্রাণ গেলে,
তেমনি হে
সতী পতিব্রতা ;—
পতি বিনে নাহি জানে ;
বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার আদর্শ ॥

৫২২। ত্রেতাযুগে দেখ সীতা জনক দুহিতা,
পরখিতে রাম, দিল অগ্নিকুণ্ডে ফেলি,
সীতা সতী,
রাম ভিন্ন তবু
না জানিত, না হেরিত;
পেল আরো কতেক যাতনা॥

৫২৩। নির্ব্বাসিত করে সীতা বাল্মীকির বনে,
'হা রাম' 'হা রাম' বলি কাঁদিত জানকী,
ততোধিক

চিরনির্ব্বাসিতা সতী;
যেবা হেরে হৃদয় বিদরে॥

৫২৪। জগত-জীবন কৃষ্ণ লোক নিস্তারিতে,
অবতীর্ণ ধরা মাঝে মানব রূপেতে,
শ্রীরাধার
প্রেম বিতরিয়ে,
ব্রজের মানবলীলা
প্রকাশিতে, হইল সন্ন্যাসী॥

৫২৫। কোন দিনে কোন যুগে যাহা নাহি দিল,
কলিতে উজ্জ্বল রস উন্নত করিয়া,
যারে তারে,
অযাচকে যাচি,
দিল প্রেম ছড়াইয়া,
দয়ালের শিরোমণি গোরা॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।



তৃতীয় সর্গ

(কাঞ্চন নগরে)

৫২৬। অনল হেরিয়ে যেন পতঙ্গের দল,
উড়ে ঘুরে প্রদক্ষিণ করে পাবকেরে,
সেই ভাবে
কেশব ভারতী,
গাত্র-জ্বালা-রোগী প্রায়,
গোরা চিন্তি হইল অধীর।

৫২৭। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ইতি উতি ধায়,
কর্ণ পাতি রহে কভু শবদ শুনিতে,
পথ পানে
করে নিরীক্ষণ,
অশনে শয়নে তার
দীর্ঘশ্বাস বহে ঘন ঘন ॥

৫২৮। দুঃখের বারতা এবে কি ভাষিব হায়,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় সন্ন্যাস বর্ণিতে,
উদিলরে
কাঞ্চন নগরে,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু,
বালভানু জিনিয়ে বরণ ॥

৫২৯। সুবর্ণের ভানু যদি হেরিল ভূতলে,
ছুটিল নগরবাসি মানব নিচয়,
কেহ বলে
সোণার মানুষ,
কোটী রতি জিনি রূপ,
নৈদে হ'তে হয়েছে উদয়

৫৩০। এত শুনি সব লোক ধাবিত হইল,
নয়ন রমিল রূপে ভুলিল, বলিল :—
"ধিক্ ধিক্
কেশব ভারতী,
কঠিন পাষাণ চিত,
বুকে শেল হানিল কাহার ?"

৫৩১। কেহ বলে জাগন্নাথাত্মজ নিমচাঁদ,
বশীকরণেতে যোগী এনেছে টানিয়া,
অতি বুধ
নবীন বয়সে,
ধার্ম্মিক প্রবর হয়,
হরিনামে মাতায় নদীয়া ॥

৫৩২। করযোড়ে বলে শুনি শচীর নন্দন,—
"মিছা রোষ কেন কর ভারতীর প্রতি,
ভারতীর
নাহি কোন দোষ,
নিজেচ্ছায় হব যোগী,
মোরে সবে কর আশীর্ব্বাদ ॥"

৫৩৩। গোরার ভারতি শুনি নিজ নিজ বাসে,
চলিল সকল লোক বিস্ময় মানিয়া,
হাহাকার
করে যত লোক,
কেহ যায় নবদ্বীপে,
শচীকে বলিতে এ সংবাদ ॥

৫৩৪। কেশব ভারতী তবে সুচিন্তিত চিত্তে,
মধু শীলে আনে ডাকি মুণ্ডনের তরে,
বলে মধু,—
"শোন হে ভারতী !
ছুরি দিয়ে কার বুকে
আনিয়াছ জগত জীবন ?

৫৩৫। "মায়াধীশ হও যোগী আমি মায়াধীন,
নবীন বয়সে কেন হইবে সন্ন্যাসী ?
চলে যাও
আপন ভবনে ;
স্পর্শিব না কেশ আমি ;"
মধু শীল গমনে উদ্যত ॥

৫৩৬। মধুর হৃদয়ে গোরা শক্তি সঞ্চারিল,
গৌরাঙ্গে হেরিল মধু পরম ঈশ্বর,
মধু বলে,
"তুমি ভগবান,
ক্ষৌরি করি চাই কড়ি,—
ভবপার করিবে হে নাথ ॥"

৫৩৭। ইঙ্গিতে সম্মত বুঝি নাপিত-নন্দন,
ক্ষৌরি করি গৌর-হরি হইল বিদায়,
ভারতীর
হ'ল দিব্যজ্ঞান,
বলে চৈতন্যের প্রতি,
তব গুরু হইতে না পারি ॥

৫৩৮। ভারতীকে আশ্বাসিয়া গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
মন্ত্র শিখাইয়া দিল ভারতীর কাণে,
সেই মন্ত্র
দিল শ্রীগৌরাঙ্গে,
মাতৃ স্থানে চাহি ভিক্ষা,
তবে প্রভু চলিল নগরে ॥

৫৩৯। শচী নামে দ্বিজ-সুতা ছিল পতিহীনা,
তার স্থানে মাতৃ-জ্ঞানে যাচে গৌর রায়,
নিঃসন্তান,
সেই শচী দেবী,
বাৎসল্যে পুরিল কায়,
কাঁদি কাঁদি আনি ভিক্ষা দিল

৫৪০। এ সময়ে নিত্যানন্দ উপনীত হ'লে,
পালাল ভারতী ভয়ে নিজ বাস প্রতি,
সমান হে
রূপ নিরুপম,
তপত কাঞ্চন কায়,
রূপেতে ভুবন উজলিল ॥

৫৪১। শ্রীগৌরাঙ্গ বলে,—"ভাই আলয় ত্যাজিয়ে,
কেন এলে অসময়ে, অবধৌত রায়!"
উত্তরিল,—
"নিব শান্তিপুরে,
শচীমাতা নেহারিবে,
না হেরিলে মরিবে নিশ্চয় ॥

৫৪২। তোমার গভীর লীলা সাগর অনন্ত,
সফরীর তুল্য আমি অন্ত কিসে পাব,
যশোমতি,
তব শচীমাতা,
তারিতে এসেছ যদি,
ভাল তব ভকতে করুণা ॥"

৫৪৩। এত বলি নিল গোরা শচীর নিকটে,
কেশহীন মুণ্ড আর করধৃত দণ্ড,
কাঙ্গালেরি
বেশ হেরি মাতা,
আলিঙ্গিল ভুমিতল,
বাতাহত কদলীর মত ॥

৫৪৪। ঈষৎ হাসিয়ে গোরা শক্তি সঞ্চারিল,
পূরব জনম শচী অন্তরে জানিল,
প্রেমানন্দে
প্রতি অঙ্গ হায়
নৃত্য করে প্রেমভরে,
রামকৃষ্ণ হেরিল শ্রীশচী

৫৪৫। কাঞ্চন নগর ব্রজ ভূম মনে করি,
মাতিল গো শচীমাতা পেয়ে হারাধন ;
আঁখিদ্বয়ে,
বহে প্রেমধারা,
সুরধুনী ধারা প্রায়,
অঙ্গের দুকুল ভিজি যায় ॥

৫৪৬। ছুটিলরে বৎসহারা ধেনু উন্মতা,
ধরিলরে গোউর নিতাই দুই জনে,
নিল কোলে
অধর চুম্বিল
শিরঃ ঘ্রাণ লয়ে শচী
প্রেমনীরে ভিজাইল কায় ॥

৫৪৭। পুনঃ পুনঃ হেরে শচী বদন দোহারি,
অঞ্চলেতে মুছাইল শ্রীমুখ কমল,
"রামকৃষ্ণ !
বহুদিন পরে
মনে কি পরেছে মায়ে ?
আর ছেড়ে দিব না দু'ভাই ॥'

৫৪৮। ক্ষুধায় কাতর হেরি মলিন বদন,
ক্ষীর সর আনি দিল দোহার আননে,
বিধিমতে
রন্ধন করিয়ে
ভোজন করায় সুখে,
দেবতা দুর্ল্লভ দোহাকারে ॥

৫৪৯। নেত্র পলকেতে শচী হারায় শ'বার,
সিনান করায় দোঁহে ভৃঙ্গারের জলে,
নিতি নিতি
মহা মহোৎসব
শ্রীহরির সংকীর্ত্তন,
কাঞ্চন নগর হল ধন্য ॥

৫৫০। দিগ দিগন্তর হ'তে আসে কত ভক্ত,
এই ভাবে দশ দিন প্রবাহিত হল ;
তদন্তরে,
বলিল গৌরাঙ্গ,—
"শোন গো জননী, বাণী,—
সন্ন্যাসীর গৃহ-বাস দোষ ॥

৫৫১। "বিদায় দেও গো মাতঃ ধরি তব পায়,
সন্ন্যাসী-ধরম যায় গৃহস্থ আশ্রমে,
ইষ্টনাম
কৈরো দিবা রাতি,
ভয় নাহি তব মাতঃ,
জীবনান্তে যাবে গোলকেতে ॥

৫৫২। অনিলে যেমতি কাঁপে কদলির পাতা,
সেই ভাবে কম্পিতা হইল শচীদেবী,
সাগরের
বিষম আবর্ত্তে
যে ভাবে তরণী ডোবে
সেই ভাবে পড়িল ধরায় ॥

৫৫৩। অচেতন শচীদেবী ঘন বহে শ্বাস,
মাতৃবধ হ'ল বলি ধরিল নিতাই,
শচী শিরে
নিজে ঢালি জল,
চেতন করাল তবে,
বসা'লরে ধরণী উপরে ॥

৫৫৪। সম্বিত পাইয়া শচী করে হায় হায়,
করাঘাত কত শত হানে নিজ শিরে,
বিনয়েতে
গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সান্ত্বনিল বহুভাবে,
রোদন সম্বরে কতক্ষণে ॥

৫৫৫। "নিলাচলে যেয়ে মাতা স্বরগ দ্বারেতে,
হেরিবে আমারে মাতা নিতি নিতি তথা" ;
শচীদেবী
চলিল অচিরে,
জগন্নাথ দরশনে ;
দুই ভাই বিদায় হইল

শান্তিপুরে

৫৫৬। দেবের দেবতা শিব মানব রূপেতে
অদ্বৈত আচার্য্যরূপে আছে শান্তিপুরে,
অন্তরে জানিল,
তাহার ভবনে কালি
আসিবেক গৌরাঙ্গ নিতাই।

৫৫৭। নবদ্বীপে শচীপাশে বারতা পাঠায়,
পরিবার সহ যেন আসে শান্তিপুরে,
শ্রীগৌরাঙ্গ,
নিত্যানন্দ রায়,
আসিবেক মমালয়ে ;
হেরিবেক নয়ন ভরিয়ে॥

৫৫৮। জল বিনে মীন হেন ছট্ ফট্ করে,
গোরা বিনে সেই দশা হয়েছে সবার,
অনাহারে,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া,
কঙ্কাল হয়েছে সার,
কাঁদি কাঁদি হয় অচেতন॥

৫৫৯। ভকতের মুখে শুনি গোরাঙ্গ বারতা,
শবকায়ে প্রবেশিল নবীন জীবন,
করী সম
প্রবল শকতি
ধরিল নদীয়াবাসী ;
শান্তিপুরে করিল গমন॥

৫৬০। সীতানাথ ফুল্লচিতে কুসুম-কাননে,
খনক আনিয়া রচে কুসুম-আবাস,
মনোহর
নয়ন-রঞ্জক
কুটীর রচিল তথা
কিশলয়ে রচিত খচিত ॥

৫৬১। চৌদিকেতে নব নব পল্লব কুটীর,
বংশদণ্ডে বিরচিল চিত মনোহারী,
সদ্যস্ফুট
কুসুমে মণ্ডিত
করিল খনক বর
এবিশ্বেতে নাহি হেন শোভা ॥

৫৬২। নতোন্নত যত পথ করিল সরল,
নেতের বসনে তাহা সব আবরিল,
দুই পার্শ্বে
কুসুম লতিকা
রম্ভাতরু ঘেরি আছে,
পূর্ণ কুম্ভ রাখে তরুমূলে ॥

৫৬৩। স্থানে স্থানে হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভিল,
মহা-মহোৎসব হ'ল অদ্বৈত ভবনে,
শান্তিপুর
কৈলাস ভবন,
পুলকিত সর্ব্ব চিত ;
রমাগণে দেয় জয়ধ্বনি ॥

৫৬৪। আগুয়ান কত পথ হ'ল সীতাপতি,
পশ্চাতে ভকত করে নর্ত্তন কীর্ত্তন,
নর্ত্তনেতে
ধূলা উড়ি গায়
ধূসর হইল কায়,
উন্মত নব নব প্রেমে ॥

৫৬৫। তরুণ অরুণ জিনি নিন্দিত বরণ,
উজলিল ধরা পরে শ্রীগৌরাঙ্গ শোভা,
প্রভু দোঁহে
হাসিতে হাসিতে
কীর্ত্তনেতে দিল যোগ
গৌরাঙ্গ নিতাই দুটী ভাই ॥

৫৬৬। দশ-সহস্র লোকের কল কল ধ্বনি,
হরিনাম ধ্বনি, উঠে আকাশের গায়,
দেব দেবী
পুষ্প-বৃষ্টি করে,
দেবযানে থাকি হেরে ;
জয় জয় ধ্বনি শান্তিপুরে ॥

৫৬৭। লম্ফে ঝম্পে চলে লোক আত্মহারা হয়ে,
বৈষ্ণবের পদরজঃ পেয়ে বসুন্ধরা,
ছদ্মবেশে
বিবিধ কুসুমে
সাজাইল পঞ্চপ্রভু
তৃপ্ত আঁখি না হইল তবু ॥

৫৬৮। অন্নপূর্ণা সীতাদেবী গেলেন রন্ধনে,
অমৃত সদৃশ পাক করে ফুল্লচিতে,
পঞ্চাশত
ব্যঞ্জন রাঁধিল,
বিবিধ পিষ্টক আর,
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা ননী ॥

৫৬৯। খাও খাও, দেও দেও, হয়েছে উত্তম,
এই রোল উঠিল যে করিল ভোজন,
পঞ্চভোগ
নিবেদিল সীতা
পঞ্চ প্রভুর আহারে,
ভোজন করয়ে পঞ্চজনে ॥

৫৭০। ভোজনান্তে আচমন সকলে করিল,
তাম্বূল কর্পূর দিল মুখশুদ্ধি লাগি,
এইভাবে
পঞ্চদশ দিবা
গত হয় অবহেলে ;
দিবারাত্রি করে হরিনাম ॥

৫৭১। শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুরে শুনি শচীমাতা,
গৌরাঙ্গ-জননী ছুটে আত্মহারা হয়ে,
পাগলিনী,
লজ্জা পরিহরি
পথ-বিপথে চলয়ে,
নৈদেবাসী সবে আসে সঙ্গে ॥

৫৭২। শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রোড়ে করি করে অশ্রুপাত,
সুপবিত্র অশ্রু ধারা প্রবাহিত হয়ে
গৌর অঙ্গ
হল অভিষিক্ত ;
গোরা রাখে বক্ষ মাঝে,
মুখ চুম্বি শিরোঘ্রাণ লয় ॥

৫৭৩। গোরা বলে, "মাগো, মুই তোমার কিঙ্কর,
তব আজ্ঞাধীন আছি যতদিন শ্বাস,
নিলাচলে
করিব বসতি
যাবত জীবন রবে,
অনুমতি চাহি তব স্থানে ॥

৫৭৪। "জীবের জীবন দেখ করে টলমল,
আঁখি পালটীতে আশা নাহিক জীবের,
প্রেমেমাখা
হরিনাম কর,
কেবা কাহার তনয়,
এ জীবন মাত্র আত্মীয়তা ॥

৫৭৫। "ভাল ভাল দুটি কথা হইল স্মরণ,
বিবরিয়া বলি আমি এ সব ভারতি,
শ্রীরাধার
প্রেমের সাগর
মথিতে উদয় হরি,
হরিনাম প্রেমেরি স্বরূপ

৫৭৬। "যেই নাম সেই প্রেম হয় মাখামাখি,
কলিযুগে মূল মন্ত্র হয় হরিনাম,
ব্রজজন-
ভাবে হরিনাম
করিবে গো যেবা জীবে,
অনায়াসে যাইবে গোলকে ॥

৫৭৭। "হরিনাম লইতে সকলে অধিকারী,
অতএব রাধা-প্রেম পেল জনে জনে,
দ্বাপরেতে
বংশীধ্বনি শুনি
হ'ত সর্ব্বচিত হৃত,
কলিযুগে হরি চিত-হারী" ॥

৫৭৮। বলিতে বলিতে আর ভাব মনে হ'ল,—
"রাধা-প্রেম সুধাসিন্ধু সুগভীর হয়,
অনন্তেতে
হয় পরিণত,
বিতরিলে না ফুরায়,
সে প্রেমের নাহিক তুলনা ॥

৫৭৯। "বরিষা কালেতে যথা সাগরের নীর,
প্লাবিত করয়ে ধরা অনন্ত স্রোতেতে,
নাহি কমে
পারাবার, নীর
প্রত্যাগতে, নাহি বৃদ্ধি,
সেইমত হয় রাধা-প্রেম ॥

৫৮০। "ভালবেসেছিল, মাগো, যশোদা যেমতি,
তুমিও সে ভাবে যদি ভালবাস কৃষ্ণে,
দেহ অন্তে
যাবে গোলকেতে,
রবিসুত ভয় নাই ;
ইষ্টনাম কর অনুক্ষণ" ॥

৫৮১। ভাল ভাল বলি শচী ফুল্লচিত্তে বলে,—
"নীলাচলে করিহ বসতি বাছাধন !
মধ্যে মধ্যে
শান্তিপুরে আসি
দেখা দিবে যাদুমণি,
রাখিবে মায়ের এই কথা।" ॥

৫৮২। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি গোরা দিল উপদেশ,—
"পতিব্রতা সতী তুমি জগত মাঝারে,
তব রীতি
শিখিয়া সকলে
পতিব্রতা সতী হবে ;
ধন্য ধন্য তোমার মহিমা ॥

৫৮৩। "আমার পাদুকা তুমি করিবে সেবন,
বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার রহিবে জগতে,
শচীমায়ে
পালিও যতনে
নিজের জননী সম,
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিবে ॥

৫৮৪। "নিলাচল হ'তে শান্তিপুরেতে আসিব,
শচীমাতা সহ আসি হেরিও আমায়,
অন্নবস্ত্র
পাঠাইব আমি,
বিরহে না কর শোক,
জীব নিস্তারিবে হরিনামে ॥

৫৮৫। "প্রাণাধিকে! প্রাণেশ্বরী! দোষ ক্ষম মোর,
হরিনাম বিতরিতে আনে সীতানাথ,
যোগীবেশে
বিতরিব জীবে,
জনমিব বার তিন,
জান তুমি সকল ভারতি ॥

৫৮৬। "পর দুই জনমেতে সন্ন্যাসী না হব,
গৃহে থাকি হরি নামে হব গো দীক্ষিত,
বিতরিব
হরিনাম জীবে
তব সঙ্গে গৃহবাসে;
গৃহজীবি পাইবে নিস্তার ॥

৫৮৭। "শ্রীরাধা মঞ্জরী আর সখিগণ নিয়ে,
অবতীর্ণা পুনঃ হবে ভারত মাঝারে,
নিত্যানন্দ
বসুধা জাহ্নবী
শ্রীঅদ্বৈত সীতাদেবী
শ্রীনিবাস গদাধর লক্ষ্মী ॥

৫৮৮। "আমার শরীরে বিষ্ণু হ'বে আবির্ভূত,
এই সব প্রভুগণ লভিয়া জনম,
জনে জনে
দিবে হরিনাম,
এই জনমে যেমতি,
ভারতীর ভয় না রহিবে ॥

৫৮৯। "এ সকল গুহ্য কথা, হেরি মুহ্যমানা
জ্ঞাপিলাম তোমা এবে, শুন প্রাণপ্রিয়ে!
শান্তি-মনে
যাও নিজালয়ে,
হরিনাম দিতে জীবে,
তব যশঃ জগতে রহিবে ॥

৫৯০। ভূমে পড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রণাম করিল,
শচীমাতা সঙ্গে করি এল নবদ্বীপে,
নিজ নিজ
আলয়েতে সবে
করিল গমন তবে ;
মহাপ্রভু যাবে নীলাচলে ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত



চতুর্থ সর্গ।

(নীলাচলে)

৫৯১। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর ব্রহ্ম হরিদাস,
নীলাচলে গমন করিল তিন জনে,
রাজ পাণ্ডা,
হেরে স্বপনেতে,
জগন্নাথ বলে তারে,
কৃষ্ণ আসে গৌর রূপ ধ'রে।

৫৯২। জগন্নাথ সেবকের হৃদয়-কাননে,
প্রেম-ফুল ফুটিলরে বিবিধ প্রকার,
রাগ সূতে
গাথি প্রেম-ফুল
বিচিত্র রচিল হার,
সাজাইতে শ্যামল সুন্দর॥

৫৯৩। চিত্তপটে আঁকিল সে নবীন নীরদ,
ত্রিবঙ্ক শ্যাম চিন্তামণি ব্রজজনা ভাবে,
শিরে চূড়া
করেতে বাঁশরী
পীতাম্বর পরিধানে,
পদের উপরি রাখে পদ॥

৫৯৪। প্রেমফুল হার দিল সাধের শ্রীকৃষ্ণে,
প্রেমানন্দে অশ্রুধারা পড়ে দর্ দর্,
অনিমিষে
হেরে রূপ-শোভা,
মোহন মূরতিখানি,
হেনকালে উপনীত গোরা

৫৯৫। কেহ বলে চন্দ্রকান্ত মণি কি চপলা,
উজলিল শ্রীমন্দির-পূরী জল স্থল,
ঝলসিল
নীলাম্বু অবধি,
গৌরক্ষণপ্রভা রূপে,—
চঞ্চল চরণে দ্রুত গতি ॥

৫৯৬। কেহ বলে জলধর কোলেতে চপলা,
অনিলে ঠেলিয়ে কিরে নামাইল ধরা,
কেহ বলে
মেঘ বক্ষ মাঝে
নৃত্য করে সৌদামিনী,
কেহ বলে তরুণ অরুণ ॥

৫৯৭। কেহ বলে গোলোকের স্বুবর্ণ-চন্দ্রিমা,
জগবন্ধু দরশনে ভূতলে আগত,
কেহ বলে
মানব রূপেতে,
স্বর্ণলেপা জগন্নাথ
বিলাস করয়ে অবনীতে ॥

৫৯৮। নিরীক্ষণ করে সবে হারায়ে পলক,
ধ্যান-ধরা যোগী মত, পুরবাসী যত
ছুটিলরে
বালক বালিকা
যুবক যুবতীগণ
প্রাচীন প্রাচীনা যত ছিল ॥

৫৯৯। কোন একজন বুধ পাণ্ডারে বলিল,—
"তিনটী দেবতা এল মানব রূপেতে,
চিত হারি
রূপ নিরুপম,
নয়ন রমিত হ'ল,
আঁখি পালটিতে নাহি পারি ॥

৬০০। "কোন্ বিধি নিরমিল বিরলে বসিয়ে,
ধন্য ধন্য তারে দেই শতবার মোরা,
ঝলমল
রূপেরি কিরণে,
নয়নে না ধরে রূপ,
না হেরেছি না শুনেছি কভু ॥

৬০১। "তার মধ্যে একজন ভুবন-মোহন,
অনন্ত বদনে নাহি বর্ণিতে শকতি,
যুগ্ম ভুরু
তিল-ফুল নাসা
কুরঙ্গ-নয়ন বাঁকা,
দশন মুকুতা সারি সারি ॥

৬০২। "বিশাল বক্ষের পাশে জানুস্পর্শি কর,
নাচিতেছে ক্ষীণ কটী অনিল হিল্লোলে,
বাল-ভানু
জিনিয়ে বরণ,
কাল আভা চমকিত ;
অরুণ বসন তাহে পরা ॥

৬০৩। "শ্রীমুখ-সরোজ গড়া দয়া-নবনীতে,
অরুণ চরণ তার ভকতির মূল,
ঘন ঘন
হরি হরি বলে,
নবীন বয়সে যোগী,
হের হের পাণ্ডা মহাশয়" ॥

৬০৪। ধ্যান-ভঙ্গ হয়ে পাণ্ডা অঙ্গনে হেরিল,—
শ্রীকৃষ্ণ-মূরতি, যেন নব কাদম্বিনী,
বংশী নাহি
করে কমণ্ডলু
দক্ষিণ করেতে দণ্ড
শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গেতে ঢাকা ॥

৬০৫। বামে এক দলিত ললিত হেমাঙ্গিনী,
ঢাকিয়াছে পুরুষের আবরণ দিয়ে,
দক্ষিণেতে
যেন হুতাশন,
চতুরানন শোভিত
আসিয়াছে মনুষ্য আকারে

৬০৬। প্রণাম করিল পাণ্ডা মহাবাহু জানি,
ব্রজেরি শ্যাম-সুন্দর এসেছে ধরায়,
সমাদরে
রাখিল যতনে
কাশীমিশ্র আলয়েতে,
প্রসাদ আনিল ত্বরা করি ॥

(সার্ব্বভৌম জয়)

৬০৭। নবীন সন্ন্যাসী এক পুরুষ প্রধান,
আসিয়াছে নীলাচলে চেলা সঙ্গে করি,
রাষ্ট্র হল
দিগ্ দিগন্তরে,
লক্ষ লক্ষ লোক আসি
ভুলিগেল রূপগুণ হেরি ॥

৬০৮। সৌরে হেরে রবি, গানপত্যেতে গনেশ,
শৈবে হেরিছে শিব, শাক্তেরা ভগবতী,
বৈষ্ণবেতে
রাধা-কৃষ্ণ হেরে,
রামাউতে হেরে রাম,
আল্লারূপ হেরিল পাঠান ॥

৬০৯। যার যেবা ইষ্ট সে হেরিছে সেই রূপ,
সচ্চিদানন্দে ইহা সকলই সম্ভবে,
কেহ হেরে
সাকার, জ্যোতির্ম্ময়,
কেহ হেরে নিরাকার,
কেহ হেরে পরম ঈশ্বর ॥

৬১০। নীলাচলবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম,
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা-মণ্ডিত,
মায়াবাদী
তেজ ব্রহ্মসম
মানে, ভাবে সদা মনে ;
ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ॥

৬১১। ধৈর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে পাণ্ডিত্যে প্রবীণ,
গণ্য মান্য সবে করে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে,
রাজ বাড়ী
দ্বারস্থ পণ্ডিত,
অহঙ্কারী সার্ব্বভৌম,
শ্রবণ করিল গৌর কথা ॥

৬১২। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্নিকটে বাসুদেব আসি,
বিচারিল দশ দিন, পরাস্ত হইল,
শ্রীগৌরাঙ্গে
হেরি ষড়ভুজ
সরস হইল চিত,
প্রণমিতে হারা'ল গেয়ান ॥

৬১৩। তবে সার্ব্বভৌমে বলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়,—
"প্রসাদ করিবে সেবা একাদশী দিনে,
বৈষ্ণবের
জাতির বিচার
করিবে না বাসুদেব,
বৈষ্ণবে শ্রীকৃষ্ণে নাহি ভেদ ॥

৬১৪। "তুরীয়-শ্রীকৃষ্ণ বেদ বিধির অতীত,
অবিধেয় রাগ অনুরাগে ভালবাসা ;
তন্ত্র মন্ত্র
জপ তপ রীতি
পরিত্যাগ কর চিতে,
প্রকৃতি করহ ভালবাসা ॥

৬১৫। "প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড় অন্তর অন্তরে,
ভালবাসার প্রকৃতি জনমিবে চিতে;
নয়নেতে
সদা ভালবাসা
আঁকিবে যখন, তবে
বিশ্বময় হবে ভালবাসা ॥

৬১৬। "আত্মসুখ ষড়রিপু-ক্রিয়া পরিহরি,
ভালবেসে ভালবেসে হবে প্রেম রস,
সুমধুর
হবে ভালবাসা,
চঞ্চলতা যাবে দূরে,
ভালবাসা হইবে মূরতি ॥

৬১৭। "হৃদয় মাঝারে ভালবাসা-পারাবার,
তার মধ্যে ভালবাসা-মধুর-জীবনে,
মন-হংস
বিচরিবে প্রেমে
ভালবাসা হবে নীতি,
কৃষ্ণ বিনে কিছু না হেরিবে ॥

৬১৮। "স্থূলে মূলে ভালবাসা নয়নে অঙ্কিবে ;
প্রবর্ত্তে সাধন হবে ভালবাসা-রীতি,
ভালবাসা
নিত্য-সিদ্ধ হ'লে
মঞ্জরীর ধরি কায়
নিত্যধামে যাবে অন্তকালে ॥

৬১৯। "সখ্যে বাৎসল্যে দাস্যে কান্তে ভালবাসা,
মধুরেতে ভালবাসা সুমাধুর্য্য প্রেমে,
ভালবাসা
নহে পরিচ্ছিন্ন,
অপরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ,
অসীম শকতি ভালবাসা ॥"

৬২০। গৌরাঙ্গের নাহি আর কোনও সাধন,
জীব শিখাইতে হ'ল রাধা-ভাবাপন্ন,
প্রাণনাথ
প্রাণের বল্লভে,—
প্রেম-ফুলে রচি হার,
গলে, নাথ! দিব উপহার!

৬২১। ব্রজবিহারী শ্রীরাসচারী বনয়ারী,
ভালবাসি নাই, কিসে পাব ভালবাসা,
যে তোমাকে
চিত্তে ভালবাসে,
থাক তার হৃদিবাসে,
এই বাস নহে তব যোগ্য ॥

৬২২। কেন ওগো! ভালবাসা, পাই না হৃদয়েতে,
এই হৃদিবাসে নাহি আসে পীতবাসে,
বিষয়াশে
শুধু ভালবাসে,
ভালতো না বাসে হরি,
মধুর মধুর শ্রীনিবাসে ॥

৬২৩। দিলে প্রাণ ধর্ম্মকর্ম্ম জাতি মান কুল,
কৃষ্ণ অনুকুলে দিলে কুল পায় কুল,
দুকুলেতে
যারা রাখে কুল,
একুল ওকুল যায়
অকুলে পড়িয়ে যায় কুল ॥

৬২৪। যার কুল জলে তার চিত্ত যায় জলে,
তৃষিত চাতকী যথা কাদম্বিনী বিনে,
ভালবাসি
হাসি হাসি তৈছে
প্রেম-বারি বরিষণে
রাখে অনুগা প্রেমিকা প্রাণ ॥

৬২৫। "শুন বাসুদেব মরমের ভালবাসা,
ভালবেসে পাবে, ভালবাসা অনুরাগ
রাগাত্মিকা
অহৈতুকী বিনে,
নাহি পাবে শ্যামরায়,
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ কি ভক্তিতে ॥

৬২৬। "রাগে অনুরাগে যবে ফোটে প্রেম ফুল,
নবীন সৌরভে কালা-অলি ভালবাসি,
হৃদি-বাসে
মধুর পিয়াসে
আসিবে প্রাণের হরি,
রহিবে তাহার মনজুড়ি" ॥

৬২৭। চৈতন্যের মধুমাখা উপদেশ শুনি,
বাসুদেব সর্ব্বভৌম পড়ে পদতলে,
ব্রজভাবে
ভাব মিশাইয়ে
পূরব বারতা জানি,
বাৎসল্য ভাবেতে রহে মজি ॥

৬২৮। স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপ, দমোদর,
মধুর ভাবে তাহারা সাধে নিরন্তর,
রাধাকৃষ্ণ
মিশি জনমিল
জানিল গৌরাঙ্গরূপে,
কৃষ্ণ রূপ রাধা রূপে ঢাকা ॥

৬২৯। ব্রজধামেতে শ্রীরূপ করিল আশ্রম,
উজল করিতে রাধাকৃষ্ণের মহিমা,
লুপ্ততীর্থ
করিতে উদ্ধার,
বৃন্দাবনে বাস করি,
শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশিল তায় ॥

৬৩০। মধুময় সুমধুর ভাবেতে ভাসিয়ে,
কাম-বীজে কাম-গায়ত্রীতে উপাসনা,
দিল জীবে ;
দশ সহস্রেক
ভক্ত হইল তাঁহার,
সুমধুর কান্তভাবে ভজে ॥

৬৩১। সনাতন ভট্ট রঘু শ্রীজীব গোস্বামী,
গোপাল ভট্টাদি সব শাস্ত ভক্ত ছিল,
বিধিমতে
চৌষট্টি অঙ্গেতে
ভজন করিল সবে,
ব্রহ্মচর্য্য কৈরে আচরণ ॥

৬৩২। গৌড়দেশ সুপবিত্র করিল নিতাই,
কান্ত ভাবে জনে জনে দিয়ে উপাসনা,
ব্রজভাবে
বিংশতি সহস্র
ভকত করিল লোক,
প্রেম-ভক্তি পে'ল অবিরাম

৬৩৩। শ্রীঅদ্বৈত-চাঁদ বঙ্গদেশবাসিগণে,
সখ্য-ভক্ত করিল পঞ্চ বিংশ সহস্র,
সখ্যভাবে
মাতাইল লোক,
হরি বলি নৃত্য কৈরে
প্রেমানন্দে হইল বৈষ্ণব ॥

৬৩৪। শ্রীনিবাস দাস্য-প্রেম ভালবাসি আর,
আসামেতে ভক্ত করে পঞ্চ সহস্রক,
দাস্য-প্রেমে
মাতিল সকল,
হরি হরি বলি নাচে,
প্রেমাস্বাদি হইল বৈষ্ণব ॥

৬৩৫। গদাধর মধুর মুরতি মধুময়,
রাঢ়-দেশ মধুভাবে ভকত করিল,
করে ভক্ত
দ্বাদশ সহস্র,
মধুলোভী যত নর,
মঞ্জরী সদায় হয়ে ভাবে ॥

(সরস্বতী জয়)

৬৩৬। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু যায় কাশীধামে,
ভূচর খেচর নর তরু লতা যত,
পথে পথে
উদ্ধারিল কত
অনন্তে না পায় অন্ত,
আমি ক্ষুদ্র কি লিখিব তাহা ॥

৬৩৭। জ্ঞানীতে হেরিছে জ্ঞানী, যোগী হেরে যোগী,
কর্ম্মীতে হেরয়ে কর্ম্মী, ভক্তজন ভক্ত,
এই ভাবে
আছে কাশীধামে,
কীর্ত্তন করয়ে রঙ্গে,
পঞ্চভাবে হ'ল বহু ভক্ত ॥

৬৩৮। পঞ্চ ষষ্ঠী সহস্র শিষ্য আছে যাঁর,
প্রকাশ আনন্দ নামে বৃহস্পতি সম,
গৌরাঙ্গেরে
উপহাসি নিন্দা
গাহিত সন্ন্যাসী মাঝে,
ভাবুকের সন্ন্যাসী-ধরম ॥

৬৩৯। "বেদ নাহি মানে গোরা না মানে বিধান,
ব্রহ্ম-উপাসনা নাহি করে মধ্যাচার্য্য,
দ্বৈতবাদী
দুঃখ-মূল ভজে,
অদ্বৈতবাদী না হয়,
হরি ব'লে নাচে প্রেমানন্দে ॥

৬৪০। "বাসুদেব সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ভারতে,
যাদু করি করিয়াছে তাহারে ভকত,
সাবধান!
গৌরাঙ্গ নিকটে
যাতায়াত নাহি কর,
'হরি বলা' হবে নাহি ভুলে"

৬৪১। দৈবযোগে এক দিন রাজপথে দেখা,
সরস্বতী বলে,—"এ কোন্ পুরুষ প্রধান?
বিশ্বেশ্বর
নররূপী হয়ে
আসিয়াছে কিবা হেথা,
শিষ্য বলে, "এই সে গৌরাঙ্গ"

৬৪২। সম্মান করিয়ে সরস্বতী বসাইল,
শিষ্টাচার দৈন্যতায় কেহ না জিনিল,
বাক্যালাপে
উভয়ের হৃদে
প্রেমানন্দ উপজিল,
বেদ-শাস্ত্র আরম্ভে বিচার॥

৬৪৩। বিচারে পরাস্ত যদি হয় সরস্বতী,
কৃষ্ণ-রূপ নেহারয়ে গৌরাঙ্গ কায়াতে,
প্রণমিল
শিষ্যগণসহ,
স্তব স্তুতি করে কত,
বর্ণিবারে না হয় শকতি॥

৬৪৪। যাইট হাজার শিষ্য নিয়ে সরস্বতী,
ভকত হইয়ে সবে বলে হরি হরি,
হরি-ধ্বনি
উঠিল গগনে
কীর্ত্তন করিল কত,
সে আনন্দ লিখিব কেমনে॥

৬৪৫। লক্ষ লক্ষ হরি-ভক্ত হইল তথায়,
পশু পাখী স্থাবর জঙ্গম তরুলতা
হরিবলে
হেলিয়ে দুলিয়ে,
নৃত্য করে প্রেমসুখে,
হেরি সবে হ'ল চমৎকার ॥

৬৪৬। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান,
যড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সর্ব্ব শক্তিময় হয়,
ভাষিল রে
সরস্বতী প্রতি,—
"শুনহ প্রকাশানন্দ
শব্দময় ব্রহ্ম হয় হরি ॥

৬৪৭। "শিব হরি ভেদ জ্ঞান করে যেই জন,
নিরয় মাঝারে হয় তাহার বসতি,
রজঃগুণে
বেদের জনম,
কি বুঝিবে তাহা বিধি,
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম করে ব্যাখ্যা ॥

৬৪৮। "জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে আছে শ্যামল-সুন্দর,
দ্বিভুজ নব নীরদ উজ্জল বরণ,
আহ্লাদিনী
শক্তি সহকারে
প্রেমের মূরতি হয় ;
সদাশিব মাত্র ইহা জানে ॥

৬৪৯। "বেদে উপনিষদে তব পাণ্ডিত্য গভীর,
বিরিঞ্চির বাক্য নরে বুঝিতে না পারে,
দেবঋষি
ব্রহ্ম ঋষিগণ
নিত্য তত্ত্ব নাহি জানে,
বাক্য মনাতীত যাহা হয় ॥

৬৫০। "রাগ অনুরাগ ভিন্ন বিধির বিধানে,
পাইবে না কভু সচ্চিদানন্দ সাধনে,
দ্বন্দ্বাতীত
ত্রিগুণ রহিত
আনন্দ রহিত শান্তি";
নবতত্ত্ব শুনি ভাসে প্রেমে ॥

৬৫১। "ভক্তের কারণে হরি গোলোক হইতে
সাঙ্গ-পাঙ্গ সঙ্গে করি আসিল ধরায়,
রাগানুগা
ভকতি প্রকাশি
দেখাইল শ্রীরাধিকা;
সে আদর্শ কেহ না ধরিল ॥

৬৫২। "পঞ্চ-রসিক সেব্য-সেবক ধরমেতে,
সাধিল পূরব পত্নী কিশোরীর ভাবে,
হ'ল নারে
সাধন নিত্যের,
সচ্চিদানন্দ না পায়;
শ্রীরাধার ধর্ম্ম প্রকাশিব ॥

৬৫৩। "ব্রজ জনের ভাবামৃতে সিনান করিলে,
অনায়াসে প্রাপ্ত হয় শ্রীসচ্চিদানন্দ,
গোপী ভাবে
রাগ অনুরাগে
সাধহ নির্হেতু ভাবে,
আত্ম-সুখ দূরে পরিহরি ॥

৬৫৪। "যার যেই মন্ত্রে দীক্ষা সর্ব্ব মন্ত্র হরি,
ব্রজভাবে করিবে সাধন মানবেতে,
নব নব
রাগ উপজিয়ে
ভালবাসা জনমিবে,
অন্তেতে পাইবে নিত্যধাম ॥

৬৫৫। "ধ্যান ধারণা সমাধি ত্রিত্রাটক যত,
যাগ যজ্ঞ হোমাদি নিম্ন অধিকারে,
নিত্যরস
হবে না সাধিত,
লও শুধু হরিনাম,
হরিনামে সর্ব্ব কার্য্য হবে ॥

৬৫৬। "পরীক্ষিত পুত্র জন্মেজয় রাজা ছিল,
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে এই কলিকালে,
তার যজ্ঞ
বিনষ্ট হইল,
কাটা অশ্ব নৃত্য করে,
দুগ্ধ নাহি ঝরে অশ্ব হতে ॥

৬৫৬। "কাটা-শির নৃত্য করে পরে রক্তধারা,
অশ্বমুণ্ড স্বর্গপথে না উড়িল, হায় !
অশ্বমুণ্ড
করে নৃত্য হেরি
হাসিল দ্বিজের সুত,
জন্মেজয় হ'ল ক্রোধমতি ॥

৬৫৭। "খর্গাঘাতে দ্বিজ-পুত্র কাটিয়া ফেলিল,
ব্রহ্মবধ করি রাজা করে হায়! হায় !
মুনিগণ
যায় পলাইয়া,
ব্রহ্মহত্যা পাপ হেরি
কুষ্ঠরোগ হ'ল নরবরে ॥

৬৫৮। "যত্র জীব তত্র শিব তন্ত্রের লিখন,
শিবলীলা নিন্দন না করিবে কখন,
রজোগুণ
বলে রাজসিকে,
তামসিকে তমঃ কাজ,
এ সব না দিবে উপদেশ ॥

৬৫৯। "আর্য্য ও অনার্য্য জাতি করে একাচার,
সাকার পূজনে করে পশুর ঘাতন,
জিয়াইতে
নাহি পারে কেহ,
বধ জন্য হয় পাপ,
অন্তে হয় নরকে নিবাস ॥

৬৬০। "ব্রাহ্মণ ত্রিগুণাতীত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
থাকিবে তাঁহারা সব ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে,
অনার্য্যের
কার্য্য বলিদান
করি হয় মহাপাপী,
পর পর জন্ম হয় পুনঃ ॥

৬৬১। "সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ভজন ত্যজিয়া,
হরিনাম মূলমন্ত্র জপ অনুক্ষণ,
উপদেশি
দিবে সবে নাম,—
তারক-ব্রহ্ম হরির ;
করিবেক সাত্ত্বিক আচার ॥

৬৬২। "রথযাত্রা কাল এবে হ'ল উপনীত,
প্রত্যাগত হব আমি নীলাচল পুরে,
নিত্যানন্দ
অদ্বৈত গদাধর
শ্রীনিবাস ভক্তগণ
আসিবেক আমা দরশনে" ॥

৬৬৩। ইহা বলি শ্রীচৈতন্য করিল প্রস্থান,
সরস্বতী যায় হরিনাম বিতরিতে,
অযাচকে
দেয় হরিনাম,
বৈষ্ণব করিল বহু ;
মহাপ্রভু চলে নীলাচলে ॥

নিলাচলে চৈতন্য

৬৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিলাচলে এলো,
লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসি করে দরশন,
মহোৎসব
হয় নিতি নিতি,
মুকুন্দ কীর্ত্তন করে,
প্রেমানন্দে নাচে গৌর হরি ॥

৬৬৫। নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত আচার্য্য,
শ্রীনিবাস স্বরূপ রামানন্দ মূরতি,
কত ভক্ত
সঙ্গেতে আসিল,
গণনা অতীত হয়,
মহাপ্রভু নিজে দেয় বাসা ॥

৬৬৬। চির পরবাসে কারো বান্ধব থাকিলে,
নব দেখা তার সঙ্গে হ'লে পুনর্ব্বার,
উভয়ের
যেমন আনন্দ,
তেমতি হইল সবে,
পরস্পর করে আলিঙ্গন ॥

৬৬৭। প্রভু আলিঙ্গিয়া কেহ ছাড়িতে না চায়,
আঁখি পালটিতে হয় মর্ম্মাহত লোক,
প্রেমানন্দ
না হয় বিরত,
বাড়িল রে নিরবধি ;
প্রতি অঙ্গ নৃত্য করে প্রেমে ॥

৬৬৮। পঞ্চপ্রভূ বসিলেন কাশীমিশ্র বাসে,
শ্বেত রক্ত পীত বরণ নয়ন-রমিত,
তিনবর্ণ
মিলিত হইয়ে
হ'ল নবীন বরণ,
তার আভা উঠিল আকাশে ॥

৬৬৯। ভক্তগণ মাঝে পশি সে নব বরণ,
পূরব বরণাচ্ছাদে এ নব বরণে,
হইল রে
সব একাকার,
রমণীয় শোভা হেরি
বিস্ময় মানিল যত লোকে ॥

৬৭০। তরুলতা, কুটীর, আঙ্গিনা, নিরখিয়া,
নব একরূপ হেরে যাত্রিক-মণ্ডলে,
মণি জিনি
বরণ উজলে,
শান্তিময় শোভা হল ;
দেবগণে করে পুষ্প-বৃষ্টি ॥

৬৭১। প্রসিদ্ধ বকুল তলে ব্রহ্ম হরিদাস,
তিন লক্ষ হরিনাম করে নিতি নিতি,
প্রভুগণ
আসিয়াছে শুনি
হাটিয়ে আসিল দ্রুত,
প্রভুগণে করিল সম্মান ॥

৬৭২। পরস্পর প্রণমিলে আর আলিঙ্গিলে,
প্রভুগণ প্রেমানন্দে করে আশির্ব্বাদ,
বেলা হ'লে
করে স্নানদান,
মহা প্রসাদ লইতে
বসিলরে বিংশতি পঙক্তিতে

৬৭৩। পরিবেশন করিল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,
এক সময়ে প্রসাদ দিল প্রতিজনে,
যত ভক্ত
ততজন গোরা
হইল এক সময়ে,
সত্যখাঁন রাজা তা হেরিল ॥

৬৭৪। রাজপরিবার যত হ'ল উন্মত,
ভকত হইল সবে হরি হরি ব'লে,
ভোজনান্তে
ভকত বৈষ্ণব
আচমন করি সবে
তাম্বুল কর্পূর করে সেবা ॥

৬৭৫। গৌরাঙ্গ বিরহে অতি তাপিত হৃদয়ে,
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ছিল নিজালয়ে,
পত্নীসহ
আসি করে দেখা,
প্রভু করিল আদর,
একে একে সবে সম্ভাসিল ॥

৬৭৬। হরি-সংকীর্ত্তন হ'ল, চৌষট্টি দলেতে,
মহাসংকীর্ত্তন রথে হ'ল এক দিন,
সংকীর্ত্তন
বহু হ'ল, গোরা
প্রতি দলে করে নৃত্য,
চৌষট্টি হইল শ্রীগৌরাঙ্গ ॥

৬৭৭। জীব-শিক্ষা দিতে নিজে আচরিয়া ধর্ম্ম,
পঞ্চ-প্রভু দলে দলে করয়ে নর্ত্তন,
নিজে নাচি
নাচায় ভকত,
ধূলায় ধূসর কায় ;
ভকতে করে অনুকরণ ॥

৬৭৮। "হরি বল" ভীমরব ছুটিল আকাশে,
প্রলয়ের ঝঞ্জাবাতে সাগর-লহরী,
ভাঙ্গি যবে
পরে বেলা ভূমে,
রবেতে মিলয়ে রব,
সেইরূপ হরি-ধ্বনি রব ॥

৬৭৯। দারুকার্য্য কারুকার্য্য বিচিত্র রথের
উপরে শোভিছে এক রতন-মণ্ডিত
সিংহাসন,
তদুপরি যত্নে,
নেতের বসন শোভে,
তদুপরি কুসুমের শয্যা ॥

৬৮০। কুসুমেরি হার তায় থরে থরে রাখে,
সুচুয়া চন্দন আর আতরে চর্চ্চিয়ে,
জগন্নাথ
বসাইল তাহে,
রাজ-পাণ্ডাগণে আসি ;
তিন রথ হ'ল একত্রিত ॥

৬৮১। নহবতে বাজিল রে নাগারা টিকারা,
কাসী, বাঁশী, ঢোল, জয়ঢাক, জগঝম্প,
যাত্রিকেরা
করে হরি-ধ্বনি,
রমণীরা দেয় উলু,
পদভরে কাঁপয়ে মেদিনী ॥

৬৮২। সংকীর্ত্তন রব যদি তাহাতে মিশিল,
ভূচর খেচর সব প্রমাদ গণিল,
নৃত্য করে
থাকি বিমানেতে,
অপ সরাগণেরা সুখে,
কেবল কৃতান্ত ম্লান-মুখ ॥

৬৮৩। ধর্ম্মরাজ বলে মোর রাজ্য গেল, হায় !
হরিনাম ধ্বনি যদি আসে নিরয়েতে,
পাপীগণ
কেহ না রহিবে,
উদ্ধারি যাবে গোলকে,
চিন্তি দ্বার করে অর্গলিত।

৬৮৪। সপ্তদিন অহোরাত্রি কীর্ত্তন হইল,
প্রেমে উন্মত্ত যত ভকতের দল,
আত্মহারা
নামামৃত পানে,
ভূমে গড়ি দিল কেহ,
লম্ফে কম্পে নিলাচল ভূমি ॥

৬৮৫। নরেন্দ্র-সরোবরে করিল জলকেলি,
সল্পজলা সরোবর পঙ্কময় হ'ল,
চারি পারে
পর্ণশালা তার,
তীর্থ-যাত্রি ছিল বহু,
পর্ণশালা চিত্রিল কদ্দমে ॥

৬৮৬। জলকেলি অবসান হ'লে ভক্তগণ,
প্রসাদ পাইতে এল কাশী মিশ্র ঘরে,
প্রেমানন্দে
প্রসাদ লইল,
বিশ্রাম করিল তবে,
রজনী বঞ্চিল হরিনামে ॥

৬৮৭। প্রত্যূষে উঠিয়ে প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া,
মহাপ্রভু স্নানে এল কাশীমিশ্র-পুরে,
প্রভুগণ
বেষ্টন করিয়ে
বসিল ভকতগণে,
উপজিল রমণীয় শোভা ॥

৬৮৮। শরতের নিরমল অম্বর উপরি,
নক্ষত্র বেষ্টিত শশী যেমন শোভয়,
সেইভাবে
শোভিত হইল
পঞ্চ প্রভু, ধরাধামে,
নয়ন-রঞ্জন চিতহারী ॥

নিমাইর সাধনোপদেশ

৬৮৯। এইভাবে একমাস গত সবাকার,
সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি নিলাচলে রহে,
সুচিন্তিত
হ'ল মহাপ্রভু
স্বদেশে পাঠাতে সবে,
ভক্ত প্রতি দিল উপদেশ ॥

৬৯০। "এক কোটি সাধক জিনি একটী জ্ঞানী,
এক কোটি জ্ঞানী ঠেলি একজন ন্যাসী,
এক কোটি
ন্যাসী ফেলি দিয়ে
একজন যোগী হয়,
এক কোটী যোগী জিনি ভক্ত।

৬৯১। "এক কোটি ভক্ত জিনি এক সখ্য নর,
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় বাৎসল্য ভকত,
তাহা হৈতে
শ্রেষ্ঠ হয় দাস্য,
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কান্ত,
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় মধু ॥

৬৯২। "ব্রজ জনের এই পথ পঞ্চম হয়,
যার যেই মত ইচ্ছা করহ সাধন,
হবে ভাব,
ভাবে হবে প্রেম,
প্রেমে হবে ভালবাসা,
ভালবাসায় হইবে মধু ॥

৬৯৩। "সুমধুর ভালবাসা হৃদয়ে প্রবাহি,
প্রতি অঙ্গ মাতিবে নবীন প্রেম-রসে,
হবে রাগ,
পরে অনুরাগ,
বিরাগে মঞ্জরী হবে,
সর্ব্ব অন্তে যাবে নিত্যালয়ে ॥

৬৯৪। "সন্ন্যাসী না হবে কেহ, গৃহাশ্রমে থাকি,
ব্রজ জনার ভাবামৃতে ভাব ধরিয়ে,
নিলে ভাব,
মনোময় কায়ে
ভাবেরি প্রকৃতি হবে,
আত্ম-সুখ পালাইবে সব ॥

৬৯৫। "একব্যক্তি বহু মন্ত্রে দীক্ষিত না হবে,
নিরখিবে জ্ঞানে, প্রতি দেব এক হয়,
মায়াধীশ
অনাসক্ত হয়ে,
সাধিবে বিকার ছাড়ি,
সমাধি হইবে অতঃপরে ॥

৬৯৬। "অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব যে বিকার ধরম,
হাসা কাঁদা নাচা গাওয়া দূরে যাইবে,
তন্ময়
হইবে তদাত্মা,
যে ভাব গোপীর হ'ল,
সেই ভাব হবে তোমাদের ॥

৬৯৭। "উচ্চজাতি নরে শিষ্য কভু না করিবে,
তৃণ হৈতে নিচু হ'য়ে চলিবে সমাজে,
তরুসম
ধৈরয ধরিবে,
কারো না লইবে দোষ,
উদ্বেগ না দিবে কোন জীবে ॥

৬৯৮। "ধন্য ধন্য বৃন্দাবন ধন্য নন্দগ্রাম,
ধন্য ব্রজ গোপ গোপী ধন্য সে জাবট,
ধন্য ধন্য
পশু পাখী সব,
ধন্য বন উপবন,
ধন্য ধন্য তরুলতা আদি ॥

৬৯৯। "ধন্য ধন্য যমুনা-পুলিন, বংশীবট,
ধন্য শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কীট, ভূজঙ্গ,
ধন্য ধন্য
নিধুবন আর,
ধন্য নিকুঞ্জেরি বন,
ধন্য কুসুমেরি সরোবর ॥

৭০০। "ধন্য গিরি গোবর্দ্ধন কালীয় দমন,
ভব ভবানী যথা করিত বিচরণ,
ব্রহ্মা আদি
সব দেবগণে,
কণিকা প্রেমের তরে,
জনমিয়া ছিল যে তথায় ।।

৭০১। "আপনি সচ্চিদানন্দ ভকত কারণে,
নিত্যধাম পরিহরি গোপের ঘরেতে,
শ্রীরাধাজী
মঞ্জরী সখীর
সহিতে করিল লীলা,
কৃষ্ণভক্তি শিখাল অপার ।।

৭০২। "গোপীর কণিকা প্রেম পায় যেই নর,
দেবতা দুর্ল্লভ হয় প্রতি জনে জনে,
ভজহ রে
গোপিনী ভাবেতে ;
যাহার যেমত ভাব
অনায়াসে পাবে নিত্যধাম ।

৭০৩। ইহা বলি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু,
স্নান লাগি চলিল ভকতগণ সঙ্গে,
স্নান করি
প্রসাদ ভক্ষিল,
বিশ্রাম করিয়া সবে
বিদায় হইল প্রভু-স্থানে ।।